সন্তানের ভবিষ্যৎ

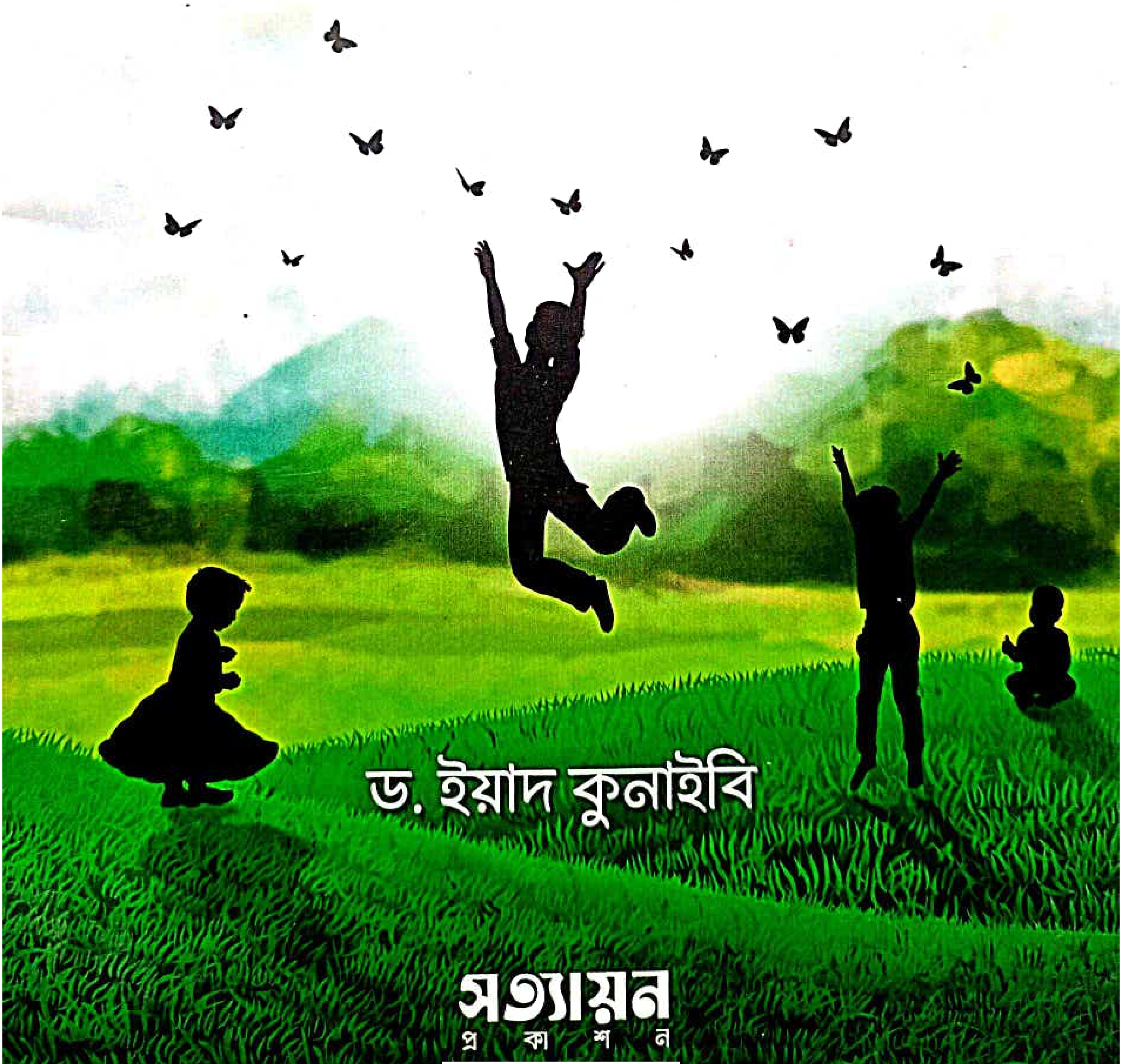

ড. ইয়াদ কুনাইবি

সত্যায়ন
প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রিয় পাঠক,

শুনে রাখুন! আপনার সন্তানই আপনার সবচেয়ে বড়ো 'ক্যারিয়ার'। অন্য কিছু দিয়ে নয়, তাদের মাধ্যমেই নিজেকে প্রমাণ করুন। মৃত্যুর পরে তারাই হবে আপনার সদাকায়ে জারিয়া বা চলমান নেক আমল। তাদের প্রতি আপনার অবহেলা একসময় কুঠার হয়ে ফিরবে, যা আপনার আফসোসের কারণ তো হবেই, তাদেরকেও অন্ধকারে ঠেলে দেবে, ফলে তারা পথ হারাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সন্তানের ভবিষ্যৎ

মূল :
ড. ইয়াদ কুনাইবি

সংকলন ও অনুবাদ :
আরশাদ আনসারী

সত্যায়ন
প্র কা শ ন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"

(সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬)

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই আপন দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের ওপর দায়িত্বশীল, সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানসন্ততির ওপর দায়িত্বশীল, সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"

(বুখারি, ২৫৫৪)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উৎসর্গ

উম্মাহর অনন্য সে প্রজন্মের উদ্দেশ্যে—যারা পৃথিবীকে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতায় ঢেকে দিয়েছিলেন, আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করে জাহিলিয়াতের অভিশাপ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করেছিলেন, যারা নবিজি ﷺ-এর পবিত্র আমানত পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন।

এবং তাদের অনুসারী নতুন প্রজন্মের অপেক্ষায়...

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা ১১

কৈফিয়ত ১৩

প্রথম অধ্যায় : আপনার দায়িত্ব কি শুধুই সন্তানকে বড়ো করে তোলা? ১৫

শুরুর কথা ১৫

তারবিয়াত কী? সন্তানদের গড়ে তোলার অর্থই-বা কী? ১৯

শিক্ষাব্যবস্থা কি তারবিয়াতের এই উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম? ২৭

আপনার কথামতো তা হলে তো প্রত্যেক মায়েরই উচ্চশিক্ষিতা বা আলিমা হতে হবে? ২৮

আপনি তো দেখি তারবিয়াতের সকল বোঝা নারীর ওপরই চাপিয়ে দিলেন! ২৯

তারবিয়াতের অনেক বিষয় তো আমি নিজেই ধারণ করতে পারিনি! ৩১

তারবিয়াতের এই বিষয়টি কি আরেকটু সহজ হতে পারত না? ৩২

এখন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েই আমার শংকা হচ্ছে! ৩৪

সন্তানদের গড়ে তুলতে গিয়ে সবচেয়ে ভয়ংকর যে ব্যাপারটি ঘটে ৩৫

ভয়ংকর ঘুষ! ৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাত্রাতিরিক্ত যত্ন ও বিরক্তিকর মমতা! ৩৭
যদি আমি ব্যর্থ হই? ৩৯
সবসময় স্বামী আর সন্তানের মাঝে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার মানসিকতা আমার নেই! ৪১
দ্বিতীয় অধ্যায় : সন্তান অসুস্থ হলে পিতা-মাতার করণীয় ৪৬
বিষয়টির গুরুত্ব ৪৭
অসুস্থ সন্তান : কেমন হবে আমাদের আচরণ? ৪৯
যে মূল্যবোধগুলো সন্তানের হৃদয়ে গেঁথে দেবো ৫২
এই মূল্যবোধগুলো কীভাবে তাদের হৃদয়ে বসাবো? ৫৫
১. প্র্যাকটিক্যাল বা প্রায়োগিক শিক্ষার মাধ্যমে ৫৫
২. গল্প বলার মাধ্যমে ৫৬
গল্প কীভাবে তৈরি করবেন? ৫৬
৩. কুরআনের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করে তোলার মাধ্যমে ৫৮
৪. তাদের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে ৫৮
সন্তানের কষ্টে নিজেকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব? ৫৯
১. অন্তরকে আখিরাতমুখী করা ৫৯
২. নবিজি ﷺ-এর কথা ভেবে সান্ত্বনা ৬১
৩. নতুন অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এবং বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেওয়া ৬১
৪. আরও কঠিন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা ৬২
সন্তান প্রতিপালন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধা! ৬৩
অসুস্থ সন্তানকে কীভাবে সান্ত্বনা দেবো? ৬৬
১. নিজে তাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও আদর্শ হিসেবে উপস্থিত হওয়া ৬৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

২. মনে রাখবেন, আল্লাহ আপনার সন্তানের প্রতি
আপনার চাইতেও অধিক দয়ালু ৬৬
৩. সন্তানের সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলা ৬৭
৪. তাদের মতো অন্যান্য শিশুদের
কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা তাদেরকে শোনানো ৬৭
৫. তার চিকিৎসায় সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালানো ৬৮
৬. তাকে উপকারী কাজে ব্যস্ত রাখা ৬৯
৭. সন্তানকে বুঝতে দিন, সে এখনো কাজ করতে সক্ষম ৭০
৮. সন্তানকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে তুলুন ৭০
অসুস্থ সন্তানের সাথে আচরণগত কিছু ত্রুটি ৭১
তৃতীয় অধ্যায় : প্যারেন্টিংসংক্রান্ত কতিপয় নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা ৭৪
ফিতরাত! ৭৪
চিৎকার-চেঁচামেচি ৭৬
ছেলে আমার, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো তো! ৭৭
কিন্তু আমি ব্যস্ত! ৮০
একটি সুন্দর স্মৃতি ৮৩
আমাদের সন্তানদের যেভাবে কেড়ে নেওয়া হয় ৮৪
যা চাও নাও, তারপর কেটে পড়ো! ৮৭
লজ্জা এক দিনেই তৈরি হয় না ৮৯
কন্যার কবরের সামনে শাইখের দেওয়া আবেগঘন নাসীহা ৯০
কুরআনকে তাদের নিকট প্রিয় করে তুলুন ৯৩
কীভাবে বলি যে, আমার সন্তান শিক্ষিত! ৯৫
তারবিয়াতকেন্দ্রিক ত্রিপাক্ষিক ভুল ৯৮
পচন যখন মূলে! ১০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই পরিবারই আপনার ক্যারিয়ার ১০৩
কর্মবিরোধী প্রার্থনা ১০৫
বয়ঃসন্ধি ১০৭
চাঁদের দিকে লাফ! ১০৯
একটি বালকের গল্প ১১১
আমার মেয়ের রোজনামচা ১১২
সুখী ও রাগী ১১৪
আদর ১১৭
প্রভাব! ১১৮
পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ১১৯
বাদানুবাদ ১২১
কন্যা যদি আপনার চোখে আল্লাহর সম্মান দেখতে পেত! ১২৩
তাদের বুঝতে দিন, আপনি তাদের প্রতি যত্নশীল ১২৫
সন্তানদের থেকে অমনোযোগী হবেন না ১২৮
বাবা, সবাই তখন আমাকে পণ্ডিত বলে ডাকবে! ১৩০
মাপকাঠি ১৩২
বাবা, তুমি আমাকে দ্বীনের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ করে ফেলছো! ১৩৬
বাবা, সাওম পালন করতে আমার ভালো লাগে না ১৩৯
আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামে ফেলে দেবেন! ১৪১
আল্লাহর আদেশে নাক গলানো! ১৪৪
শিশু মনের কুরআনি জিজ্ঞাসা ১৪৭
সন্তান বিপথগামী হলে করণীয় ১৫৩
সন্তানদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা শিক্ষা দিন ১৫৬
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে আমাদের একটি বার্তা ১৬২
হতাশার কোনো সুযোগ নেই ১৬৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের, যিনি এই উম্মাহকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং সেই সাথে বাতলে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথ। সালাত ও সালামের অবারিত বর্ষণে সিক্ত হোন প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ। যিনি মুমিনদের জন্য জীবন্ত আদর্শ হয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, সাহাবায়ে কেরামের উজ্জ্বল প্রজন্ম তৈরি করে যিনি আমাদের হাতে-কলমে সন্তান প্রতিপালনের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

সন্তান প্রতিপালনের প্রতি গুরুত্বহীনতার ব্যাধি আজ সমাজ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেও এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব একবাক্যে সকলেই স্বীকার করতে প্রস্তুত। এমনকি ওহির জ্ঞানশূন্য পশ্চিমা পশুসভ্যতায় পর্যন্ত এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। ক্যারিয়ার ও ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে সন্তান প্রতিপালনের এই সুমহান দায়িত্ব থেকে যারা সরে আসতে চান তাদের মনে রাখা উচিত, বিশ্বজয় করে এসে ইসলামের প্রথম যুগের সোনার মানুষেরা সঠিক পরিচর্যা ও দীক্ষার মাধ্যমে তাদের সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে, খোদ নুবুওয়াতি কণ্ঠে সেসব প্রজন্মের উদ্দেশ্যে সপ্রশংস বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল। এমনকি নবি ﷺ ইসলামের বুঝকে তাদের বুঝের সাথে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন!

ড. ইয়াদ কুনাইবি (হাফিজাহুল্লাহ) সে পথেরই একজন সচেতন যাত্রী, যে পথে হেঁটেছেন উম্মাহর সোনালি মানুষেরা। যিনি পশ্চিমা সভ্যতার ভয়াবহ প্রভাব ও আগ্রাসনের সামনে অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করেননি; বরং দৃঢ়ভাবে সন্তানদের হাত আঁকড়ে ধরে ইসলামের স্বচ্ছ শিক্ষার ওপর তাদের গড়ে তুলেছেন। যিনি সন্তান প্রতিপালনের বিষয়টিকে জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্যে পরিণত করেছেন। তার বড়ো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কন্যা সারাহ ﷺ-কে অকল্পনীয় এক সুন্দর মৃত্যু উপহার দিয়ে মহান আল্লাহ যেন পৃথিবীবাসীকে দীক্ষার ক্ষেত্রে শাইখের একনিষ্ঠতা ও সফলতার কথা জানিয়ে দিলেন।

বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থটি শাইখ কুনাইবির মোড়কাবদ্ধ কোনো বইয়ের অনুবাদ নয়। আমরা বরং এখানে প্যারেন্টিংসংক্রান্ত তার সমস্ত কাজ একত্র করেছি। এ-সংক্রান্ত তার দুইটি দীর্ঘ লেকচার এবং ছোটোবড়ো প্রায় ৩৯টি রচনা এখানে স্থান পেয়েছে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, তার কোনো কাজ যেন আড়ালে থেকে না যায়। তাই একপ্রকার আত্মবিশ্বাসেরই সাথে বলা যায়, এ যাবৎ প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত তার কোনো লেখা বাদ পড়েনি, আলহামদুলিল্লাহ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সহজতার চেষ্টা চালানো হয়েছে, বাকিটুকু মহান আল্লাহর ওপর। আশা রাখি, অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের পাকড়াও করবেন না। কুরআনের আয়াত ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কিছু অনুবাদগ্রন্থের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে আর প্রয়োজনীয় সব স্থানে টীকা সংযুক্ত করা হয়েছে। সরাসরি ভিডিয়ো লেকচার থেকে অনুবাদের সময় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শত প্রচেষ্টার পরও মানবীয় গুণ হিসেবে ভুল থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। পাঠকের প্রতি অনুরোধ থাকবে, ভুল চোখে পড়লে সাথে সাথে আমাদের অবহিত করবেন। ইন শা আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেওয়া হবে।

বইটিতে বেশ কিছু ভাই শ্রম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককেই উত্তম প্রতিদান দিন। আমাদের সে প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা উম্মাহর কালো অধ্যায়কে মর্যাদার আলোতে দীপ্তিমান করবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়ন করবে, আমীন।

আরশাদ আনসারী
imarshadansary@gmail.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কৈফিয়ত

যারা আমার লেখা প্রবন্ধ ও ভিডিয়ো-বার্তা প্রতিনিয়ত পড়েন এবং দেখেন কৈফিয়তস্বরূপ তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলে রাখা প্রয়োজন। যাতে ভারমুক্ত হয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারি।

প্রিয় ভাইয়েরা, এই ধারণা করতে যাবেন না যে, আমি তারবিয়াতের কোনো ডিগ্রীধারী প্রফেসর। আমি বরং সন্তানদের দীক্ষা দেওয়ার এই পথের একজন পথিক মাত্র। কখনো হোঁচট খাই তো আবার উঠে দাঁড়াই, কখনো ব্যর্থ হই তো আবার সফল হই। তবে আমি এই পথে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করেছি। সন্তানের সঠিক দীক্ষার বিষয়টি আমি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখি।

এই কথাগুলো নিছক বিনয় থেকে বলছি না। বলছি তার কারণ দুটো :

এক. মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ أَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾

> "যারা নিজেদের কর্মের ওপর আনন্দিত হয় এবং না-করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে—আপনি কখনো এরূপ মনে করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।"[১]

তাই যা করিনি সেসব কাজে প্রশংসিত হওয়ার ইচ্ছা আমার মোটেও নেই, যে

[১] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৮৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পোশাক আমার জন্য বেঢপ তা পরিধানের সামান্যতম আগ্রহও রাখি না। আমি যা নিজেকে কেবল সেটুকুই প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখি।

আমার মেয়ের ওপর আল্লাহ রহম করুন, তার সুন্দর পরিসমাপ্তির পর অনেকেই এই কথা বলেছিলেন যে, এটি তার সঠিক তারবিয়াতেরই ফল। সত্য বলতে, ওয়াল্লাহ! এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি আমার মেয়েকে ঠিক সেভাবেই উঠিয়ে নিয়েছেন যেভাবে আমি চেয়েছিলাম। অথচ আমার শিক্ষাদীক্ষায় কতশত ভুল ছিল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। এখন কাজ শুধু এটুকুই যে, আগের ভুলগুলো কাটিয়ে ওঠে আমার বাকি সন্তানদের—সেসাথে অবশ্যই উম্মাহর সকল সন্তানদের—নতুন উদ্যমে গড়ে তোলা।

দুই. এই কথা বলার দ্বিতীয় কারণ হলো, পৃথিবীর সব মা-বাবাদের উৎসাহিত করা, তাদের সাহস জোগানো। যাতে তারা তাদের পূর্বের ভুলের কারণে হতাশ হয়ে না পড়েন। তারাও যেন জানতে পারেন, তাদের এই ভাই ভুল-সঠিক সব মিলিয়েই কাজ করেছিল কিন্তু আল্লাহ তাকে মোটেও হতাশ করেননি। আমার স্ত্রীকে আল্লাহ তাওফীক দিন, সেও বেশ কিছু প্যারেন্টিংসংক্রান্ত কোর্স করেছে এবং এখনো করছে। আমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করি। তার প্রতি এই সুধারণা রাখি যে, তিনি আমাদের একনিষ্ঠতার দিকে তাকিয়ে ভুল ও পদস্খলনের সব ক্ষতি ও ঘাটতি পূরণ করে দেবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথম অধ্যায়

আপনার দায়িত্ব কি শুধুই সন্তানকে বড়ো করে তোলা?

[এই লেকচারটি শাইখের 'নারী সিরিজ' থেকে নেওয়া। পুরো লেকচার জুড়ে প্যারেন্টিংসংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও ক্যারিয়ারপ্রেমী নারীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর থাকায় আমরা লেকচারটি এতে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই পর্বে সন্তান পরিচর্যায় নারীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা হবে।—অনুবাদক]

শুরুর কথা

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার দাসত্ব ও ইবাদাত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে। দাসত্ব বলতে সংক্ষিপ্ত কিছু রীতিনীতি নয়; বরং ব্যাপক অর্থের দাসত্ব। যে দাসত্ব জীবনের সকল ক্ষেত্রকে ঢেকে নেবে। আর এই দাসত্ব বাস্তবায়িত হয় শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মানুষদের মাধ্যমেই। ফেরেশতাদের দিয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে সাজদা করানো এবং সমস্ত কিছুকে মানুষের অনুগত করে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির সর্বোচ্চ সম্মানের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

> "আর তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমান ও জমিনের সমস্ত কিছুকে। নিশ্চয় যারা গভীরভাবে চিন্তা করে তাদের জন্য এতে রয়েছে বহু নিদর্শন।"[২]

সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করা হয়েছে আপনার জন্য। আপনারই সেবা করতে। যাতে আপনি আপনার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে পারেন। কী সেই উদ্দেশ্য? আগেই বলেছি সেই উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর দাসত্ব যথাযথভাবে আদায় করা। ব্যাপক অর্থের দাসত্ব।

এখন এই মহান লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হলে, সম্মান ও মর্যাদার গুণাবলি অর্জন করা আপনার জন্য আবশ্যক। এই গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমেই ইজ্জত ও শক্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব, দুনিয়ার বুকে একজন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়া সম্ভব। এ কারণেই মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ

> "যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করবে সে তো নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করে।"[৩]

তাই এই অন্তরকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করলে নিজেরই উপকার। সেই সাথে চিরস্থায়ী জান্নাত তো রয়েছেই।

অপরদিকে যে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকবে, নিজের চূড়ান্ত গন্তব্যকে ভুলতে বসবে সে এই সম্মান থেকে বঞ্চিত হবে।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

> "আর তোমরা তাদের মতো হোয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে; ফলে আল্লাহ তাদের নিজেদের কথাই ভুলিয়ে দিয়েছেন।"[৪]

'তাদের নিজেদের কথাই ভুলিয়ে দিয়েছেন' এর অর্থ হলো : নিজ কল্যাণে কাজ

---

[২] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৩।
[৩] সূরা ইউনুস, ১০ : ১০৮।
[৪] সূরা হাশর ৫৯ : ১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন, অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং সেই মহান উদ্দেশ্যকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন যার কারণে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে!

*****

যখন সর্বদা আমার মানসপটে এই কথা গেঁথে থাকবে যে, আমার অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহর দাসত্ব করা এবং পরকালে চিরসুখের জান্নাত হাসিল করা, তখন নিশ্চয় আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সংঘটিত হবে। এমনকি বিয়ে ও সন্তান জন্মদানের মতো স্বভাবজাত বিষয়গুলোও এই উদ্দেশ্য কেন্দ্র করেই পরিচালিত হবে।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

"এবং যারা বলে, 'হে আমাদের রব, আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করুন যারা আমাদের চোখ শীতল করবে। আর আপনি আমাদের মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণ যোগ্য করুন।'"[৫]

এই সন্তানসন্ততি মুমিনের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে চক্ষু শীতলকারী হবে। বিপরীতে যারা আল্লাহকে ভুলে যাবে এই চক্ষু শীতলকারী বস্তুই তাদের জন্য আযাবে পরিণত হবে।

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

"সুতরাং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে মুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো এসবের মাধ্যমে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিতে চান। আর তিনি চান, তাদের আত্মা যেন কাফির অবস্থায় দেহত্যাগ করে।"[৬]

মৃত্যুর পর সন্তানেরা আমার প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। হাদীসের ভাষ্যমতে তিনটি আমলের সাওয়াব বন্ধ হয় না। তার মধ্যে একটি হলো,

---

[৫] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৪।

[৬] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

"নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করবে।"[৭]

কিন্তু নেক সন্তানের পরিচয় কী? নেক সন্তান হলো সে, যার অন্তর মহৎ ও সম্মানিত। যাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে। আর সন্তান গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়াকেই সহজ ভাষায় বলা হয় তারবিয়াত বা সন্তান প্রতিপালন (প্যারেন্টিং)।

*****

সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন আমরা প্রায় সবকিছুতেই আল্লাহর দাসত্বের সেই মহান উদ্দেশ্যকে ভুলতে বসি। প্রিয় বোন, এই পর্বে আলোচনা হবে তারবিয়তের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে। তাই আজকের কথা আপনাকে ঘিরেই।

তারবিয়াত বা সন্তান প্রতিপালন হলো স্বামী-স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব। আচ্ছা, স্বামী যদি তার দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে, অন্যমনস্ক থাকে, তখন? এর উত্তর আমরা দেবো। তার আগে বোন, আপনার উদ্দেশ্যে এখন কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

অধিকাংশ নারী যখন তারবিয়াত বা সন্তান প্রতিপালন শব্দটি শোনেন, তখন এটি তাদের অনুভূতিতে বড়োসড়ো কোনো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে না।—তারবিয়াত!? আমার সন্তান তো স্কুলে যায়। আমি তাকে তুলনামূলক নিরাপদ ও রক্ষণশীল স্কুলে ভর্তি করিয়েছি...! যেভাবে আমি বেড়ে উঠেছি সেও ঠিক সেভাবে বেড়ে উঠবে...! এরচেয়ে বেশি কী করার আছে আমার?

আচ্ছা তা হলে আসুন, তারবিয়াত বলতে আসলে কী বুঝায় আমরা জেনে আসি। এরপর না হয় ব্যাখ্যা করব আপনার সন্তান এই পরিবেশ কিংবা স্কুল থেকে তা যথাযথভাবে অর্জন করতে পারছে কি না?

[৭] মুসলিম, ১৬৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তারবিয়াত কী? সন্তানদের গড়ে তোলার অর্থই-বা কী?

১. তারবিয়াত হলো : ইজ্জত-সম্মান, লাজুকতা, দয়া-মমতা, মানবিকতা, আত্মমর্যাদাবোধ, জুলুমের প্রতিরোধ, আল্লাহর জন্য ক্রোধ, ঈমানি আত্মমর্যাদাবোধ, সৎকাজে আদেশ দান, অসৎকাজে বাধা প্রদান, ব্যক্তিত্বের প্রভাব ইত্যাদি গুণের ওপর সন্তানদের গড়ে তোলা। বিভিন্ন উপায়ে আজকের পৃথিবীতে এই গুণগুলো ধ্বংস করার অপচেষ্টা চলছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম, ফিল্ম, কার্টুন ও গেইমসের মাধ্যমে সুচিন্তিতভাবে লজ্জাশীলতাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। যার ফলে শিশুমনে কঠোরতা ও সহিংসতা জন্ম নিচ্ছে।

২. সন্তানদের গড়ে তোলার অর্থ হলো : তাদেরকে চিন্তা-গবেষণার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া। কীভাবে সে সঠিক প্রশ্ন করবে, মনের ভাব ব্যক্ত করবে, বিকৃত ও সঠিক জ্ঞানের মাঝে পার্থক্য করবে, হঠাৎ উদিত হওয়া বিভিন্ন চিন্তার কীভাবে যথাযথ খণ্ডন করবে, বিভিন্ন তথ্য কীভাবে যাচাই করবে, কীভাবে সে দ্বীনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারী ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করবে, তাদের প্রতারণা সম্পর্কে জ্ঞাত হবে ইত্যাদি বিষয় তাদের শিখিয়ে দেওয়া।

৩. তারবিয়াত হলো : নিজেকে আবিষ্কার করার পথে সন্তানদের সহযোগিতা করা। তাদের প্রতিভাকে সঠিক খাতে ব্যয় করা। সন্তানের সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এমন লক্ষ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গ দেওয়া। জীবনের যে উদ্দেশ্যই সে বেছে নিক না কেন, যেন উম্মাহর মর্যাদার সুদীর্ঘ অধ্যায়ে সেও অংশগ্রহণ করে। সন্তানদের এই বলে শিক্ষা দিন : "নিজের মতো হও। নিজেকে গ্রহণ করো। অন্যের ব্যক্তিত্বকে ধারণ করবে না। কাউকে যদি তুমি এমন কোনো কাজ করতে দেখো যা তুমি নিজে বাস্তবায়ন করতে পারো না, তখন নিজেকে ব্যর্থ ভাববে না। তোমার সাথে খাপ খায় না এমন কোনোকিছুকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করবে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব রয়েছে।" মনে রাখবেন, এসব কথা ছাড়া আপনার সন্তান কখনোই পরিতৃপ্ত ও সুখী হবে না।

৪. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের নিকট অস্তিত্ববিষয়ক প্রশ্নগুলোর উত্তর স্পষ্ট করা। আমি কে? আমার সৃষ্টিকর্তা কে? আমার শেষ পরিণতি কী? আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী? আমি মুসলিম কেন? কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ কী?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবি ﷺ-এর নুবুওয়াতের দলীল কী? যে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে আমি সারাটি জীবন কাটাবো সেগুলো কীভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে? এরকমভাবে সন্তানদের দ্বীনের সমস্ত মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া।

৫. তারবিয়াত মানে এই নয় যে, কোনো ২২ বছর বয়সী যুবক ১৮ বছর বিভিন্ন স্কুল ও ইউনিভার্সিটিতে কাটিয়ে দেবে অথচ সে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানবে না। কীভাবে চিন্তা করতে হয় সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণা থাকবে না। একটি শব্দ তাকে তার প্রশ্নের উত্তর দেয় তো অন্য আরেকটি শব্দ তাকে ঈমানহারা করে ছাড়ে। নিম্নমানের কোনো একটি লেখা কিংবা ছোট্ট একটি ভিডিয়ো ক্লিপ খুব সহজে তার ঈমান হরণ করে নেয়! সঠিক চিন্তা-ভাবনা, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা বা বৈজ্ঞানিক কোনো পর্যালোচনা ছাড়া সে খুব সরলভাবে তর্ক জুড়ে দেয়। এরপর নিজেকে কখনো শিক্ষিত, কখনো ইঞ্জিনিয়ার, কখনো ডাক্তার এমনকি কখনো-বা প্রফেসর হিসেবে পরিচয় দেয়!

৬. তারবিয়াত হলো : ইসলামি ইতিহাসের প্রকৃত বীরদের সাথে সন্তানদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। উম্মাহর বীরত্বের ইতিহাস তাদেরকে জানানো। যাতে তারা বুঝতে পারে, তাদেরও গভীর শেকড় রয়েছে। তখন তারা ব্যভিচারী, মাদকাসক্ত কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার বিভ্রান্ত সেলিব্রিটিদের পোশাক-আশাক, ছোটোবড়ো চুল এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে উম্মাহর পরিচয়ে গর্ববোধ করবে।

৭. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের প্রতিটি কাজে এই প্রশ্ন করতে অভ্যস্ত করে তোলা যে, আমি এই কাজটি কেন করব? মনে রাখবেন এই একটি প্রশ্ন তাকে অন্ধ অনুকরণ করা থেকে রক্ষা করবে।

৮. তারবিয়াত হলো : অনুপ্রবেশ করা বিভিন্ন মতাদর্শ সম্পর্কে সন্তানদের মধ্যে সতর্কতা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। যাতে গণমাধ্যমগুলো মানসিকতা ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে তারা তা খুব সহজেই ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। আমার মনে পড়ে, আব্বাজান এরকম কিছু বিষয় থেকে সতর্ক করার উদ্দেশে আমাদের সাথে প্রায়ই আলোচনা করতেন। তার সেই আলোচনা আমাদের বেশ প্রভাবিত করেছিল, সঠিক পথ চিনে নিতে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল।

৯. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ তৈরি করে দেওয়া। সেটা দ্বীনি জ্ঞান হোক বা অন্যান্য জাগতিক জ্ঞান। তারা যেন বিভিন্ন বই ও সিরিজের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে রাখে। তাদের বলুন, 'উপকারী যত জ্ঞান রয়েছে, তা জানতে আগ্রহী হও, বেশ পরিশ্রম করো।' এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস গেইমসে মগ্ন থাকা, অশ্লীল ভিডিয়োতে আসক্ত হওয়া এবং বিভিন্ন ইউটিউবারদের গুরুত্বহীন কথাবার্তা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। যখন পড়াশোনায় তাদের মন ও মস্তিষ্ক পরিপূর্ণরূপে ব্যস্ত থাকবে তখন এসব অনর্থক বিষয় তাদের স্পর্শও করতে পারবে না, তাদের সে সুযোগও হবে না।

১০. তারবিয়াত হলো : যুগের প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের প্রতি সন্তানদের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। ফলে সে প্রভাব বিস্তারকারী একজন সফল মুসলিমে পরিণত হতে পারবে। টেকনোলজির ব্যবহার, অর্থ ব্যবস্থাপনা, আশ্বস্ত করতে পারা, নেতৃত্ব দেওয়া, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা ইত্যাদি বিষয়ে তাকে দক্ষতা অর্জনে সহযোগিতা করতে হবে।

১১. তারবিয়াত হলো : সন্তানের জন্য সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করা। প্রিয় বোন, আপনার সন্তানের জন্য একজন উত্তম বন্ধু তালাশ করুন। এমনকি যদি প্রয়োজন পড়ে তা হলে বিভিন্ন দ্বীনদার ও শিক্ষিত অভিভাবকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

১২. তারবিয়াত হলো : সন্তানকে পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য শিখিয়ে দেওয়া। যেন সে ভাইয়ের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখে আর বোনের প্রতি হয় স্নেহশীল।

১৩. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের দৃঢ়তা শিক্ষা দেওয়া। যেকোনো ধরনের ফলাফল গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত করা। জীবনে দুঃখ-কষ্ট যা আসবে তার মোকাবিলা করা এবং খারাপ ফলাফল সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়ার শিক্ষা দেওয়া। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, তারা এখানে প্রশান্তি কিংবা নাজ-নিয়ামাতে ডুবে থাকতে আসেনি। এই দুনিয়া প্রতিদান পাওয়ার স্থান নয়, বরং পরীক্ষার স্থান।

১৪. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করা। তাদের মাঝে কুরআন বুঝার সক্ষমতা এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করার যোগ্যতা তৈরি করা। আর এটি তখনই সম্ভব হবে যখন তাদের ভেতর আরবির প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দেওয়া যাবে।

১৫. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের এই শিক্ষা দেওয়া যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিধান অনুসারেই মুমিন তার জীবন পরিচালনা করবে। এই বিধান ছাড়া অন্য কোনো সংবিধানকে যেন তারা স্বীকার না করে। বিশেষ করে এই সময়ে তাদেরকে আরও বেশি সচেতন করতে হবে, যখন দ্বীন বলতে কেবল নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ কতিপয় অনুষ্ঠান পালনকে বুঝানো হচ্ছে, যখন সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারিত হচ্ছে জনগণের চাহিদা ও প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে।

১৬. তারবিয়াত হলো : সন্তানের নিকট আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর সম্মান এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করা। এই ভালোবাসা যেন সমস্ত ভালোবাসাকে হার মানায়। তাওহীদকে দূষিত করে এমন সব বিষয় থেকে তারা যেন নিজেদের রক্ষা করে চলে।

১৭. তারবিয়াত হলো : সন্তানের নিকট উম্মাহর পরিচয়কে বড়ো করে তোলা। যেন সে উম্মাহর বর্তমান অবস্থাকে গুরুত্বের সাথে দেখে। হতাশাকে ঝেড়ে ফেলে ইতিবাচক কাজ করতে সক্ষম হয়।

১৮. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। ভালোবাসা, আস্থা, গুরুত্ব ও সততার প্রমাণ দেওয়ার মাধ্যমেই এই সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। তাদের সকল সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শোনার মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জন করতে হবে। এসব করা ছাড়া উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব।

১৯. তারবিয়াত হলো : বয়সের প্রতিটি স্তরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সন্তানদের পরিচিত করে তোলা। এই ক্ষেত্রে তাদের সাথে গল্প করা, খেলায় অংশ নেওয়া বা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিয়ে তাদের নিকট ব্যাপারটি খোলাসা করা যেতে পারে।

২০. তারবিয়াত হলো : ব্যক্তিত্ব গঠনের পথে সন্তানদের সামনে যেসব জটিলতা বাধা হয়ে দাঁড়াবে সেগুলোর সমাধানে তাদেরকে সহযোগিতা করা। সেই সাথে তাদের শারীরিক রোগবালাইয়ের দিকেও খেয়াল রাখা জরুরি।

২১. তারবিয়াত হলো : সন্তানদের আদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজে ইসলামে অভ্যস্ত হওয়া, শারীআতের প্রতিটি আমল পালন করা। ধীরে ধীরে তাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হওয়া।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রিয় বোন, কুরআন তিলাওয়াতের সময় কিংবা রাসূল ﷺ-কে স্মরণ করার মুহূর্তে আপনার চোখ থেকে বেয়ে-পড়া অকৃত্রিম এক ফোঁটা অশ্রু সন্তানের হৃদয়ে যে প্রভাব সৃষ্টি করবে তা মাদরাসায় দেওয়া হাজারো পাঠকে হার মানাবে। স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে আপনার দৃঢ়তা অপেক্ষা সালাতের ব্যাপারে আপনার জিদের পরিমাণ যখন সে বেশি দেখতে পাবে তখন তার ভেতরে আপনাতেই আল্লাহর সম্মান তৈরি হবে, বাস্তব জীবনে সবকিছুর আগে আল্লাহর আদেশকে প্রাধান্য দিতে শিখবে। স্বামীর অনুপস্থিতিতেও আপনি যখন নিজ ভূমিকা পালন করতে থাকবেন তখন সন্তানেরা এ থেকে আল্লাহর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের কথা শিক্ষা পাবে। সোশ্যাল মিডিয়ার খণ্ড খণ্ড আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে আপনি যখন আপনার সন্তানদের সামনে নিয়মিত বই পড়তে থাকবেন তখন এটি তাদের মধ্যে পড়ার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা তৈরি করবে। এরপর আপনার পুরো সময়টা আর তাদের শিক্ষা দেওয়ার পেছনে ব্যয় করতে হবে না।

সারকথা, তারবিয়াত হলো এমন একজন মানুষ তৈরি করা, যে একটি মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাঁচবে। কোন সে লক্ষ্য? লক্ষ্যটি হলো, নিজ জীবনে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণসাধনে ব্যাপক অর্থের দাসত্ব বাস্তবায়ন করা।

*****

প্রিয় বোন, এখন বুঝতে পেরেছেন তারবিয়াত কী? মানবগঠন বলতে আসলে কী বুঝায়? আপনি রাসূল ﷺ-এর এই বাণীর মর্মার্থ কী বুঝতে পেরেছেন :

وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

"নারী তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৮]

নবি ﷺ-এর এক ভয়ংকর হাদীস শুনুন; যা আপনাকে নিজ দায়িত্বের মহত্ত্ব জানান দেবে :

مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"আল্লাহ যখন কোনো বান্দার নিকট কারও দায়িত্ব অর্পণ করেন, আর সে

[৮] বুখারি, ২৫৫৪; মুসলিম, ১৮২৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কল্যাণকামিতার সাথে তা ঢেকে না নেয়, তা হলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রকাশভঙ্গির প্রতি লক্ষ করুন, 'যদি কল্যাণকামিতার সাথে তা ঢেকে না নেয়।' আপনার প্রতি আদেশ হলো, সন্তানদের সবসময় কল্যাণকামিতার সাথে ঢেকে নেওয়া। এর অর্থ এই নয় যে, খুব বেশি উপদেশ আর সমালোচনায় তাদের ব্যস্ত করে রাখবেন। তখন আবার সন্তানদের ভেতর আপনার প্রতি বিরক্তভাব সৃষ্টি হবে। তা হলে তাদেরকে ঢেকে নেবেন কীভাবে? প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষার মাধ্যমে, প্রয়োজনের সময় বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে, ক্ষতি থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে, সর্বোপরি সবকিছুতে ভালোবাসা ও স্নেহ-যত্নের আশ্রয় নেওয়ার মাধ্যমে। তাদের ঢেকে নেবেন যাতে চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসা প্রবৃত্তি ও সংশয়ের তির তাদের আক্রান্ত করতে না পারে।

প্রিয় বোন, আপনিই সন্তানকে গড়ে তোলার অধিক উপযুক্ত। ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে তাদের অন্তরে 'আমানত'কে পাকাপোক্ত করার ক্ষমতা আপনারই আছে। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ

"প্রথমে মানুষের অন্তরের গভীরে 'আমানত' অবতীর্ণ হয়। তার পর তারা তা কুরআন থেকে শেখে, তার পর সুন্নাহ থেকে শেখে।"[১০]

আমানত কী? আমানত হলো, নিজের সাথে সততা। সন্তানের হৃদয়ে আপনি যদি এই আমানতকে পাকাপোক্ত করতে পারেন তখনই কেবল কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান তাদের কাজে আসবে। আর যদি তাদের ভেতর এর বীজ বুনতে সক্ষম না হন তা হলে কোনোকিছুই তাদের উপকার পৌঁছাবে না। নিফাকের স্রোতে ভেসে যাওয়া থেকে তাকে রক্ষা করা আর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।

সুফইয়ান সাওরি رحمه الله-কে তার মা বলেছিলেন : 'প্রিয় বৎস, ইলম অর্জন করতে থাকো। আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট। প্রিয় বৎস, যখন তুমি দশটি হাদীস লিখবে তখন নিজের দিকে তাকাবে। এগুলো তোমার হাঁটা-চলা, ধৈর্য ও গাম্ভীর্যে কোনো

[৯] বুখারি, ৭১৫০; মুসলিম, ১৪২।
[১০] বুখারি, ৬৪৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বৃদ্ধি ঘটিয়েছে কি না দেখবে। যদি দেখো তোমার কোনো পরিবর্তনই হয়নি, তা হলে জেনে নিয়ো, এই ইলম তোমার কেবল ক্ষতিই করেছে, কোনো উপকার করতে পারেনি।'[১১]

এই মহীয়সী মা সন্তানকে এই কথা বলেননি, এমন কিছু করো যাতে গৌরবে আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। পাশের বাসার চাচাতো ভাইকে দেখো, তোমাকে কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। বরং তিনি বলেছিলেন, আমি চাই, তোমার ইলম যেন তোমার চরিত্রে প্রভাব ফেলে। মা তার সন্তানকে ইলমের আমানত শিখাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও ইমাম শাফিয়ি ﵏ ইয়াতীম অবস্থায় বেড়ে উঠেছিলেন। তাদের তারবিয়াতের সবটুকু দায়িত্ব তাদের মায়েরাই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তারাই তো হয়ে উঠেছিলেন, উম্মাহর ইলম ও আমলের নাবিক।

আপনিই এতসব খেয়াল রেখে তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলার উপযুক্ত। কেননা তারা আপনারই সন্তান। শত স্কুল, ডে-কেয়ার, টিউটর আপনার বিকল্প হতে পারে না। অতএব ইসলাম যখন মাকে সম্মান দেয়, যখন তার পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত বলে ঘোষণা করে তখন এতে অবাক হবেন না। একজন মায়ের দায়িত্ব শুধু এটুকুই নয় যে, তিনি সন্তান প্রসব করে সন্তানকে কেবল রক্ত, গোশত আর হাড়ে বড়ো করে তুলবেন। মায়ের দায়িত্ব ব্যাপক। ওপরে বর্ণিত সবগুলো বিষয়ই তাকে খেয়াল রাখতে হয়, যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে হয়। ইসলাম মায়ের যে বিশাল মর্যাদা দিয়েছে তার একটি অন্যতম কারণ হলো মায়ের এই মহৎ দায়িত্ব পালন।

*****

সমাজে বেশ প্রচলিত একটি বাক্য হলো, 'তারবিয়াত শেখার কী আছে? এটাতে এত গুরুত্ব দিতে হবে না। সন্তান পরিচর্যা নিজ থেকেই তো শেখা হয়ে যায়।'

একদিকে তো এই কথা বলছি, অন্যদিকে সার্টিফিকেট অর্জনের পেছনে অন্তত্পক্ষে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিশটি বসন্ত আমরা ব্যয় করছি। এমন দ্বিমুখী আচরণের কারণে আমাদের কাছ থেকে সন্তানদের নিকট একটি নেতিবাচক মেসেজ পৌঁছে। তারা

[১১] সফওয়াতুস সফওয়া, ২/১১০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভাবতে শুরু করে, আল্লাহর দাসত্ব করা জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আচরণের কারণে দিনের পর দিন তারা উদাসীনতার পথে হাঁটতে থাকে।

ঠিক এই সমস্যার কথা জানিয়ে কমেন্ট করেছিলেন একবোন। তিনি বলেন :

'আমি মনে করি, এই চিন্তার সবচেয়ে বড়ো শিকার হতে হয়েছে আমাকে। আমার তারবিয়াত ছিল অনেকটা এমন : তুমি শুধু পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকবে। আমরা চাই, তুমি বইয়ের ভেতর ডুবে থাকো। এভাবেই ভালো গ্রেড অর্জন করা যায়। আর ভালো গ্রেড পেলে তবেই তো উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অ্যাডমিশন নিতে পারবে।

আমি তাদের আশা পূরণ করেছি। ভালোমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও হয়েছি। তার পর আমার বিয়ে হয়ে গেল। অথচ ঘর পরিচালনা করার ন্যূনতম জ্ঞানও তখন আমার ছিল না। এমনকি স্বামীর সাথে কী আচরণ করতে হয় কিংবা সন্তানদের কীভাবে গড়ে তুলতে হয় সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। সেই সাথে এই তীব্র অনুশোচনাবোধও নিজের ভেতর কাজ করছিল যে, হায়, অনার্সের পর আমি আর উচ্চশিক্ষা পরিপূর্ণ করতে পারলাম না!

পরিবারের কাছ থেকে আমি এই মেসেজ পেয়েছিলাম যে, কর্মক্ষেত্রে তুমি যা অর্জন করবে, অফিসে যে পদে তুমি উন্নীত হবে তার মাধ্যমেই তোমার মূল্য নির্ধারিত হবে। আর এই ঘরবাড়ি, এগুলো তো স্বাভাবিক বিষয়। প্রত্যেক নারীরই এসব থাকে। কীভাবে থাকে কিংবা ফলাফল কী এসব গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমরা তোমাকে নিয়ে গর্ব করতে পারছি কি না সেটাই।'

'এই ঘরবাড়ি তো স্বাভাবিক বিষয়। প্রত্যেক নারীরই এসব থাকে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা তোমাকে নিয়ে গর্ব করতে পারছি কি না সেটাই!' এই কথাগুলো একটু গভীরভাবে ভাবুন, নিজের সাথে মেলানোর চেষ্টা করুন।

অন্য আরেক বোন কমেন্টে জানিয়েছিলেন,

'তার স্বামী তাকে এই কথা বলে লজ্জা দেন যে, 'তুমি তো আর অমুক নারীর মতো হতে পারলে না। দেখো, সে চাকরি করে অনেক টাকা কামাই করে। আর তুমি কিনা ছেলে-সন্তান আর ঘরের দোহাই দিয়ে যাচ্ছ? এগুলো তো সব নারীরই থাকে!'

কল্পনা করতে পারেন! 'গৃহিনী' শব্দটিকে কীভাবে আমাদের সামনে বিকৃত করা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হয়েছে। বর্তমানে এই শব্দটি আমাদের মস্তিষ্কে কিছু বস্তুগত অর্থে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। গৃহিণী কী করে? রান্নাবান্না করে, থালাবাসন পরিষ্কার করে, কাপড় কাচে, ঘর ঝাড়ু দেয়!

এখন এই কথা খুব ঘনঘন কানে আসে যে, অমুক রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান নাস্তিক হয়ে গেছে কিংবা সমকামিতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে আর তাদের পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন। কীসের কারণে হতভম্ব হচ্ছেন? তারা কি তাদের সন্তানদের যথাযথভাবে রক্ষা করেছিলেন? নবি ﷺ আমাদের যেভাবে আদেশ করেছিলেন, তাকে কি ঠিক সেভাবে কল্যাণকামিতার সাথে তাদের ঢেকে রেখেছিলেন? নাকি তাদের অবহেলা আর উদাসীনতার সুযোগে শত্রু আরামসে তাদেরকে নিজ দলে ভিড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল?

শিক্ষাব্যবস্থা কি তারবিয়াতের এই উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম?

এখন প্রশ্ন করতে পারেন : স্কুলে এই উদ্দেশ্যগুলোর কতটুকুই বা বাস্তবায়ন করা হয়? নাকি তারা এগুলোকে বাস্তবায়ন করবে দূরে থাক ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছে?

☼ প্র্যাকটিক্যালি আপনারা একটি কাজ করতে পারেন। যখন সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাতে যাবেন তখন ওপরে বর্ণিত তারবিয়াত সংবলিত একটি তালিকা সাথে করে নিয়ে যাবেন। কর্তৃপক্ষকে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করবেন : 'এই উদ্দেশ্যের কয়টি আপনারা পূরণ করছেন আমাকে কি বলা যায়? আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে কোন কোন পদক্ষেপ বা কোন কার্যপ্রণালি আপনারা হাতে নিয়েছেন?'

কয়েক বছর পূর্বে এক সরকারি হাসপাতালের দুই ডাক্তারের দুর্নীতি হাতেনাতে ধরা পড়ে। তারা কোনো ক্যান্সার রোগী আসলে তার কাছ থেকে ওষুধ খরচ বাবদ উপর্যুপরি টাকা উসুল করে নিত কিন্তু সে ওষুধগুলো রোগীকে না দিয়ে কালোবাজারে বিক্রয় করত। তাদের এই অপকর্মের সাথে হাসপাতালের কিছু নার্সও জড়িত ছিল। আর রোগীকে এই ওষুধগুলোর পরিবর্তে ইনজেকশন ও নরমাল স্যালাইন দেওয়া হতো। সোজা কথায়, পানি আর লবণ গুলিয়ে খাওয়ানো হতো!

বেশ ভয়ংকর বিষয় তাই না? অথচ এই ভয়ংকর ঘটনাই প্রতিনিয়ত ঘটছে অধিকাংশ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুসলিম সন্তানদের সাথে। তাদের প্রয়োজন মূর্খতা ও প্রবৃত্তি রোগের চিকিৎসা। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের জন্য যা রাখা আছে তা হয়তো নরমাল স্যালাইন না হয় বিষ! আর বাবা-মা তাদের সন্তানদের এই স্কুলগুলোতেই পাঠিয়ে ভাবতে শুরু করেন, যাক, শেষমেশ দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে সক্ষম হলাম!

রোগীকে চিকিৎসাহীন অবস্থায় ফেলে রাখা ততটা ভয়ংকর নয়, যতটা ভয়ংকর তার শরীরে নরমাল স্যালাইন বা বিষ দেওয়ার পর চিকিৎসা হচ্ছে ভেবে বসে থাকা।

আপনার কথামতো তা হলে তো প্রত্যেক মায়েরই উচ্চশিক্ষিতা বা আলিমা হতে হবে?

হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে : তারবিয়াতের ক্ষেত্রে আপনি নারীর যে ভূমিকার কথা বলছেন তা মোটামুটি অসম্ভব। কারণ আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে প্রত্যেক মায়েরই উচ্চশিক্ষিতা বা আলিমা হতে হবে।

☼ প্রিয় বোন, আপনার সন্তানদের অন্তরে আপনি শুধুমাত্র মূলভিত্তিটিই তৈরি করে দেবেন। তাদেরকে সঠিক পথটি দেখিয়ে দেবেন। তাদের অন্তরে, তারা যা জেনেছে সে অনুযায়ী কাজ করার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দেবেন।

এরপর আপনার ভূমিকা হলো, শুধুমাত্র তাকে সহযোগিতা করা আর সাহস জোগানো মাত্র। যেমন, কারও কাছ থেকে কিছু একটা শোনার পর তার অন্তরে সংশয়-সন্দেহের দানা বাঁধল। তখন আপনার ভূমিকা কী হবে? তাকে বলবেন : 'বৎস, চল একসাথে আমরা এর উত্তর অনুসন্ধান করি।' আপনি তাকে নির্ভরযোগ্য বই বা উৎসের সাথে পরিচিত করাবেন। তাকে এমন মানুষের নিকট নিয়ে যাবেন যার নিকট তার এই প্রশ্নের উত্তর আছে, এমন ব্যক্তি যার কথা সে মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

তেমনিভাবে আপনার সন্তানকে কোনো মানসিক সমস্যায় জর্জরিত হতে দেখলে তাকে বলবেন, 'কীভাবে এই সমস্যা থেকে উত্তরণ পাওয়া যায়, চলো আমরা পরামর্শ করি।' এই বিষয়গুলো যথাযথভাবে করতে আশা করি খুব বেশি উচ্চশিক্ষিতা হওয়ার প্রয়োজন নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আপনি তো দেখি তারবিয়াতের সকল বোঝা নারীর ওপরই চাপিয়ে দিলেন!

প্রথমত, বোঝা নয়, বলুন সম্মান। সন্তান প্রতিপালন, চরিত্র সংশোধন ও মানবগঠন... এগুলো নবিদের দায়িত্ব। আর কর্মীর মর্যাদা কর্মের বড়োত্ব দ্বারাই মাপা হয়।

যেহেতু খরচের দায়িত্ব পুরুষের ঘাড়েই চাপে তাই এই দায়িত্ব পালনে স্বাভাবিকভাবেই তার ঘরের বাইরে কিছুটা সময় কাটাতে হয়। জানা কথা, সন্তানের সাথে আপনিই বেশি সময় অতিবাহিত করেন। তাই তারবিয়াতের সুযোগ আপনারই বেশি। তারপরও বলতে হয়, তারবিয়াত বা সন্তান প্রতিপালন পিতামাতার যৌথ দায়িত্ব। আর এতবড়ো দায়িত্ব নিশ্চয় উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব।

আমার একটি ভিডিয়োর কমেন্ট সেকশনে অনেক ভাই আপত্তি জানিয়েছেন এই বলে যে,

'আপনি কি তা হলে এটা বলতে চান যে, আমরা বাইরে কাজকর্ম শেষে যখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরব তখন ঘরে বেকার(!) বসে-থাকা স্ত্রীরা আমাদের ওপর ছড়ি ঘুরাবে!? ঘরের বাইরে এত কাজ করার পরও আপনি বলছেন যে, ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে সাহায্য করব?!'

আমরা বলি, 'প্রিয় ভাই, আপনার নিকট আমাদের দাবি হলো, স্ত্রীকে যথাসম্ভব সাহায্য করুন, তার নিকট চাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিন। যাতে তিনি একটি মহান দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সে সুযোগ তৈরি করে দিন। মহান সে দায়িত্বটা কী? মানবগঠন। আপনারও উচিত এই দায়িত্ব পালনে তাকে সহযোগিতা করা। বিভিন্ন অজুহাত সামনে এনে তারবিয়াতের এই মহান দায়িত্বে মোটেও ক্রটি করবেন না। এই কথা বলবেন না যে, 'আমি তো তোমাদের জন্যই ব্যবসা-বাণিজ্য করি। এসবে আমি সময় দিতে পারব না। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করো, আর আমি আমারটা।' এমনকি দেখা যায়, বাড়িতেও আপনি যে সময়টা অতিবাহিত করছেন তাতে সন্তানদের সময় দেন না বরং মোবাইল ও নেট দুনিয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ইসলাম পুরুষের ওপর অভিভাবকত্বের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে সে দায়িত্বের একটি অংশ হলো, সমতা রক্ষা করা আর প্রত্যেককেই প্রাপ্য অধিকার প্রদান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করা। মনে রাখতে হবে, ওপরে বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ হুমকি দিয়েছেন যে, যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করলে জান্নাতের ঘ্রাণও পাওয়া যাবে না, তা শুধু নারীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি, পুরুষও এর মধ্যে শামিল। আর সন্তানদের তারবিয়াত বা তাদেরকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় আছে যা শুধু পুরুষেরই দায়িত্বে পড়ে, নারীর নয়।

بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

"যেহেতু আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"[১২]

যে দায়িত্ব নারীর নয় তার কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করা, তাকে জুলুম করার নামান্তর। অতএব প্রিয় ভাই, তারবিয়াতের এই প্রকল্পের নেতৃত্ব আপনারই দিতে হবে। এর সামনে তৈরি হওয়া প্রতিবন্ধকতা আপনাকেই ভাঙতে হবে।

সত্য বলতে, সন্তানদের গড়ে তোলার এই যাত্রা শুরু হয় মূলত উপযুক্ত স্বামী ও উপযুক্ত স্ত্রী নির্বাচনের মাধ্যমে। ফলে তারা এই মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে একে অপরকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে।

প্রিয় বোন, ধরুন আপনার স্বামী তারবিয়াতের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখছে না। আপনি তাকে চাপ দিয়েছেন, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়েছেন... কিন্তু সে নিরুত্তাপ। তখন আপনিও কি সন্তানদের মাঝপথে ছেড়ে দেবেন?

যদি আপনার স্বামী সন্তানদের পোলিও, হাম, ফক্স বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় টিকা দিতে কেন্দ্রে নিয়ে না যায় তখন কি আপনি বলবেন, 'সে যেহেতু গুরুত্ব দিচ্ছে না আমিই-বা আর একাকী দায়িত্ব পালন করতে যাব কেন?' নাকি আপনার ভেতর থাকা মাতৃত্বের মায়া তাদেরকে টিকাকেন্দ্রে নিয়ে যেতে বাধ্য করবে? অবশ্যই আপনি তাকে নিয়ে যাবেন।

যদি তার শরীরের ক্ষেত্রে আপনার এতই তাড়না থেকে থাকে তা হলে অন্তরের বিষয়ে কেন নয়?

কবি আল-বুসতি সুন্দর বলেছেন,

---

[১২] সূরা নিসা, ৪ : ৩৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

أَقبِلْ عَلَى النَّفسِ وَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا
فَأَنْتَ بِالنَّفسِ لَا بِالجِسْمِ إِنْسَانُ

অন্তরের দিকে মনোযোগ দাও, উত্তম গুণাবলিতে তা সাজাও।
কেননা শরীরের কারণে নয়, তুমি মানুষ হয়েছ সুস্থ হৃদয় দিয়ে।

তারবিয়াতের এই দায়িত্ব কখনোই সহজ দায়িত্ব নয়। কিন্তু যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার সামনে জবাবদিহি করার সুযোগ পাবেন; কিন্তু কোনো চেষ্টাই না করলে তাঁর সামনে দাঁড়ানোর কোনো পথ থাকবে না। আর তারবিয়াতের ক্ষেত্রে বাবার ঘাটতি পূরণ করতে চাইলে আপনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্র, সৎসঙ্গ বা কর্মশালার সহযোগিতাও নিতে পারেন।

তারবিয়াতের অনেক বিষয় তো আমি নিজেই ধারণ করতে পারিনি!

☼ আচ্ছা, স্পষ্ট করেই বলি, আপনি ওপরে তারবিয়াতের যে বিষয়গুলো উল্লেখ করলেন তার মধ্যে অনেক বিষয় তো আমার নিজের মধ্যেই নেই। আমি সেগুলো নিজেই ধারণ করতে পারিনি। তা হলে সন্তানদের কীভাবে এর ওপর গড়ে তুলব? যা আমার নিজের মধ্যেই নেই, তা কীভাবে অন্যকে প্রদান করব?

❋ ঠিক বলেছেন। আমাদের উচিত হবে, তারবিয়াতের সব বিষয় নিজে ধারণ করে তবেই সন্তানদের এর ওপর গড়ে তোলা। জীবনের পথচলা এমনই হয়। সবকাজেই ধারাবাহিক শিক্ষা, কঠোর পরিশ্রম আর সবশেষে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হয়।

আমি আমার জীবনে যত লেখালেখি করেছি, যত লেকচার প্রদান করেছি সেগুলো মূলত নিজের ভেতর তারবিয়াতের বিষয়গুলো ধারণ করার উদ্দেশ্যেই করেছি। আর তা ছাড়া অনেক অনেক মুরব্বীরও শরণাপন্ন হয়েছি, যারা আমার ভুলত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দান করে জীবনপথে চলার ম্যাপ সুচারুরূপে এঁকে দিয়েছেন।

আমরা এখন এক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছি। এই লড়াই মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আনার লড়াই। নফস ও মস্তিষ্ক, ফিতরাত ও স্বভাবকে প্রভাবমুক্ত করার লড়াই। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ফিরিয়ে আনার লড়াই। এই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে আপনি এক অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করবেন। দেখবেন, সন্তানদের গড়ে তুলতে গিয়ে যেন আপনি নিজেকেই স্বয়ং গড়ে তুলছেন। আপনার ভেতরের আত্মা যাকে আপনি দেখতে পান না, সন্তানদের তারবিয়াত দিতে গিয়ে আপনি তাকে দেখতে পাবেন। নিজের ভেতরের দোষক্রটি, বোধবুদ্ধি আপনার নিকট স্বচ্ছ হয়ে ধরা দেবে। সর্বোপরি তারবিয়াতের সৌন্দর্যে আপনি বিমোহিত হয়ে পড়বেন।

তারবিয়াতের এই পথচলায় আমরা যেন ধীরে ধীরে নিজেদেরই আবিষ্কার করতে থাকব। আল্লাহর দেওয়া মানবহৃদয়ের এই সৌন্দর্য আমাদের অভিভূত করবে। মানবহৃদয়ে প্রথমে বীজ বপন, তারপর ওহির পানিতে সিঞ্চন, সর্বশেষ ফসল উত্তোলন। এ যেন এক সুখের আবেশ। আপনি স্পষ্ট দেখতে পাবেন, অন্তর কীভাবে ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক ও ধর্মহীনতার প্রভাব থেকে মুক্তি পাচ্ছে।

তারবিয়াতের এই বিষয়টি কি আরেকটু সহজ হতে পারত না?

☼ কিন্তু তারবিয়াতের এই বিষয়টি কি আরেকটু সহজ ও সরল হতে পারত না? প্রত্যেক শিশুই তো ফিতরাত ও স্বভাবজাত প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করে।[১৩] ইসলামের প্রথম দিকের প্রজন্ম কি এতসব 'কাঠিন্যের' ওপর বেড়ে উঠেছিলেন?

❋ প্রিয় বোন, মুসলিম বিশ্ব থেকে সামরিক ঔপনিবেশ যখন বিদায় নিচ্ছিল তখন সবচেয়ে ভয়ংকর যে বিষয়টি ঘটেছিল তা হলো, মুসলিমরা এই ধারণা করে বসলেন যে, তারা এখন মুক্ত ও স্বাধীন। তাদের এই ধারণার অবশ্য একটি কারণ ছিল। রাস্তায় রাস্তায় আর ভিনদেশী সৈনিকদের মহড়া দেখতে না পেয়েই মূলত তাদের এই চিন্তার উদয় ঘটেছিল। তারা যে চিন্তা ও মূল্যবোধগত ঔপনিবেশের শিকার, সে বিষয়টি

[১৩] ফিতরাত বা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হলো, সে সমস্ত অভ্যাস ও স্বভাব যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, শিশুরা মিথ্যা বলতে জানে না। কারণ আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন সত্য বলার ওপর। কিন্তু পরবর্তীতে পরিবেশ থেকে সে মিথ্যা বলা শিখে। ঠিক এভাবে, ভালো কাজকে পছন্দ করা, উপকারকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, নোংরা জিনিসের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি। এই ফিতরাতের ক্ষেত্রে আস্তিক-নাস্তিক, কাফির-মুসলিম সকলে সমান। যেমন, আমানতদারিতাকে সবাই পছন্দ করে, পরনিন্দাকে সবাই ঘৃণা করে। ইসলাম হলো ফিতরাতের ধর্ম। যেহেতু ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান ফিতরাত ও স্বভাবজাত প্রকৃতি থেকে উৎসারিত তাই এটি মানুষকে টানে। কিন্তু মানুষের ফিতরাতই যদি পালটে যায় তা হলে ভাবুন কেমন পরিস্থিতি হবে। তখন বিকৃত ফিতরাতের মানুষটিকে ইসলামের স্বচ্ছ ও নির্মল আবেদন আর আকর্ষণ করবে না। এই বইয়ের 'পচন যখন মূলে' শিরোনামের লেখাটিতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে, ইন শা আল্লাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তখন আর উপলব্ধি করতে পারেননি। যেহেতু তারা নিজেদের বন্দিই ভাবেননি, তাই স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন হওয়ার আর চেষ্টাও চালাননি।

কবি সুন্দর বলেছেন :

وَأَقُوْلُ كُلُّ بِلَادِنَا مُحْتَلَةٌ *** لَا فَرَقَ إِنْ رَحِلَ الْعِدَا أَوْ رَانُوْا

مَاذَا نُفِيْدُ إِذَا اسْتَقَلَّتْ أَرْضُنَا *** وَاحْتُلَّتِ الْأَرْوَاحُ وَالْأَبْدَانُ

سَتَعُوْدُ أَوْطَانِىْ إِلٰى أَوْطَانِهَا *** إِنْ عَادَ إِنْسَانًا بِهَا الْإِنْسَانُ

শত্রু অবস্থান করুক কিংবা প্রস্থান,
আমাদের ভূমি আজও বিরান।
যখন বন্দি আমাদের অন্তরাত্মা,
কী কাজে আসবে দেশের স্বাধীনতা?
প্রকৃত স্বাধীনতা তো সেদিন হবে
যেদিন মানুষ মানুষ হয়ে উঠবে।

ইসলামের প্রথম দিকের প্রজন্ম ছিল স্বভাবজাত প্রকৃতি ও মানসিক ভারসাম্যের ওপর লালিত একটি প্রজন্ম। ব্যাপকভাবে আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়ন করেই তারা জীবনযাপন করতেন। যেহেতু এটিই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই এটি তাদের কর্মকাণ্ডেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। তাদের সমস্ত কাজ নির্ভেজাল স্বভাব থেকে উৎসারিত হতো। এতে বিন্দু পরিমাণ কৃত্রিমতাও জড়িয়ে থাকত না।

তাদের অন্তর ছিল, ওহির শক্তিতে বলীয়ান। সীমাহীন আস্থায় পরিপূর্ণ। তারা জাহিলিয়াতের প্রতি ঘৃণা রাখতেন, সে পথে চালনাকারী সমস্ত উপায় ও মাধ্যমকে তারা মিটিয়ে দিতেন। আল্লাহ প্রদত্ত মানদণ্ডকে সামনে রেখে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যেকোনো ধরনের মতবাদের ওপর তারা দ্বিতীয়বার চোখ বুলাতেন। পূর্বেকার জাহিলিয়াত তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য আচ্ছন্ন করলে, তারা সাথে সাথেই এর স্বরূপ টের পেয়ে যেতেন। নব্য জাহিলিয়াত[১৪] থেকে মুক্তি পাওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতেন। তারা গুনাহে পতিত হতেন, কিন্তু গুনাহকে গুনাহ বলেই জানতেন।

---

[১৪] জাহিলিয়াত কোনো নির্দিষ্ট সময়ের নাম নয়। নবিজি ﷺ-এর আগমন-পূর্ব-পৃথিবীই শুধু এর জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং যারাই ওহির আদেশকে প্রত্যাখ্যান করবে, আল্লাহর আইনকে ছুড়ে ফেলে মানবরচিত সংবিধান অনুযায়ী চলবে তারা প্রত্যেকেই জাহিলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। তাই উচিত জাহিলিয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে নতুনভাবে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহয় ফিরে আসা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিন্তু আজকের শিশুকে দেখুন। তারা ফিতরাত ও স্বভাবজাত প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু দখলদার ঔপনিবেশিক শক্তি তাদেরকে চিন্তাচেতনা ও মূল্যবোধগতভাবে হয় পশ্চিমা চিন্তাধারায় প্রভাবিত করে, না হয় পূর্বেকার চিন্তাধারায়। ধেয়ে আসা বিভিন্ন ফিতনা ও সংশয়ের প্লাবনে তাকে নিমজ্জিত রাখে। হকের সাথে বাতিলকে মিশিয়ে তার সামনে উপস্থাপন করে। অথচ এতসব কিছুর প্রতিরোধে 'আল্লাহর দাসত্ব' নামক যে চুম্বকের প্রয়োজন ছিল, তার কোনো দেখা নেই। তাই সন্তানদের গড়ে তোলার প্রক্রিয়া আজকের সময়টাতে এতটা কঠিন মনে হচ্ছে।

বিশৃঙ্খল আত্মাকে শৃঙ্খলায় আনতে পারে আল্লাহর দাসত্বের চুম্বক। যেহেতু এখন এটি অনুপস্থিত, তাই এই আত্মা জাহান্নামীদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে। কুরআন একসময় সকলে বুঝতে সক্ষম হতো। খুব সহজে মানবহৃদয়ে এটি গভীর প্রভাব বিস্তার করত। কিন্তু এখন খোদ অধিকাংশ আরবদেরর নিকটই এই কুরআন দুর্বোধ্য।

প্রিয় বোন, এখন সময় আপনার। সন্তানের স্বভাবজাত প্রকৃতির ওপর আবর্জনার যে স্তর তৈরি হয়েছে সেটিকে এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলুন। তাদের সামনে এমন লক্ষ্য স্থাপন করুন, যা তাদের বিশৃঙ্খল হৃদয়কে সুশৃঙ্খল করবে, ওহির বাণীকে তাদের নিকট সহজবোধ্য করে তুলবে।

এখন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েই আমার শংকা হচ্ছে!

☼ এই কথাগুলো শুনে আমার তো এখন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েই শংকা হচ্ছে। বলতে গেলে, সন্তান নিতেই আর সাহস পাচ্ছি না।

❋ আমি আপনাকে বলব : আল্লাহ এই উম্মাহকে শেষমেশ বিজয় দেবেন বলেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। রোম (ভ্যাটিকান) বিজয়ের আগাম সুসংবাদ,[১৫] প্রত্যেক ঘরে ঘরে ইসলাম প্রবেশের ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ এই উম্মাহর সন্তানদের হাতেই বাস্তবায়ন করবেন। মুসলিমরা নিষ্কর্ম হয়ে বসে থাকবে আর ভিন্ন গ্রহের কেউ এসে এই দ্বীনকে সাহায্য করে যাবে এমনটা তো আর সম্ভব নয়। রাসূল ﷺ-এর দেওয়া

[১৫] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৮৬৬২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আগাম সুসংবাদগুলোর মূল উদ্দেশ্যই ছিল, আমাদের হৃদয়ে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেওয়া। যেন জীবন চলার পথে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাই। যেন সন্তানদের সঠিক তারবিয়াতের ওপর গড়ে তুলে তাদের হাতে যুদ্ধের পতাকা উঠিয়ে দিতে পারি। তারাই একসময় বিজয়ের এই পরিক্রমা সম্পন্ন করবে, ইন শা আল্লাহ।

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

"আর শেষ পরিণতি খোদাভীরুদেরই।"[১৬]

সন্তানদের গড়ে তুলতে গিয়ে সবচেয়ে ভয়ংকর যে ব্যাপারটি ঘটে

প্রিয় বোন, সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়ংকর যে ব্যাপারটি ঘটে তা হলো : তাদেরকে গড়ে তুলতে গিয়ে পিতামাতা একটি মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রাখতে ভুলে যান। উদ্দেশ্যটি হলো, আল্লাহর দাসত্ব। সন্তান পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার মূল কারণও মূলত এটি।

ভালোবেসে তরুণ-তরুণী বিয়ে করল। একসময় তারা সন্তান গ্রহণ করল। কারণ কী? কারণ, মানুষ করে তাই, এরচেয়ে বেশি কিছু নয়। কিংবা পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের চাহিদা পূরণ করতে। অনেকে আবার ঘরে ছোটো শিশুদের কোলাহল শোনার উদ্দেশ্যে। তারপর কী? কিছুই না।

পুরুষ নিজ কামনা চরিতার্থ করল, পারিবারিক দায়িত্ব আদায় না করে নিজ চাহিদা পূরণে ব্যস্ত রইল। আর নারী সন্তানদের ছেড়ে নিজেকে প্রমাণ করতে এবং সাফল্যের গল্প লেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এই ধরনের পিতামাতার সাথে কোনো একসময় সন্তানদের অবশ্যই কলহ সৃষ্টি হবে। পিতা নিজের চাহিদা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে সন্তানদের কাঁটা হিসেবে দেখবেন। কেননা এই সন্তানেরা তার চাহিদার অংশ নয়। যখন সন্তান তার কিছুটা সময় নিয়ে নেবে, সে অস্থির হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করবে। কারণ সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করছে। আর এই অস্থিরতা ও আফসোস সন্তান প্রতিপালনে তার ব্যর্থতাকে দ্বিগুণ করবে।

একসময় বাবা-মায়ের তারবিয়াত ছাড়া বেড়ে-ওঠা-অবাধ্য এই সন্তানেরা বিভিন্ন

---

[১৬] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়বে। আবার সন্তানদের সাথে বাবা-মায়ের সম্পর্কেও টানাপোড়েন সৃষ্টি হবে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য কলহ তৈরি হবে এই সন্তানদের কারণেই। একে অপরকে তারা এই করুণ পরিস্থিতির জন্য দোষারোপ করবে। 'সন্তানের বোঝা' একে অপরের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইবে! আর এসব ঘটবে সন্তানদের চোখের সামনেই। তাদের ভেতর দাগ কাটবে, তারা মনে রাখবে বাবা-মা কীভাবে তাদের কাছে টেনে না নিয়ে ভারী বোঝার মতো আচরণ করেছিল।

ভয়ংকর ঘুষ!

এই সময় অনেক মা-বাবাই আবার সন্তানদের সবচেয়ে ভয়ংকর ঘুষটা প্রদান করেন। তারা সন্তানদের জন্য ক্ষতিকর হবে জেনেও তাদের যত আবদার আছে সব একে একে পূরণ করতে থাকেন। যেন তারা এটি বলতে চান যে, 'ছেলে আমার, আমি এখন খুব ব্যস্ত। আমার বেশি সময় নষ্ট করো না। কী চাই তোমার? খাবার? নাও। ক্ষতিকর হবে জেনেও—চকলেট লাগবে? নাও। তাদের জন্য ধ্বংসাত্মক হবে জেনেও—অতিরিক্ত হাত খরচ লাগবে? নাও। মোবাইল? আইপ্যাড? প্লে স্টেশন? কী লাগবে, নাও। যা মনে চায় নাও আর কেটে পড়ো। বিরক্ত করো না।'

শূন্যতা আর মূর্খতায় হাহাকার করতে থাকা সন্তানের হৃদয়কে তারা এগুলোর মাধ্যমে অবশ করে রাখেন। লাভ-ক্ষতির তোয়াক্কা না করে এভাবে সব ধরনের চাহিদা পূরণ করে যাওয়াকে এককথায় অবশ করার ইনজেকশন বলা যায়।

একবোন কমেন্টে কিছু কথা লিখেছিলেন :

'আমার স্বামী ভালো। দায়িত্ববান। তবে সে সন্তানদের সব ধরনের চাহিদাপূরণ করা আর তাদের সাথে খেলাধুলা করা ছাড়া সন্তান প্রতিপালনের কোনো ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে না। তার কথা অনুযায়ী, অন্য সন্তানদের তুলনায় এদের মধ্যে কোনোরকম কমতি বা ঘাটতি সে দেখতে পাচ্ছে না।

আমিই একমাত্র তাদের সামনে লক্ষ্য স্থাপন করি, সালাতে উদ্‌বুদ্ধ করি, মৌলিক জ্ঞানার্জনে তাগিদ দিই, অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকতে বলি। কিন্তু এর কারণে তাদের সামনে আমি এখন মূর্তিমান আতঙ্কে পরিণত হয়েছি। এর একমাত্র কারণ হলো, স্বামীর যাচ্ছেতাই কোমলতা ও লাই দিয়ে যাওয়া। তবুও আমি চেষ্টা চালিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যাচ্ছি। আমি কি একাই এভাবে সংগ্রাম করে যাব? আর কয়দিন? অথচ তারা দিনদিন খেলাধুলায় মেতে উঠছে, আর আমার দেওয়া চাপকে বোঝা মনে করে আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।'

আমি বলি, 'হ্যাঁ, প্রিয় বোন, বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে চেষ্টা চালিয়ে যান। এর পাশাপাশি তাদের প্রতি গুরুত্ব প্রদর্শন করুন, ভালোবাসা দেখান। আল্লাহর নিকট আপনার এই কষ্টের বিরাট প্রতিদান পাবেন, ইন শা আল্লাহ।'

মাত্রাতিরিক্ত যত্ন ও বিরক্তিকর মমতা!

খেয়াল না রাখা আর অবহেলার বিপরীতে আরেকটি ক্ষতিকর বিষয় হলো, মাত্রাতিরিক্ত যত্ন বা গুরুত্ব।

কীভাবে সন্তানের যত্ন নিতে হয় সে ব্যাপারটি স্পষ্ট না করেই আমরা যখন নারীকে বলি : 'সন্তানের যত্ন নাও', তখন সাধারণভাবে নারী এই ধারণা করে বসেন যে, যত্ন নেওয়ার অর্থ হলো, সন্তানের জন্য নিজেকে ধ্বংস করে দেওয়া, নিজের গোশত-হাড্ডি সব একাকার করে ফেলা, মনপ্রাণ দিয়ে শুধু তাদের সাথেই লেগে থাকা। তারা ভাবেন, যথাযথ যত্ন বুঝি একেই বলে!

অনেক নারীই আবার ভাবেন, সন্তানকে ঘরের কাজ থেকে মুক্ত রেখে শুধু পড়াশোনায় ব্যস্ত রাখা, তাদের কাছ থেকে প্রাত্যহিক পড়া আদায় করা, হোমওয়ার্ক করতে বকাবকি করা, দায়িত্ব থেকে তাদের মুক্ত রাখা ইত্যাদি। তাদের এই যত্নের ফলাফল হলো সন্তানের স্বনির্ভরতার যোগ্যতা নিঃশেষ করে দেওয়া। তারা ধারণা করে এগুলোর মাধ্যমে সন্তানদের প্রতি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়ে যাচ্ছে! অথচ বাস্তবে তিনি সন্তানদের থেকে দায়িত্ব, সচেতনতা একেবারেই ধ্বংস করে দিচ্ছেন। নিজেকে তো কষ্ট দিচ্ছেন সেইসাথে সন্তানদেরও কষ্টে ফেলছেন, অথচ তাদের ধারণা তারা যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই তাদের সন্তানদের বড়ো করে তুলছেন!

যখন আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর দাসত্ব করা, তখন সন্তানের এই যত্ন নেওয়া ও গুরুত্ব দেওয়াও হতে হবে আল্লাহর দেখিয়ে দেওয়া পন্থায়, শারীআত সমর্থিত তরীকায়। আর না হয় এই যত্ন আপনার জন্য তো বটেই, সন্তানের জন্যও যন্ত্রণার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আপনি হয়তো বলতে পারেন : আমি চাই, আমার সন্তান জীবনে সফল হোক।...

সফলতা দ্বারা আপনার কী উদ্দেশ্য? আর এর মাপকাঠিই-বা কী?

যদি আপনি সন্তানদের পড়াশোনায় সহযোগিতা করতে চান তা হলে আপনার উচিত, শিক্ষাকে তাদের সামনে প্রিয় করে তোলা। তাদের শিখিয়ে দিন কীভাবে তারা নিজেদের দৈনন্দিন রুটিন সাজাবে, কীভাবে চিন্তা করবে।

তাদের আপনি গতানুগতিকভাবে পড়ালেন। তারপর হোমওয়ার্ক করতে গিয়ে যখন তারা বিভিন্ন ত্রুটির শিকার হলো তখন চিৎকার চেঁচামেচিতে সারা ঘর মাথায় তুললেন, সমস্ত দোষ তাদের ওপর চাপিয়ে দিলেন। এতে শুধু তাদের সাথে আপনার সম্পর্কই খারাপ হবে। ঘরের প্রশান্তভাব নষ্ট হবে, পুরো বাড়ি দুশ্চিন্তা ও চেঁচামেচিতে ভরে উঠবে। আর এটা তেমন কোনো ফলও বয়ে আনবে না।

সন্তান প্রতিপালন কিংবা তারবিয়াতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট হলো, মা তার 'বিরক্তিকর ও ক্ষতিকর' দয়া-মমতা থেকে বিরত থাকবেন। যেকোনো বিষয়ে অনাধিকার চর্চা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আপনাকে হতে হবে অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত, প্রশান্ত ও আত্মসচেতন।

এমন মায়ে পরিণত হবেন না, যিনি সন্তানদের যত্নের ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার আগুনে নিজেকে নিঃশেষ করে দেন। সন্তানদের কথা ভেবে নিজের সবকিছুকে উজাড় করে দেন। মানসিকভাবে এতটা ভেঙে পড়েন যে, সামান্যতেই স্বামী ও সন্তানদের সামনে ক্রোধে ফেটে পড়েন। এমন অনেক নারী আছেন, যারা সন্তান সামান্য বড়ো হওয়ার পর আর 'স্ত্রী' থাকেন না, শুধুই মায়ে পরিণত হন। স্বামীর সাথে তার টানাপোড়েন তৈরি হয়। যে সন্তানদের জন্য তিনি নিজেকে একপ্রকার নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন সে সন্তানেরাই তখন তাকে ব্যর্থ মা বলে গণ্য করা শুরু করে। যিনি নিজের সাথে তো বটেই, স্বামী ও সন্তানদের সাথেও সঠিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ, যিনি সবসময় বাড়তি কেয়ার করেন, সারাক্ষণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ডুবে থাকেন।

তার এই অবস্থা সন্তানদের কাছে পরিবার ও জীবনের প্রতি এক হতাশার বার্তা প্রেরণ করে। তারা বৈধ বিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমনকি ইসলাম থেকেও,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কারণ তা বিয়ের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করে! তখন সন্তান অনৈতিক ও অবৈধ সম্পর্কের মাঝে ভালোবাসা ও প্রেম খুজতে শুরু করে। কারণ তারা চান না এই ব্যর্থ দাম্পত্যজীবনের অভিজ্ঞতা নিজের জীবনে প্রকাশ পাক!

'তুমি মোম হয়ে জ্বলো, সন্তানের পথ আলোকিত করো' এই শ্লোগানটি সম্পূর্ণ ভুল একটি শ্লোগান। আমাদের দ্বীন আমাদেরকে এর উল্টোটা শেখায়। তোমার ওপর তোমার নিজেরও অধিকার আছে। প্রত্যেককে আপন আপন হক ও প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়াই হলো ইসলামের শিক্ষা।

আপনিই যদি জ্বলে যান তা হলে সন্তানের পথ কীভাবে উজ্জ্বল করবেন? তখন তো আপনার জ্বলে-যাওয়া-ছাই তাদের জীবনকে অন্ধকার করে তুলবে। আপনার উচিত প্রশান্তি ও ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে তাদের জীবনকেও আলোকিত করা এবং সাথে সাথে নিজের প্রাপ্য অধিকার নিজেকে প্রদান করা। সুতরাং নিজের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যময় হোন, যতটা সম্ভব উৎফুল্ল থাকুন। স্বামীর সাথেও সহজ হয়ে উঠুন, তার প্রাপ্য অধিকার তাকে দিন। দেখবেন আপনাতেই সন্তানের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ।

সমাজের কথা শুনে সন্তানের সফলতার পিছে দৌড়াবেন না। তাদের নিকট সফলতার অর্থই হলো, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট। লোকে কী বলবে সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করবেন না। সন্তানদের নিজের মতো করে গড়ে তুলুন, কল্যাণ দ্বারা তাদের পরিপূর্ণ করুন। নিজেকে তো বটেই, সন্তানদেরও তৈরি করুন এমনভাবে যেন তাদের জীবনে সবচেয়ে অগ্রগণ্য হয় 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'। তাদের সামনে সুখ ও ভারসাম্যের উজ্জল দৃষ্টান্তে পরিণত হোন। আপনার এই প্রতিচ্ছবিই তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সফলতার পথ দেখাবে। তারা আপনাকে দেখে একটি সুখী ও ভারসাম্য পরিবার গঠনে উদ্‌বুদ্ধ হবে।

যদি আমি ব্যর্থ হই?

আচ্ছা আমি আল্লাহর দাসত্বকেই জীবনের মূল লক্ষ্যে পরিণত করলাম। শুরু থেকেই সন্তানদের আল্লাহর দাসত্ব ও আখিরাতের চিন্তার ওপর গড়ে তোলা আরম্ভ করলাম। কিংবা শুরু থেকে সতর্ক করতে না পারলেও তারা বড়ো হওয়ার পর বিষয়টির ওপর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গুরুত্বারোপ করলাম। কিন্তু তারা আমার ডাকে সাড়া দেয় না। একপ্রকার ব্যর্থতার দায় থেকে তাদের চিন্তায় চিন্তায় আমি এখন প্রায় বিপর্যস্ত।

☼ শারীআহ আমাদের সন্তানদের দেখভাল করতে তো বলে ঠিকই; কিন্তু এমন যত্ন নেওয়া থেকেও বাধা দেয়, যা নিজের প্রতি যত্নকেও ছাড়িয়ে যাবে। হাহুতাশ করতে করতে নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া থেকে শারীআত আমাদের নিষেধ করে। কারণ এতসব দুঃখ ও হাহুতাশ প্রথমে নিজেকেই গ্রাস করবে, তারপর তা সন্তানদের দিকে এগুবে। তখন তাদের রক্ষা করার যথাযথ শক্তি ও সামর্থ আপনি হারিয়ে ফেলবেন।

কুরআন আপনাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে :

إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

"আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথে আনেন।"[১৭]

আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, নূহ ﷺ নবি হওয়া সত্ত্বেও নিজ সন্তানকে রক্ষা করতে পারেননি। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালাই বাস্তবায়িত হয়েছিল।

قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

"আল্লাহ বলেছিলেন, 'হে নূহ, নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়।'"[১৮]

এই কারণে সন্তানদের রক্ষা করার চিন্তায় চিন্তায় নিজেকে রক্ষা করার কথা ভুলতে বসবেন না। পুত্র বা কন্যা যদি উদাসীনতা ও গাফলতির জীবন বেছে নেয়, তা হলে হ্যাঁ, মা গভীরভাবে এই চিন্তা করতে পারেন যে, হঠাৎ কী হলো! কেন তাদের এই অবস্থা? তারপর তিনি যথাযথ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন, যথাসম্ভব তাদের সংশোধনের চেষ্টা করবেন। কিন্তু হতাশ হওয়া! না সেটা হওয়া যাবে না। এই কাজে শয়তানের অনুপ্রবেশ থেকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এর শুরুটা হয় আত্মসমালোচনা দিয়ে আর শেষটা হয় তীব্র মনঃকষ্ট ও যন্ত্রণার মাধ্যমে।

---

[১৭] সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৬।
[১৮] সূরা হূদ, ১১ : ৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সবসময় স্বামী আর সন্তানের মাঝে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার মানসিকতা আমার নেই!

আপনি যা বললেন তা আমার বোধবুদ্ধি মেনে নিলেও, মন এতে সায় দিচ্ছে না। সবসময় স্বামী আর সন্তানের মাঝে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার মানসিকতা আমার নেই। অফিসের কাজ বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেই মন পড়ে থাকে। যেকোনো কাজ হলেই হলো, এমনকি দাওয়াতের কাজও হতে পারে। এগুলোও কি মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না?

☼ প্রিয় বোন, আমাদের দ্বীন আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, একজন মুসলিম শুধু উপভোগ্য বলেই একটি কাজ করতে পারে না। বরং সে একমাত্র এমন কাজই করে যা করা তার ওপর কর্তব্য।

প্রবৃত্তি আপনাকে বলবে, আল্লাহর পছন্দের ওপর নিজের পছন্দকে প্রাধান্য দাও। আর আল্লাহ আপনাকে বলছেন :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং নিজ খেয়ালখুশি থেকে নিজেকে নিবৃত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।"[১৯]

আপনার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো, সন্তানকে সঠিক তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা এবং এই ব্যাপারে নিজ খেয়ালখুশিকে দমন করা। যদি এই তত্ত্বাবধান ও তারবিয়াতে আপনি কোনো 'আগ্রহ' খুঁজে না পান তা হলে জেনে রাখুন, যে আল্লাহ আপনাকে এই আদেশ দিয়েছেন, তিনিই আবার বার্ধক্যের সময় সন্তানকে আপনার সেবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি সন্তান যদি আপনার সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে বা প্রয়োজনের সময় আপনার ডাকে সাড়া দিতে 'আগ্রহবোধ' না করে কিংবা তার নিকট যদি এসব 'বিরক্তিকর'ও ঠেকে তবুও এটি তার দায়িত্ব বলে নির্ধারণ করেছেন।

জিহাদের তাড়নায় উদ্দীপ্ত হয়ে মুআবিয়া সুলামি রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূল ﷺ-এর নিকট এসেছিলেন তখন নবিজি তাকে বলেছিলেন, "এখন মায়ের পা আঁকড়ে ধরো।

[১৯] সূরা নাজিআত, ৭৯ : ৪০-৪১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সেখানেই রয়েছে তোমার জান্নাত।”[২০]

হাদীসে জুরাইজ নামক এক বুযুর্গের কাহিনি এসেছে, যিনি মায়ের ডাক শুনতে পেয়েও সালাতে মত্ত ছিলেন। আর এই কারণে আল্লাহ তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলেন।[২১]

ওয়াইস কারানি ﵀-এর ঘটনা তো সুপ্রসিদ্ধ। যিনি শুধুমাত্র মায়ের সেবা-যত্নে ব্যস্ত থাকার কারণে নবিজির সান্নিধ্যের সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হননি।

জিহাদ, নফল সালাত ও নবিজির সান্নিধ্যের মতো সর্বোত্তম আমলগুলোর ওপর আল্লাহ তাআলা মায়ের সেবাকে অগ্রগণ্য করে দিয়েছেন।

যে আল্লাহ আপনাকে সন্তান প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়েছেন, এই ক্ষেত্রে তার দাসত্ব বাস্তবায়নের আদেশ করেছেন, সেই তিনিই আবার সন্তানদের ওপর বার্ধ্যক্যের সময়ে আপনার শুশ্রূষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনার প্রতি দয়া ও নম্র আচরণ করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

“দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো”[২২]

করোনার এই বিপর্যস্ত সময়ে ইউরোপে বৃদ্ধ মা-বাবারা যে অবহেলার শিকার হয়েছেন আমরা তা থেকে শিক্ষার্জন করতে পারি। তাদের এই অবস্থা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে অনেক কিছুই দেখিয়ে দেয়।

প্রিয় বোন, বিশ্বাস করুন, নিজের পছন্দকে তুচ্ছ করে যখন আপনি আল্লাহর পছন্দকে মেনে নেবেন, যখন একটি মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আপনি সন্তানগঠনে মনোনিবেশ করবেন তখন আজকের বোঝা কালকে আগ্রহে পরিণত হবে। একসময় বিরক্তিকর এই বিষয়টিই আপনার হৃদয়াত্মার প্রশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

*****

[২০] বিস্তারিত দেখুন—ইবনু মাজাহ, ২৭৮১।
[২১] বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ১২০৬; মুসলিম, ২৫৫০।
[২২] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বোন, এখন তো জানলেন তারবিয়াত কী? তারবিয়াতের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আপনাকে পদে পদে সবর ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। তারবিয়াত হলো, সন্তানকে জাহান্নামের ইন্ধন হওয়া থেকে রক্ষা করে তাকে প্রভুর স্থায়ী সান্নিধ্যের পথ দেখানো, তাকে এই সৌভাগ্যের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"[২৩]

আপনার সন্তানসন্ততি হতে পারে আপনার জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় :

مَنْ يَّلِيْ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি কন্যাদের ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হয়েও তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, তার কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের অন্তরাল হয়ে দাঁড়াবে।"[২৪]

আপনার মৃত্যুর পর আপনার এই সন্তানেরাই আপনার উপকারে আসবে :

إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ أَنّٰى هٰذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

"জান্নাতে কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এ অবস্থা দেখে সে বলবে, 'আমার এমনটা কীভাবে হলো?' তখন বলা হবে, 'তোমার জন্য তোমার সন্তানসন্ততি ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে।[২৫]

সর্বোপরি দুনিয়ায় তারা আপনার চক্ষু শীতলতার কারণ হবে, যদি আপনি তাদের যথাযথভাবে গড়ে তোলেন।

তারবিয়াতের এই পথ বড়োই বন্ধুর; তবে এর ফলাফল পাহাড়সম। এই দুর্গম পথে আপনি হয়তো কখনো হোঁচট খাবেন, কখনো-বা হাঁপিয়ে উঠবেন; কিন্তু—

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

---

[২৩] সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬।

[২৪] বুখারি, ৫৯৯৫।

[২৫] ইবনু মাজাহ, ৩/২১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

“যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।”[২৬]

আল্লাহ আপনার সঙ্গে থাকবেন। আপনাকে সহযোগিতা করবেন, আপনার অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দিয়ে ঢেকে দেবেন, আপনার সব চাওয়া পূরণ করবেন।

فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا

“অতএব মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, নৈকট্যলাভের চেষ্টা চালিয়ে যাও আর সুসংবাদ গ্রহণ করো।”[২৭]

প্রিয় বোন, আল্লাহ তাআলা এক মহান মর্যাদা আপনার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। এমনকি লক্ষ করুন, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আমার কাছ থেকে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি কে? ‘আমাদের নবি ﷺ জবাব দিয়েছিলেন,

‘তোমার মা।’

‘তারপর কে?’

‘তোমার মা।’

‘তারপর কে?’

‘তোমার মা।’

‘তারপর কে?’

‘তোমার বাবা।’[২৮]

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

[২৬] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৯।

[২৭] বুখারি, ৩৯; ইবনু হিব্বান, ৩৫১।

[২৮] মুসলিম, ২৫৪৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"আর আপনার রব আপনাকে আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের কেউ একজন বা উভয়ই আপনার জীবদ্দশায় যদি বার্ধক্যে উপনীত হয় তা হলে তাদেরকে 'উফ' বলবেন না এবং ধমক দেবেন না; আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলুন। দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকুন আর বলুন, 'হে আমার রব, তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।'"[২৯]

*****

সন্তানকে ইসলামের ওপর গড়ে তোলার সহজ পদ্ধতি হলো তাকে মর্যাদা ও ইজ্জতের ওপর গড়ে তোলা। এই মর্যাদা ও ইজ্জত তাকে শত্রুর ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্যে প্রভাবিত হওয়া থেকে মানসিকভাবে রক্ষা করবে। এই মর্যাদা তাকে আল্লাহর কিতাব ও নবিজির জীবনী শুনে গর্বিত হতে বাধ্য করবে। এই ইজ্জতের কারণেই সে শত্রুর অন্ধ অনুকরণ ও তাদের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করা থেকে সচেতনভাবে বেঁচে থাকবে, তাদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতে শক্তি জোগাবে। সর্বোপরি তার ভেতর তৈরি হওয়া আত্মসম্মানবোধ তার অন্তরে এক অঙ্গার সৃষ্টি করবে, যা তাকে উম্মাহ নিয়ে ভাবতে শেখাবে।

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٨

"সম্মান তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই। কিন্তু মুনাফিকেরা তা জানে না।"[৩০]

---

[২৯] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩-২৪।

[৩০] সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ : ৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্তান অসুস্থ হলে পিতা-মাতার করণীয়

[২০১৯ সালের ৮ জুন ক্যান্সার রোগে মৃত্যুবরণ করেন শাইখ ইয়াদ কুনাইবি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর বড়ো কন্যা সারাহ ﵂। সারাহর সুন্দর ও অভূতপূর্ব মৃত্যু আল্লাহর সাথে তার সুসম্পর্কের কথা জানান দেয়। কী ছিল আল্লাহর সাথে এই সুসম্পর্কের মূল রহস্য? আমরা ধারণা করি, বাবার সঠিক পরিচর্যা ও দীক্ষা। তার মৃত্যুর পর ২৩ জুন শাইখ কুনাইবি দেড় ঘণ্টাব্যাপী প্যারেন্টিংসংক্রান্ত লেকচারের আয়োজন করেন। এতে সারাহকে গড়ে তুলতে গিয়ে তিনি যেসব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, অসুস্থ সন্তানের সাথে আচরণবিধি, তাদের সেবাযত্ন এবং এ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। আমরা ভিডিয়োটির ব্যাপক উপকারিতার প্রতি লক্ষ করে এখানে তা সংযুক্ত করে দিয়েছি।—অনুবাদক]

সারাহ মৃত্যুবরণ করার দুই সপ্তাহ পর আজ আপনাদের সাথে মিলিত হলাম। তার সম্পর্কে বহু কলাম, প্রবন্ধ ও ভিডিয়ো তৈরি হওয়ার পরও আমার মনে হচ্ছে, এমন অনেক বিষয় রয়ে গেছে যা আপনাদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[৩১]

এই কারণে কল্যাণকামিতাকে সামনে রেখে, সারাহকে গড়ে তুলতে গিয়ে আমি যেসব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেখান থেকে কিছু শিক্ষা আপনাদের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করব, ইন শা আল্লাহ।

বিষয়টির গুরুত্ব

প্রিয় ভাইয়েরা, সন্তান হয়তো আপনার জান্নাতের দরজা নতুবা দুনিয়া ও আখিরাতে পরিতাপের কারণ। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো।"[৩২]

কীভাবে সম্ভব, এমন কেউ আমার শত্রু হবে?!

সম্ভব। যদি আপনি তার শিক্ষাদীক্ষায় অবহেলা করেন। তখন সন্তানের মন্দকাজের কিছু অংশ আপনার ঘাড়েও এসে বর্তাবে কিংবা অবাধ্য সন্তান আপনার জন্য আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"আল্লাহ তো এসবের মাধ্যমেই তাদের দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিতে চান।"[৩৩]

এই কারণে বুঝতেই পারছেন বিষয়টি কতটা গুরুত্বের দাবি রাখে!

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যদি এই সময়ে এসে কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি বিয়ে কেন করেছ? সন্তান জন্মদানে তোমার উদ্দেশ্যই-বা কী? তার উত্তর থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, সন্তান ব্যক্তিগত শোভার অংশ! প্রত্যেকেই যেহেতু সন্তান গ্রহণ করে, তাই আমিও বাধ্য!

---

[৩১] বুখারি, ১৩।

[৩২] সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৪।

[৩৩] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রিয় ভাইয়েরা, এই যুগে এমন উদ্দেশ্যে সন্তান নেওয়া বেশ বিপজ্জনক একটি বিষয়। সময়টা কতটা কঠিন তা তো প্রত্যেকেরই জানা। হতে পারে আপনি জাহান্নামের এক টুকরো মাংসপিণ্ডই জন্ম দিচ্ছেন, আমরা আল্লাহর নিকট এর থেকে পানাহ চাই। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"[৩৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"আল্লাহ যখন কোনো বান্দার নিকট কারও দায়িত্ব অর্পণ করেন, আর সে কল্যাণকামিতার সাথে তা ঢেকে না নেয়, তা হলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[৩৫]

নবিজি ﷺ-এর প্রকাশ ভঙ্গিমা লক্ষ করুন, 'যদি সে কল্যাণকামিতার সাথে তা ঢেকে না নেয়' আপনার প্রতি আদেশ হলো, সন্তানদের সব স্থানে সবসময় কল্যাণকামিতার সাথে ঢেকে নেওয়া। ঢেকে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে, খুব বেশি উপদেশ আর সমালোচনায় তাদের ব্যস্ত করে রাখবেন। কল্পনা করুন, আপনার সন্তানের দিকে গুলিবৃষ্টি হচ্ছে, তখন আপনি কী করবেন? তাকে ঠিক সেভাবেই আপনি ঢেকে নেবেন যেভাবে নিরাপত্তারক্ষী ঢেকে নেয়। যদি এভাবে না করেন তা হলে আপনার শাস্তি কী?

إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

তা হলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

এবার নিশ্চয় বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারছেন।

---

[৩৪] সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬।

[৩৫] বুখারি, ৭১৫০; মুসলিম, ১৪২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অসুস্থ সন্তান : কেমন হবে আমাদের আচরণ?

সন্তানের অসুস্থতার সময়টি প্রিয় ভাইয়েরা, অত্যন্ত কঠিন ও বিপদসংকুল। এই সময়টিতে ব্যক্তি হয়তো-বা আল্লাহর দরবারে উত্তম মর্যাদায় আসীন হয় কিংবা এই অসুস্থতা, তার ও তার সন্তানের কুফরের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একভাই সেদিন আমাকে সান্ত্বনামূলক একটি চিঠি পাঠালেন। বললেন :

'ভাই ইয়াদ, অনেক অপেক্ষার পর আমার একটি সন্তান জন্ম নিয়েছিল। তাকে আমার কলিজার টুকরো বললেও ভুল হবে, বলতে গেলে সে ছিল আমার প্রাণ। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস ছেলেটি আমার অসুস্থ হয়ে মারা যায়। সেদিন থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছি। এখন আমি সবাইকে বিয়ে করতে নিষেধ করি, এমনকি সন্তান না নেওয়ারই পরামর্শ দিই!'

প্রিয় ভাইয়েরা, বিয়ে ও সন্তান জন্মদানের মধ্যে অন্তর্নিহিত মহান আল্লাহর নিগূঢ় প্রজ্ঞার প্রতি আমরা এভাবেই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ি। আর এখান থেকেই তৈরি হয় সন্তানদের সাথে একপ্রকার অসুস্থ সম্পর্ক। আমার বন্ধু মনোবিজ্ঞানী ড. আবদুর রহমান যাকির বলেন, 'এই শ্রেণির মানুষ সাধারণত আল্লাহর ঘনিষ্ঠতা থেকে বঞ্চিত থাকেন। এমনকি তারা নিজেদের সাথেও স্বাচ্ছন্দ্যময় সময় কাটাতে পারেন না, তারা বাহ্যিক আবেগকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। বিষয়টি আজ একপ্রকার অসুস্থতায় রূপ নিয়েছে।'

একদিকে সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত আবেগ দেখানো যেভাবে কাম্য নয়, সেসাথে তাদের হাসিকান্না ও আহ্লাদে একেবারে প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে পড়াটাও অনুচিত। বরং সন্তানকে যখন হেসেখেলে কথা বলতে দেখবেন তখন আপনার উচিত, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। তবে তাদের প্রতি ভালোবাসা যেন শিরকে আসগরের পর্যায়ে গিয়ে উপনীত না হয়, কিংবা আপনাকে দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় প্রদানে উদ্‌বুদ্ধ না করে।

সন্তান কোনোকিছুর আবদার জানাল, আর তারা আল্লাহর অবাধ্যতা হবে জেনেও আপনি তাদের সব আবদার পূরণ করলেন। যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর অর্থ আবার এটাও নয় যে, তাদের প্রতি আবেগও প্রকাশ করা যাবে না। শিশুদের নিয়ে নবিজি ﷺ-এর উচ্ছ্বাস দেখুন। হাদীসে এসেছে : আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ رحمه الله থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার পিতা বুরাইদাহ কে বলতে শুনেছি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ হাসান ও হুসাইন رضي الله عنهما লাল বর্ণের দুটি জামা পরিহিত অবস্থায় আছাড় খেতে খেতে হেঁটে আসছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মিম্বার থেকে নেমে এসে তাদের দুজনকে তুলে এনে নিজের সামনে বসালেন। তারপর বললেন,

صَدَقَ اللهُ : (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) فَنَظَرْتُ إِلَى هٰذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيْثِيْ وَرَفَعْتُهُمَا

"মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন, "তোমাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ।"[৩৬] আমি তাকিয়ে দেখলাম এই শিশু দুটি আছাড় খেতে খেতে হেঁটে আসছে। তাই আমি আর নিজেকে সামলাতে পারিনি, এমনকি বক্তব্য বন্ধ করে তাদেরকে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছি।"[৩৭]

কতটা উচ্ছ্বসিত আবেগ নিয়ে রাসূল এই কাজটি করলেন। অপর এক হাদীসে এসেছে: নবিজি ﷺ দিনের এক অংশে বের হয়ে বললেন, এখানে খোকা (হাসান رضي الله عنه) আছে কি? এখানে খোকা আছে কি? ফাতিমা رضي الله عنها তাকে তৈরি করে পাঠালে তিনি দৌড়িয়ে এসে নবিজিকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। তখন তিনি বললেন,

اَللّٰهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ

"হে আল্লাহ, তুমি তাকে ভালোবাসো এবং তাকে যে ভালোবাসবে তাকেও ভালোবাসো।"[৩৮]

এভাবে বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। অন্য হাদীসে এসেছে, নবিজি ﷺ তাঁর উভয় নাতিকে কাঁধে নিয়ে উপরিউক্ত দুআটি পড়তেন।

এমনিভাবে নিজ সন্তান ইব্রাহীম رضي الله عنه-এর নিকট গিয়ে নবিজি ﷺ চুমু খেয়েছেন, গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। যখন ইবরাহীম শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিল তখন নবিজি ﷺ-এর চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছিল। এই দৃশ্য দেখে আবদুর রহমান ইবনু আওফ رضي الله عنه বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনিও? নবিজি উত্তর

[৩৬] সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৫।

[৩৭] তিরমিযি, ৩৭৭৪।

[৩৮] বুখারি, ২১২২; মুসলিম, ২৪২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিয়েছিলেন, "হে ইবনু আওফ, এটি তো রহমত। এরপর নবি ﷺ অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেছিলেন,

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُوْلُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ

"চোখ অশ্রু ঝরাচ্ছে আর হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে। তবে আমরা মুখে কেবল তা-ই বলব যা আমাদের রব পছন্দ করেন। হে ইব্রাহীম, তোমার বিচ্ছেদে আমরা গভীরভাবে শোকাহত, বিপর্যস্ত।"[৩৯]

এসব হাদীস ছোটোদের প্রতি নবি ﷺ-এর অগাধ ভালোবাসা ও আদরের কথা জানান দেয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা যখন একে একে তার প্রত্যেক সন্তানকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাসূল ﷺ কি কোনো রকম হাহুতাশ দেখিয়েছিলেন? আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য করেছিলেন? না। সন্তানদের তিনি ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু সেসাথে আল্লাহর সিদ্ধান্তের সামনে ছিলেন পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী।

যে ভাইটি আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্যে বলব, হ্যাঁ হতে পারে আপনি খুব মূল্যবান কিছু হারিয়ে ফেলেছেন; কিন্তু এর বিনিময় আল্লাহর নিকট তালাশ করুন। আপনাকে আমি রূঢ় হয়ে থাকতে বলছি না, বরং বলছি তাদের ভালোবাসুন। কিন্তু আপনার এই ভালোবাসা যেন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার চেয়ে বেড়ে না যায়। এমনকি যদি আল্লাহ আপনার সন্তানকে তুলে নিতে চায় আপনি স্পষ্ট ভাষায় বলুন, 'আল্লাহ, সবই আপনার ইচ্ছা, আমার কিছু বলার নেই। আমার সবকিছুই আপনার।'

আগের সব কথার সারকথা হলো, সন্তানদের ভালোবাসুন অসুবিধা নেই। রাসূল ﷺ যতটা উচ্ছ্বসিত হয়ে আদর করেছেন আপনিও করুন। কিন্তু তার ওপর যখন বিপদ নেমে আসবে তখন নিজেই নিজেকে শান্ত রাখবেন। তখন মনকে এভাবে প্রবোধ দেবেন যে, আল্লাহকে আপনি সন্তানদের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। সন্তান আপনার পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ আল্লাহর দরবারে ফিরে গিয়েছে। সে আপনার জন্য দয়া ও রহমতের কারণ হবে। নিজেকে হতাশা ও যন্ত্রণায় ডুবিয়ে মারবেন না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরে প্রশ্ন উঠাতে যাবেন না।

---

[৩৯] বুখারি, ১৩০৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যে মূল্যবোধগুলো সন্তানের হৃদয়ে গেঁথে দেবো

কিছু মূল্যবোধ তাদের হৃদয়ে আমাদের গেঁথে দেওয়া প্রয়োজন। এতে করে সন্তান যদি কখনো বিপদে আক্রান্ত হয়, সে ধৈর্য ধরতে সক্ষম হবে।

আমি মনে করি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধটি হলো,

১. আল্লাহর প্রতি সম্মান। সেই সাথে তাঁর পথে নিজেকে উৎসর্গিত করার প্রস্তুতি। কিন্তু সন্তান কি এই কথাগুলো বুঝবে? হ্যাঁ অবশ্যই বুঝবে। এই বিষয়টি বুঝাতে আমি সন্তানদের একটি ঘটনা খুব বেশি বর্ণনা করি।

একলোক তার পুরো জীবনে কোনো ভালো কাজ করেনি। কোনো প্রকার সাওয়াবের কাজ তার দ্বারা হয়নি। একসময় তার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলে সে সব সন্তানকে একত্র করে বলল, 'আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম?' তারা বলল, 'খুবই উত্তম পিতা।' হতে পারে সন্তানদের তিনি খুবই আদর করতেন, তবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল না। তো বাবা তার সন্তানদের অসিয়ত করে গেলেন, 'মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে পুড়িয়ে ফেলবে। তারপর আমার ছাই অর্ধেক বাতাসে উড়িয়ে দেবে আর অর্ধেক পানিতে নিক্ষেপ করবে। কারণ আল্লাহর কসম! আমাকে যদি তিনি আবার একত্র করেন, তা হলে এমন আযাব দেবেন, যা পৃথিবীর অন্য কাউকে কখনো দেননি।'

তার পর লোকটি যখন মৃত্যুবরণ করল সন্তানেরা তার অসিয়ত বাস্তবায়ন করল। তার ছাই কিছু উড়িয়ে দিলো আর কিছু পানিতে ফেলে দিলো। কিন্তু এসব তো আল্লাহর সামনে কোনো উপকারেই আসবে না। আল্লাহ তাআলা সব ছাই একত্র করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার বান্দা, এমনটি কেন করতে গেলে?' লোকটি জবাব দিলো, 'আমার রব, আমি আপনাকে ভয় করি, নিজের অপরাধে শঙ্কিত হয়েই এমনটি করেছি।'

আপনিই বলুন, লোকটির ভেতর আল্লাহর প্রতি সম্মান ছিল কি না? হ্যাঁ হতে পারে সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছে, অবাধ্যতায় জীবন কাটিয়েছে কিন্তু সম্মানবোধ থেকেই তো বলেছে, ইয়া রব! আপনাকে ভয় করি, নিজের অপরাধে আমি শঙ্কিত ছিলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবিজি ﷺ বলেন, আল্লাহ লোকটিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।[৪০]

এই ধরনের ঘটনাগুলো শুনিয়ে আমি সন্তানদের বলি, 'দেখ বৎস, এভাবে যদি তুমি আল্লাহর সম্মান নিয়ে আখিরাতে যেতে পারো, ওয়াল্লাহ! তোমার কল্যাণের আশা রাখা যায়।'

যদি এভাবে সে আল্লাহকে সম্মান করতে পারে তা হলে আল্লাহর পথে নিজেকে উৎসর্গিত করতে তার বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ হবে না। হাশাশী, ইসমাঈলী, কাদিয়ানিসহ তাদেরকে বিভিন্ন ভ্রান্ত দলের উদাহরণ দিন। এ সমস্ত লোকেরা ভ্রান্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জীবন বাজি রাখতে পারলে মহান আল্লাহর জন্য আমরা কেন পারব না?!

আপনি যদি চান সন্তান আপনার নিকট হতে আল্লাহর প্রকৃত সম্মান শিখুক, তা হলে আপনার উচিত হবে আল্লাহ ও আল্লাহ-সম্পর্কিত সবকিছুকেই সম্মান করা। আল্লাহকে তো করবেনই সেই সাথে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর শারীআতসহ দ্বীনসংক্রান্ত সবকিছু এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আপনি যদি এই বৃত্তের বাইরে অন্য কিছুকে মর্যাদা দেন তা হলে আপনি আপনার সন্তানের হৃদয়ে অনিষ্টের বীজ বপন করলেন। একসময় আপনার এই কাজ, আল্লাহর প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধাবোধেরও ঘাটতি তৈরি করবে।

সন্তানকে বলুন, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহকে সম্মান করো। আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে সম্মান করো। আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সবকিছুকে সম্মান করো। আর এ ব্যতীত অন্য যা কিছু আছে, সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করো। আর জেনে রেখো, আল্লাহকে সম্মান জানানো ছাড়া কেউ খাঁটি মুসলমান হতে পারে না।'

তাদের হৃদয়ে আল্লাহর পবিত্র বিধানগুলোর ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করুন। যেন তারা মন্দ কাজকে ঘৃণা ও প্রতিহত করতে শেখে। ফলে তাদের জীবন পরিচালিত হবে এক মহান উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। তাকে ঘিরেই তারা বাঁচবে। ব্যক্তিগত সমস্যা তখন তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে ধরা দেবে। আমার কন্যা সারাহর দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধ খুব বেশি ছিল। স্কুলে ভুল কিছু শুনলেই সে আমাকে এসে অভিযোগ জানাতো। 'বাবা, আজ ম্যাডাম একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, এটি কি জাল হাদীস?'

[৪০] বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ৬৪৮১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

☼ 'হ্যাঁ মা, জাল হাদীস।'

❋ 'বাবা, তা হলে স্কুলে চিঠি পাঠিয়ে বোলো, আজ টিচার যে হাদীসটি শুনিয়েছেন সেটি ভুল ছিল।'

অনেক সময় সে স্কুল থেকে এসে জানাতো, 'বাবা, আমি আর পারছি না। ছাত্র-শিক্ষক সবাই আমার বিরুদ্ধে। আমি নাকি সব কিছুতেই ভুল ধরি। আসো আমাকে সাহায্য করো।'

তো সন্তানকে এভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ শিক্ষা দিন। ফলে লাভ যা হবে তা হলো, সে একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাঁচতে শিখবে। কখনো ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা যদি দেখা দেয়, সে এগুলোকে খুব একটা বড়ো করে দেখবে না। বিপরীতে তাকে যদি আত্মকেন্দ্রিকতার ওপর গড়ে তুলেন, সে তখন নিজের কথাই শুধু ভাববে। এমনকি জুতোর ফিতা ছিড়ে গেলেও তাকে আতঙ্কিত ও উত্তেজিত দেখতে পাবেন, হতে পারে এরচেয়েও তুচ্ছ কিছু তার অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দেবে। কারণ তার এছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যই নেই।

আমার মনে পড়ে, সারাহ, তার ভাইবোন এবং আমি সকলে মিলে বিভিন্ন কবিতা ও সংগীত আবৃতি করতাম। যাতে তাদের ভেতর একটি মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাঁচার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারি। আপনারাও এমন কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন।

দ্বিতীয় যে মূল্যবোধটি আমরা তাদের ভেতর তৈরি করব, সেটি হলো,

২. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা। আমরা আমাদের সন্তানদের প্রায় সময় যে বলি, 'আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামে দেবে' প্রচলিত এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ শিশুদের কখনো জাহান্নামে ফেলবেন না, বরং তিনি শিশুদের ভালোবাসেন।

শেষ যে শিক্ষা তাদের দেবেন সেটি হলো,

৩. দুনিয়া প্রতিদান প্রাপ্তির জায়গা নয়, এটি বরং পরীক্ষার স্থান। এই ক্ষেত্রে আমরা একটি মারাত্মক ভুল করি। সন্তানদের সালাতে উদ্‌বুদ্ধ করতে গিয়ে বলি, 'যাও বাবা, সালাত আদায় করে এসো। সালাত পড়লে তুমি পরীক্ষায় ভালো করবে।' এভাবে বলে আমরা মূলত তাদের প্রতিদানের আশা দুনিয়ামুখী করে দিই। সে সালাত পড়ার পরও যখন দেখে যে, তার অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি, তখন খুব সম্ভবত সে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আগের অবস্থাতেই ফিরে যাবে।

না, এভাবে নয়। এই পদ্ধতি বড়ো ভয়ানক। আমাদের বলতে হবে, 'বাবা, সালাত পড়ো, তা হলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন।'

☼ 'কীভাবে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন?'

❋ 'যদি তুমি বিপদগ্রস্ত হও, আল্লাহ তোমাকে ধৈর্যশীল বানাবেন। আর যদি তুমি সুখী হও, আল্লাহ তোমাকে কৃতজ্ঞ হওয়ার তাওফীক দেবেন। এভাবে সুখে-দুঃখে তিনি তোমাকে প্রশান্ত রাখবেন, আর আখিরাতে প্রতিদানস্বরূপ জান্নাত তো আছেই।'

এই বিষয়টি আপনি তাদের গল্প শুনিয়ে শেখাতে পারেন। প্রিয় ভাইয়েরা, সন্তানদের শিক্ষণীয় গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়ানো অত্যন্ত জরুরি ও ফলাফল সমৃদ্ধ একটি কাজ। যাক, বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে তাদের মস্তিষ্কে এই বিষয়টি স্থাপন করুন যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়, বরং পরীক্ষার জায়গা। তাকে বলুন, দুনিয়ায় শতভাগ যে প্রতিদানটি তুমি পাবে সেটি হলো, আত্মিক প্রশান্তি।

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝٣٠

"নিশ্চয় যারা বলে, ' আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা', তারপর এই কথার ওপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না। আর সুসংবাদ গ্রহণ করো সেই জান্নাতের, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে।"[৪১]

এই মূল্যবোধগুলো কীভাবে তাদের হৃদয়ে বসাবো?

১. প্র্যাকটিক্যাল বা প্রায়োগিক শিক্ষার মাধ্যমে : আমার বিভিন্ন বিপদ ও সমস্যার কথা শুনে যখন সারাহ আমার কাছে আসত, সে দেখতে পেত বাবা তার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতে স্বাভাবিকভাবে হেসেখেলে তার সাথে কথা বলছে। এভাবে সন্তান যখন আপনার নিকট কয়েক দফা এমন আচরণ দেখতে পাবে সে নিজ থেকেই বলবে, আমার বাবা আল্লাহর পথে কত কষ্ট স্বীকার করছেন; কিন্তু তিনি কতটা

[৪১] সূরা ফুস্সিলাত, ৪১ : ৩০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্বাভাবিক, আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর কেমন সন্তুষ্ট। আর এভাবেই সন্তান আপনার কাজ দেখে প্রতিটি পরিস্থিতিতে ইতিবাচক থাকার শিক্ষা পাবে।[৪২]

২. গল্প বলার মাধ্যমে : বিশেষ করে ঘুমানোর আগে গল্প বলার উপকারিতা অনেক বেশি। আপনাদের এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ রইল।

গল্প কীভাবে তৈরি করবেন?

আমি সাধারণত বিশ-ত্রিশটি গল্প তৈরি করে রেখেছিলাম। গল্পের মাধ্যমে কিছু শিক্ষা সন্তানের মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য আপনার অবশ্যই থাকতে হবে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে সবচেয়ে সফল একটি ফর্মুলা আপনাদের বলি। সেটি হলো, গল্প শুরু করবেন একটি বাস্তবিক ঘটনা দিয়ে। সন্তানকে বলুন, আমি তোমাদের আজ একটি বাস্তব ঘটনা শোনাতে যাচ্ছি। এরপর বাড়তি কিছু যোগ করে গল্পটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবেন। এই বাড়তি অংশটিতে কোনো শিক্ষা থাকবে না তবে তাদেরকে গল্পের দিকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য থাকবে। তারপর তাদের বুঝতে না দিয়ে ধীরে ধীরে যে শিক্ষা আপনি দিতে চান সেটি তাদের ভেতরে এমনভাবে প্রবেশ করাবেন যেন তারা যখন কোনো আয়াত বা হাদীস পড়বে নিজ থেকেই গল্পের সাথে এটিকে মিলিয়ে নেবে। একসময় সে নিজ থেকেই বলে উঠবে, 'বাবা দেখ, ঠিক এই বিষয়টিই অমুকের সাথে ঘটেছিল।'

আমার অধিকাংশ গল্প ছিল, একদিকে বস্তুবাদী জীবনের প্রাণহীনতা ও অশান্তি, অপরদিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের সুখ ও তৃপ্তি সম্পর্কে। গল্পের মাধ্যমে সমাজে যে ভুল ও কুফরি মূল্যবোধ প্রচলিত আছে সেগুলোও খণ্ডন করুন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, অসাম্প্রদায়িকতা। বিভিন্ন কৌশলে শিশুমনে তৈরি করা হচ্ছে, 'সব ধর্মের সহাবস্থান' বা 'প্রত্যেকটিই সঠিক' ইত্যাদি কুফরি মানসিকতা।

এমনই একটি গল্প হলো :

সিরিয়ার একটি পরিবার অভিবাসী হয়ে সুইডেনে স্থানান্তরিত হলো। সেখানে স্থানীয় এক ধনকুবের তাদের সন্তানকে নিজের সন্তান দাবি করে ছিনিয়ে নিল। বাবা বহু

---

[৪২] নির্ভেজাল একত্ববাদ ও সঠিক ইসলামের দাওয়াত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দিয়ে যাওয়ার কারণে ড. ইয়াদ কুনাইবি বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হন। কিন্তু সব বিপদে তিনি ছিলেন পাহাড়সম দৃঢ় এবং সন্তানদেরও তিনি মর্যাদা ও দৃঢ়তার যথাযথ শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে সময় একটি ছবি নেট দুনিয়ায় বেশ নাড়া দিয়েছিল। কারাগারের সামনে সারাহ একটি প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেখানে লেখা: 'বাবা, এই মোবারক পথ থেকে পিছু হটবেন না। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলুন আর বলতে থাকুন : 'আমার উম্মাহ আমার সন্তানদের চেয়েও অধিক গুরুত্বের।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেন-দরবার করেও সন্তানকে ফিরে পেলেন না। লম্বা ঘটনা, আমি ছোটো করে বলছি। তো এক খ্রিষ্টান ব্যক্তি সন্তান ফিরে পেতে তাকে বেশ সাহায্য করল, অবশেষে সন্তানকে সে ফিরে পেতে সক্ষম হলো। এবার বাবা তার সাহায্যকারীকে এই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ ইসলামে দাওয়াত দিলেন। একপ্রকার লেগেই রইলেন তার সাথে। একসময় গিয়ে খ্রিষ্টান লোকটিও ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

তো দেখুন, সিরিয়ান বাবা ধন্যবাদস্বরূপ বলতে পারতেন, 'তুমি খ্রিষ্টান হলেও তুমি আর আমি এক। সব ধর্ম সমান। আমাদের ধর্ম আমাদের মাঝে দেওয়াল হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।' এভাবে মুখরোচক কথা বলে সন্তুষ্ট করতে পারতেন। কিন্তু লোকটি তার উপকারকারীকে উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন। তো এই গল্পের গভীর প্রভাব সন্তানদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।

এভাবে আরেকটি ঘটনা আপনাদের কাছে শেয়ার করি, ফুসফুসে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ায় আমার কন্যা সারাহর প্রায় সময় ছোটোখাটো অপারেশন লেগেই থাকত। বেচারি খুব চঞ্চল ছিল বিধায় এই অপারেশনগুলো তার জন্য ছিল বেশ বিরক্তিকর। খেলা ছেড়ে দিয়ে, মাথার চুল কামিয়ে হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা। আগেই বলে রাখি, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর আপত্তি তোলা কিংবা তাতে অসন্তুষ্টি আমার মেয়ে কখনো প্রকাশ করেনি। মূলত আল্লাহর ওপর আপত্তি তোলার এই চিন্তাটাই তার মস্তিষ্কে ব্লক করা ছিল, ওয়াল-হামদুলিল্লাহ! তো একদিন সে জেদ ধরে বলল, 'না বাবা, আমি আর অপারেশনে যাব না। এসব আমার ভালো লাগে না। কাঁদোকাঁদো সুর। আমি বললাম, 'দেখ মা, আমি তোমাকে 'সহীহ বুখারি' থেকে একটি গল্প শোনাই। একবার নবিজি ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তাকে বললেন, "চিন্তা করো না, ইন শা আল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে।" কিন্তু লোকটি বলল, 'আপনি বলছেন সুস্থ হয়ে যাব? কক্ষনো না। জ্বর তীব্রতর হচ্ছে, আমাকে কবর দেখিয়ে ছাড়বে।' তখন নবিজি কী জবাব দিয়েছিল জানো? বললেন , "তবে তা-ই হোক।"[৪৩]

হতে পারত নবি ﷺ-এর দুআয় লোকটি আরোগ্য লাভ করত। কিন্তু যখন এতসব কথা সে বলা শুরু করল তখন বললেন, 'আচ্ছা, তবে তা-ই হোক।' বর্ণনাকারী বলেন, 'লোকটি সে রাতেই মারা যায়!'

[৪৩] বুখারি, ৩৬১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই ঘটনা উল্লেখ করে আমি সারাহকে বললাম, 'মা, দেখ, লোকটি যদি এই সামান্য সময় ধৈর্য ধরত তা হলে কত বড়ো প্রতিদান সে পেত।' দেখলাম সে আমার এই কথায় একেবারে চুপ হয়ে গেল। যেন কথাগুলো তার অন্তরে যথাযথ স্থানে গিয়ে বসেছে। পরবর্তী সময়ে শুনি, ঘটনাটি সে তার ভাইবোনদেরও বেশ আগ্রহের সাথে শুনিয়েছে।

প্রিয় ভাইয়েরা, আসলে ঘটনা বর্ণনা করা এবং গল্প শোনানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। এমনকি মহান আল্লাহ পূর্ববর্তীদের ঘটনা শুনিয়ে নবি ﷺ-কে সান্ত্বনা দিতেন,

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

"আর আমি রাসূলদের ঘটনাগুলো আপনার কাছে বর্ণনা করছি, যার মাধ্যমে আমি আপনার হৃদয়কে মজবুত করে থাকি।"[৪৪]

নবিদের ওপর যদি ঘটনার প্রভাব পড়ে তা হলে ভাবুন সন্তানদের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে!

৩. কুরআনের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করে তোলার মাধ্যমে : প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিবারের সকলে মিলে সমস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করুন। সন্তানদের কুরআনি জিজ্ঞাসার উত্তর দিন।

৪. তাদের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে : এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। সবচেয়ে ফলপ্রসূ পদ্ধতি হলো, তাদের সাথে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা। খেলাধুলার এই সময়টাকে বৃথা মনে করবেন না, বরং আল্লাহর কাছে এর বিনিময় পাওয়ার আশা রাখুন। আমি অবশ্য সরল খেলাধুলাগুলোই করতাম। বিশেষ করে এই সময়ে মোবাইলে ডুবে থাকার প্রবণতা খুব বেশি। এসব না করে সন্তানদের সময় দিন।

এছাড়া সম্পর্ক দৃঢ় করার আরেকটি পদ্ধতি হলো, নিজ দায়িত্বে সন্তানদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া। এর অনেকগুলো লাভের মধ্যে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো, তাদের স্কুলজনিত কোনো সমস্যার ত্বরিত সমাধান করা সম্ভব হয়। তাই প্রত্যেক বাবা-মায়ের প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে যদ্দুর সম্ভব সন্তানদের স্কুলে আনা-নেওয়ার কাজ নিজে আঞ্জাম দেওয়ার চেষ্টা করুন।

---

[৪৪] সূরা হূদ, ১১ : ১২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইন শা আল্লাহ, এই মাধ্যমগুলো সঠিক প্রয়োগে উপরিউক্ত মূল্যবোধগুলো যদি তাদের হৃদয়ে পাকাপোক্ত হয়ে যায় তা হলে শত বিপদেও তারা বিন্দু পরিমাণ টলবে না; বরং প্রশান্তচিত্তে সমস্ত আপদবিপদ ও রোগবালাইয়ের মোকাবিলা করবে।

সন্তানের কষ্টে নিজেকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব?

সন্তানকে বিপদগ্রস্ত কিংবা মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালের বেডে দেখতে পেয়ে প্রত্যেক বাবা-মায়েরই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সমস্যা মোকাবিলায় সাধারণভাবে আমি পাঠককে আমার লিখিত حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ বইটি পড়ার পরামর্শ দেবো। বাকি কিছু উপায় এখানে উল্লেখ করছি—

এমন অবস্থায় প্রথম কর্তব্য হলো,

১. অন্তরকে আখিরাতমুখী করা। অর্থাৎ নিজেকে বুঝতে দেওয়া যে, আমার সমস্ত মনোযোগ আখিরাতকে ঘিরে। লক্ষ করলে দেখবেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সমস্ত শিক্ষা আখিরাতকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছেন।

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ

“আর আখিরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন।”[৪৫]

হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবিজি ﷺ বলেছেন,

مَا تَعُدُّوْنَ الرَّقُوْبَ فِيْكُمْ

“তোমরা তোমাদের মধ্যে কাকে নিঃসন্তান মনে করো?”

সাহাবিগণ বললেন, ‘যার কোনো সন্তান নেই সেই নিঃসন্তান।’

তিনি জবাব দিলেন,

لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوْبِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا

[৪৫] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"না, সে নিঃসন্তান নয়; বরং নিঃসন্তান হলো সেই ব্যক্তি যে তার কোনো সন্তানকে আগে পাঠায়নি। (অর্থাৎ যার জীবদ্দশায় কোনো সন্তান মারা যায়নি।)[৪৬]

দেখুন, সচরাচর আমরা যা দেখতে পাই তা হলো, পিতার জীবদ্দশায় সন্তান মৃত্যুবরণ করে না; বরং পিতার পরেই সন্তান ইহলোক ত্যাগ করে। কিন্তু নবিজি ﷺ যেন উলটো এটি বুঝাতে চাইলেন যে, পিতার জীবদ্দশায় সন্তান মৃত্যুবরণ করবে এটাই হলো স্বাভাবিক বিষয়। অর্থাৎ আল্লাহ আপনার সন্তানদের মাধ্যমে আপনাকে পরীক্ষা করবেন। আর এমনটা হওয়া অসম্ভব কিছু না। এভাবে নিজের চিন্তার জগৎকে আখিরাতমুখী করতে হবে, ইসলামের শিক্ষায় নিজেকে রাঙাতে হবে।

বছর দুয়েক আগের কথা, রমাদানে আমি তারাবীর সালাত পড়ছিলাম। লক্ষ করলাম, যতটা একাগ্র হওয়া প্রয়োজন সেভাবে পারছি না। পেট স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশিই ভরা, আর অন্তরে এসে ভর করেছে রাজ্যের যত চিন্তা। আমি ভাবলাম, ইন শা আল্লাহ শেষ দশদিনে সব পুষিয়ে নেব। কিন্তু এই সময়টিতে এসেও সেই আগের অবস্থা। এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ঠিক করলাম যে, না। এভাবে আর নয়, ইন শা আল্লাহ সাতাশের রাতে আর ঢিল দেওয়া চলবে না। কিন্তু যেভাবে আশা করেছিলাম হয়নি। পরদিন সকাল থেকেই আমি চিন্তিত ছিলাম যে, এত এত ত্রুটির জন্য আল্লাহ যেন আমাকে পাকড়াও করে না বসেন। কিছুক্ষণ পর সারাহ এসে জানাল, 'বাবা, আমার পা আর চলছে না।' পরবর্তী সময়গুলো বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও একাধিক ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়িতে কেটে গেল। একসময় গিয়ে আবিষ্কার করলাম আমার মেয়ের ক্যান্সার হয়েছে। তখন আমি শুধু এই হাদীসই মনে মনে জপছিলাম,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ، لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللهُ فِيْ جَسَدِهِ، أَوْ فِيْ مَالِهِ، أَوْ فِيْ وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذٰلِكَ حَتّٰى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالٰى

"কোনো বান্দার জন্য যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো মর্যাদার আসন নির্ধারিত হয়, কিন্তু সে তার আমলের মাধ্যমে সে পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে তার শরীর, সম্পদ অথবা সন্তানের মাধ্যমে বিপদাপদে লিপ্ত করেন। আবার তাকে সেই বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করারও

[৪৬] মুসলিম, ২৬০৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শক্তি দান করেন। ফলে সে উক্ত মর্যাদাটি লাভ করতে সক্ষম হয়, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।"[৪৭]

আলহামদুলিল্লাহ, ধীরে ধীরে অন্তর প্রশান্ত হলো। একসময় অনুভব করলাম আল্লাহ মূলত এর মাধ্যমে আমার কল্যাণই চান। কীভাবে? কারণ তিনি আমাকে পরীক্ষাও করেছেন আবার সেই সাথে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীকও দিয়েছেন। প্রিয় ভাইয়েরা, আখিরাতের চিন্তা ও চেতনা এভাবেই অনেক যন্ত্রণাকে লাঘব করে দেয়।

২. নবিজি ﷺ-এর কথা ভেবে সান্তনা : সারাহর ক্যান্সার ধরা পড়ার কয়েকমাস পরেই এক ভাইয়ের কন্যারও ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। সারাহর শেষ সময়টিতে সে ভাইটি আমার কাছে সারাহর অবস্থা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, 'অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। আশঙ্কাজনক।' তিনি আমাকে বললেন, 'এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাঁর নবিকে যে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন আপনাকেও সে পরীক্ষায় ফেলছেন।'

কত সহজ একটি কথা। এই কথাটি আমার অনেক সান্তনার কারণ হয়েছিল। আমরা প্রত্যেকেই জানি, নবিজি ﷺ তাঁর ছয় ছেলেমেয়ে দ্বারা পরিক্ষিত হয়েছিলেন।[৪৮] সে সময় গিয়ে এই আয়াতটি আমি নতুন করে পড়লাম।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আর্দশ।"[৪৯]

আমার ভেতরে এই উপলব্ধি জাগ্রত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো সেসব মানুষেরও আদর্শ যারা তাদের সন্তানসন্ততি দ্বারা পরিক্ষিত হচ্ছেন।

৩. নতুন অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এবং বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেওয়া। সেই সাথে আল্লাহর ওপর আপত্তি তোলা থেকে সতর্কভাবে বেঁচে থাকা। এর অর্থ এই নয় যে, আপনি দুর্বল হয়ে আশা ছেড়ে দেবেন। বরং এই কথার উদ্দেশ্য হলো, থমকে না গিয়ে নতুন এই অবস্থার বাস্তবতাকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা। অনেক মানুষই আছেন যারা মেনে নিতে পারেন না, নতুন বাস্তবতাকে

[৪৭] আবূ দাউদ, ৩০৯০।

[৪৮] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাত সন্তানের মধ্যে ফাতিমা i ছাড়া বাকি সবাইকে তাঁর নিজের জীবদ্দশাতেই হারিয়েছিলেন।

[৪৯] সূরা আহযাব, ৩৩ : ২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ্রহণ করতে চান না। এই মানুষগুলো নিজে তো যন্ত্রণায় থাকেন, সন্তানের যন্ত্রণাও বাড়িয়ে দেন।

একটু ব্যাখ্যা করে বলি। আমি চাই আমার সন্তান গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে শিক্ষিত হয়ে বের হোক, ডাক্তার হোক, দাঈ হোক কিংবা আমি আমার কন্যাকে বিয়ের পিড়িতে দেখতে চাই। এতসব চাওয়ার সাথে আপনার কিন্তু এই কথাও বলতে জানতে হবে যে, আল্লাহ যা চান তা-ই হবে। প্রিয় ভাইয়েরা, এই কথা বলতে যাবেন না, 'ইশ! আজকে যদি সে রোগাক্রান্ত না হতো, যদি এমনটা না হতো।' এই চিন্তা মনমস্তিষ্কে আসতেই দেওয়া যাবে না। ছোট্ট এই বাক্যটির মধ্যে লুকিয়ে আছে শয়তানের অনেক বড়ো ফাঁদ।

অর্থাৎ বিকল্প কিছু ভাববেন না। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা-ই। এর বাইরের সাধ্য কারও নেই।

مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ

"তোমার সাথে যা ঘটেছে তা ভুলেও এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। পক্ষান্তরে, যা এড়িয়ে গেছে তা তোমার সাথে কখনো ঘটবার ছিল না।"[৫০]

ধৈর্য ধরতে গিয়ে যে বিষয়টি আমার সবচেয়ে বেশি উপকারে এসেছে তা হলো,

৪. আরও কঠিন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা। যত কঠিন ও ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে তার জন্য আগ থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকুন। হতে পারে প্রথম দিকে ভয় করবে, অসহায় হয়ে পড়বেন কিন্তু আল্লাহকে আঁকড়ে ধরুন। তাঁর আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দিন। বলুন, 'হে আল্লাহ, এটা অনেক বেশি। আমার জন্য কঠিন হয়ে যায়।'

এরপর যখন আল্লাহ আপনাকে অতটা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি করবেন না তখন দেখবেন আপনাতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আপনি বলে উঠছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

সর্বশেষ একটি কথা বলি, আমি মনে করি, আমার মেয়ে আমার ভেতর এখনো জীবিত। কল্পনার জগতের কথা বলছি না। তাকে জীবিত বলার কারণ আল্লাহ তাকে অত্যন্ত সুন্দর একটি মৃত্যু দান করেছেন। এই কারণে আমি বলি সারাহর মৃত্যু হয়নি,

---

[৫০] মৃত্যুশয্যায় এই কথাটি উবাদাহ ইবনুস সামিত رضي الله عنه তার সন্তান আবদুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। দেখুন—আবূ নুআইম, হিলয়াতুল আউলিয়া, ৫/২৮১; আবূ দাউদ, ৪৬৯৯; ইবনু মাজাহ, ৭৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সে মূলত সফর করেছে। এই বিচ্ছেদের পর আমি আশা রাখি আমাদের আবার দেখা হবে। কিছু কাজ আমার এখনো বাকি রয়ে গেছে, এসব সম্পাদিত করে তার সাথে মিলিত হব, ইন শা আল্লাহ। এই প্রশান্তির অনুভূতি আপনার ভেতর তখন তৈরি হবে যখন আপনার প্রিয় মানুষটি নিরাপদে আছে বলে আপনি নিশ্চিত হবেন।

ঠিক একই অনুভূতি আমার তখন হয়েছিল যখন আমার সম্মানিত বাবা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমি বেশ দৃঢ় ও প্রশান্ত ছিলাম। কিন্তু আমার পাশে বসে থাকা বন্ধু কাঁদতে আরম্ভ করল!

☼ 'তোমার আবার কী হলো আবদুল মাজীদ!'

❋ 'আমার বাবা-মা সালাত আদায় করেন না। হায়! তারা যদি সেই অবস্থায়ই মৃত্যবরণ করেন!'

এই বলে সে আবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

এ যেন এক তিক্ত অনুভূতি। প্রিয়জন ইহলোক ত্যাগ করবে পথভ্রষ্ট হয়ে মানা যায়?! এর চেয়েও কষ্টের অনুভূতি হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর, যখন চোখের সামনে চাচা আবূ তালিবকে কালিমা না পড়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছিলেন। অতএব প্রিয় ভাইয়েরা, এ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি হলো, আপনার প্রিয়জন যেন আল্লাহর আনুগত্যের ওপর মৃত্যুবরণ করতে পারে সে বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখবেন। এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-মেহনত করবেন, হৃদয় দিয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। প্রিয়জনের যখন সুন্দর সমাপ্তি হয় তখন ভাবনাটা অনেক সহজ হয়ে যায়। আমার প্রিয়জন অমুক স্থানে চলে গিয়েছে, দাঁড়াও হাতের কাজ শেষ করে আমিও আসছি। তখন চিন্তা-ভাবনা-পেরেশানি অনেকটা লাঘব হয়, নিজেকে সান্তনা দেওয়া যায়।

সন্তান প্রতিপালন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধা!

অপ্রাসঙ্গিকভাবে মাঝখানে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করতে হলো। সন্তানকে সঠিক দীক্ষা দেওয়া কিংবা অসুস্থ সন্তানের পেছনে সময় ব্যয় করাকে অনেকেই আমরা নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে বাধা মনে করি। একটি কথা আপনাদের কাছ থেকে লুকোবো না, আমি رِحْلَةُ الْيَقِيْنِ নামক সংশয় নিরসনমূলক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একটি সিরিজ শুরু করার সতেরো দিন পর সারাহর রোগ দেখা দিতে শুরু করে। বলতে বাধা নেই, এই সিরিজটিকে আমি আমার একজন সন্তান বলেই গণ্য করি। আলহামদুলিল্লাহ, অনেকেই এই সিরিজের মাধ্যমে হিদায়াতের আলোকিত পথ খুঁজে পেয়েছেন, ছুম্মাল-হামদুলিল্লাহ। তো তার রোগ প্রকাশ পাওয়ার পর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ডাক্তারের চাপে আমি মোটামুটি কাহিল। সেই সাথে চিকিৎসার পেছনে আমার অজস্র সময় ব্যয় হতে লাগল। একসময় আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতে লাগলাম, 'হে আল্লাহ, সারাহকে দ্রুত সুস্থ করে দিন, যাতে একটু স্বস্তির সাথে তোমার দ্বীনের খেদমত করতে পারি।'

এই দুআর পেছনে মূল কারণ ছিল, মেয়ের দুশ্চিন্তায় আমার কোনো কাজে মন বসত না। কেমন যেন উদাস হয়ে ছিলাম। তা ছাড়া দৌড়াদৌড়ির অধিক চাপে প্রসন্নচিত্তে দাওয়াতের কাজ যে করব সে সুযোগটুকু ছিল না। সে পরিস্থিতিকে শুধুমাত্র বস্তুগত ভাবনায় চিন্তা করলে আমি এক কথায় 'সময় নষ্ট করছি'! আমার 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা' অর্জনের পথে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি!

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। আমার মেয়ে আর সুস্থ হয়ে ওঠেনি তাই আমিও পরিকল্পিতভাবে সিরিজটির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সক্ষম হইনি। আল্লাহর ইচ্ছায় সে মৃত্যুবরণ করল, এমন এক সুন্দর মৃত্যু, যা ছিল শিক্ষা, উপদেশ ও দৃষ্টান্তে ভরপুর; আমার সে সিরিজটি থেকেও বেশি প্রভাবসমৃদ্ধ। একটু ভাবুন তো? যদি এমন হয় মানুষের ঈমান মজবুত করার কাজে আমি ব্যস্ত। পূর্ব-পশ্চিমের সকলে আমার কথায় হিদায়াতের দিশা পাচ্ছে, আর এদিকে আমার মেয়ে কিনা ঈমান হারিয়ে মৃত্যুবরণ করছে! কী ভয়ংকর অবস্থা! আল্লাহ রক্ষা করুন।

প্রিয় ভাইয়েরা, খোলাসা কথা হলো, সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনে নিজেকে ব্যস্ত রাখাই হলো সর্বোত্তম কল্যাণের কাজ। আনুগত্যের সুরে আল্লাহর সব সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে সমস্ত কল্যাণ। বাহ্যিকভাবে সময় নষ্ট মনে হলেও সেই কাজের মধ্যেই আল্লাহ বারাকাহ ঢেলে দেন। আমার মেয়ে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার সমর্থনের সার্বক্ষণিক মুখাপেক্ষী ছিল বিধায় আমার পুরোটা সময় তার জন্য নির্ধারিত ছিল। আমি ছাড়া অন্য কেউ এই দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে পালন করতে পারত না। কিন্তু অপরদিকে আবার এমন এক শ্রেণির বাবাও আছেন যারা কোনো প্রয়োজন ছাড়াই অসুস্থ সন্তানের পাশে হতাশ হয়ে বসে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থাকেন, হাহুতাশ করেন। নাহ! এমন হওয়াও উচিত নয়। অতিরিক্ত সময়টি দাওয়াহ বা আপনার ব্যক্তিগত অন্যান্য কাজে ব্যয় করুন। মোটকথা, এই বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা জরুরি।

প্রিয় ভাই, আরেকটি জরুরি বিষয় হলো, কোনো কাজ ভালো হলেও নিজের পছন্দের ওপর আল্লাহর পছন্দনীয় কাজকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। অনেক সময় আমরা এমন কিছু নির্দিষ্ট ভালো কাজে জড়িয়ে পড়ি, যেখানে আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করি যে, এই সময়ে আমার ভিন্ন আরেকটি ভালো কাজে জড়িত থাকা উচিত ছিল। দুটি উদাহারণ দিই :

১. এক সাহাবি এসে নবি ﷺ-এর কাছে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি তাকে বললেন,

أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ "তোমার মাতাপিতা কি জীবিত আছেন?"

সে বলল, 'হ্যাঁ। তারা জীবিত আছেন।'

তখন তিনি তাকে বললেন, فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ "তাহলে তাদের খেদমতেই খুব আন্তরিকতার সাথে নিজেকে নিয়োজিত রাখো।"[৫১]

২. ওয়াইস কারানি رحمه الله আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার মর্যাদাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, শুধুমাত্র মায়ের খেদমতের দিকে তাকিয়ে। তার এই ভালো কাজটি এমন ছিল যে, রাসূল ﷺ বলেছিলেন, "ওয়াইস হলো সর্বোত্তম তাবিয়ি। তোমরা যখন তাকে দেখবে, তার কাছে এই আবেদন করবে, সে যেন তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে।"[৫২]

দেখুন! আল্লাহর নিকট সাহাবিদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন একজন তাবিয়ি? কেমন মর্যাদা!

উদাহরণগুলো থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? দুটিই তো ভালো কাজ, কিন্তু প্রাধান্য দেবো কোনটিকে? প্রাধান্য দেবো সেটিকেই, যেটি সে সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে কাজে আমার প্রয়োজনীয়তা অন্যদের চেয়ে বেশি, যে কাজ করলে আল্লাহর প্রতি অধিক আত্মসমর্পণ প্রকাশ পায়।

[৫১] বুখারি, ৩০০৪, ৫৯৭২; মুসলিম, ২৫৪৯।
[৫২] বিস্তারিত দেখুন—মুসলিম, ২৫৪২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অসুস্থ সন্তানকে কীভাবে সান্ত্বনা দেবো?

ওপরের এই ভূমিকার পর এবার আসুন নয়-দশ বছরের এক শিশুকে কীভাবে বিভিন্ন বিপদাপদ কিংবা অসুস্থতায় প্রবোধ জানাব। কীভাবে ক্যান্সারের মতো বড়োসড়ো রোগের ব্যাপারে তাকে অবহিত করব?

ইতঃপূর্বে আমরা কিছু মূল্যবোধ সম্পর্কে বলেছি যেগুলোর ওপর সন্তানকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলবেন। সেগুলোর সাথে সাথে আপনার সন্তান যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে তখন আপনার প্রথম দায়িত্ব হলো,

১. নিজে তাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও আদর্শ হিসেবে উপস্থিত হওয়া : সন্তান যখন শত বিপদেও আপনাকে ধৈর্য ধরতে দেখবে, আপনার নির্ভার মুখ দেখে অভ্যস্ত হবে তখন এই ধৈর্য ও প্রশান্তি তার মধ্যেও গিয়ে স্থান করে নেবে।

২. দ্বিতীয়ত সবসময় মনে রাখবেন, আল্লাহ আপনার সন্তানের প্রতি খোদ আপনার চাইতেও অধিক দয়ালু। আপনার দায়িত্ব শুধু যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো, এরপর পুরো বিষয়টিকে আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেওয়া।

এই সময়টিতে এসে আমি সারাহর অসুস্থ জীবনের শুরু ও শেষদিকের দিনগুলোর মাঝে তুলনা করলাম। দেখলাম এই রোগের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক কিছুই শিখিয়ে দিয়েছেন। আগে সারাহকে সালাতের জন্য বলতে হতো, কুরআন পড়ার কথা মনে করিয়ে দিতে হতো; কিন্তু তার ডায়েরি ঘেটে দেখলাম শেষ কয়েকমাসে সে তীব্র অসুস্থতা সত্ত্বেও নিয়মিত সালাত আদায় করত, শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ত আর দশ পৃষ্ঠা কুরআন তিলাওয়াত ছিল তার প্রাত্যহিক রুটিনের অংশ। একসময় তাকে কোনো কাজে উদ্‌বুদ্ধ করতে দীর্ঘ উপদেশমূলক কথা বলার প্রয়োজন পড়ত, কিন্তু শেষ সময়গুলোতে এসে সে নিজ থেকেই আমাকে বলত, 'বাবা, জান্নাত সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো।' আসলে রোগ যেভাবে আমাদের ভেতর পরিবর্তন আনে ঠিক সেভাবে শিশুদের মাঝেও প্রভাব সৃষ্টি করে।

রোগের বিষয়টি সন্তানকে হঠাৎ জানিয়ে দেওয়া অনুচিত। ধীরে সুস্থে পরিবেশ তৈরি করে কোনো রকম মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ছাড়াই তাকে জানাতে হবে। ক্যান্সারের সংবাদটি আমি সারাহকে কোনো রকম মিথ্যা বলা ছাড়াই জানিয়েছিলাম। সে রোগ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম,

☼ 'মা, তোমার মধ্যে একপ্রকার ফুলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।'

❋ 'ফুলন কী বাবা?'

☼ 'ব্লক।'

❋ 'এখন কোন হাসপাতালে যাচ্ছি?'

☼ 'হুসাইন হাসপাতালে।'

❋ 'কেন?'

☼ 'ক্যান্সারের জন্য।'

❋ 'তা হলে আমার ক্যান্সার হয়েছে?'

☼ 'পাথরজনিত কিছু হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।'

অর্থাৎ, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি তৈরি করে তবেই তাকে রোগের কথা জানান। মিথ্যা বলে নিজের কথার ওজন কমিয়ে ফেলবেন না, আবার আকস্মিকভাবে সংবাদটি শুনিয়ে তাকে হতভম্বও করে দেবেন না।

৩. সন্তানের সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলা : তার সাথে এমনভাবে সম্পর্ক দৃঢ় করুন যে, আপনার প্রতি ভালোবাসা থেকে সে ধৈর্য ধারণ করতে বাধ্য হবে। আর এই সম্পর্ক তৈরি হয় সন্তানকে যথাযথ সময় দেওয়ার মাধ্যমে, তাদের সাথে আন্তরিক হওয়ার মাধ্যমে।

৪. তাদের মতো অন্যান্য শিশুদের কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা তাদেরকে শোনানো, কিংবা যারা আরও মারাত্মক রোগে আক্রান্ত তাদের সম্পর্কে জানানো। সারাহকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর আমার পরিচয় হয় আবদুর রহমান নামের এক শিশুর সাথে। তার চোখ ও হাড়ের ক্যান্সার। এটি বেশ মারাত্মক ধরনের এক ক্যান্সার। এর ভয়ংকর দিক হলো, এটি একপাশ থেকে অন্যপাশে সংক্রমিত হয়। আরও ভয়ংকর দিক হলো, এই রোগ এক সন্তান থেকে আরেক সন্তানে সংক্রমিত হয়। তো তার বাবা তাকে জার্মানিতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু সেখানকার ডাক্তার চোখ উপড়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো পথ বাকি নেই বলে জানিয়েছেন। তা ছাড়া হাড়ের ক্যান্সারের কারণে পাও কেটে ফেলতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আবদুর রহমানের বাবার সাথে আমার কথা হয়েছিল। একেবারেই সাধারণ মানুষ। কিন্তু তিনি এক অসাধারণ কথা আমাকে বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের। মানুষ যখন অন্যের বিপদ দেখে, তখন সে নিজের বিপদ ভুলে যায়। যাক ড. ইয়াদ, আবদুর রহমান আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, সে যদি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ কি তাকে সাওয়াব দেবে? সাওয়াব না দিলে নাকি সে ধৈর্য ধরবে না।'

আমি আবদুর রহমানকে বললাম, 'দেখি, তুমি আমাকে বলো, কীভাবে কীভাবে ধৈর্য ধরেছ, তোমার সাওয়াব কত হয়েছে আমি গুণে দিই।' শেষ পর্যন্ত বললাম, 'গুণে রাখা তো সম্ভব হচ্ছে না!' এভাবে দশ-পনেরো মিনিটি তার সাথে বেশ অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হলো। আর এসব কথাবার্তা হয়েছিল সারাহর সামনে। ঘরে ফিরে সে তার ভাই ফারুককে আবদুর রহমানের সব ঘটনা বেশ আশ্চর্যের সাথে খুলে বলেছিল।

এভাবে তাকে আরও কিছু অসুস্থ ব্যক্তির ঘটনা শুনিয়েছিলাম। তবে এই কথা বুঝতে দেওয়া ছাড়া যে, আমি এসবের মাধ্যমে তাকে সান্তনা দিতে চাচ্ছি। বরং গল্প বলার পদ্ধতি ছিল, অসুস্থতা কীভাবে নিয়ামাত হয়ে ধরা দিতে পারে তা বোঝানো। এরকমই একটি হলো, আবদুল্লাহ বানেমা'র ঘটনা। আল্লাহর অবাধ্যতায় যার পুরো জীবন কেটেছিল। একসময় সে আবিষ্কার করল তার পুরো শরীর অবশ হয়ে পড়েছে, সম্পূর্ণরূপে প্যারালাইজড। কিন্তু যখনই তার শরীর আটকে গেল, আল্লাহ তার বদ্ধ হৃদয় উন্মুক্ত করে দিলেন। ফলে সে একসময় বেশ প্রসিদ্ধ দাঈতে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে তার কথায় হাজারো উদাসীন যুবক হিদায়াত ও সঠিক পথের দিশা পায়, তাকে দেখে নিজেকে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়।

কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা, এই ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি থেকে সতর্ক থাকা জরুরি। কারণ অসুস্থ ব্যক্তিকে এভাবে লাগাতার অসুস্থতার ঘটনা শোনাতে শুরু করলে বিপরীত প্রভাব পড়ারও সমূহ আশঙ্কা থাকে। অনেক সময় সারাহ বিষটি ধরে ফেলতে পেরে বলত, 'বাবা, তুমি এভাবে তাদের কথা আমাকে কেন বলছো?'

তাই এমন ঘটনা খুব বেশি প্রয়োজন না পড়লে না বলাই উত্তম।

৫. তার চিকিৎসায় সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালানো এবং এর পাশাপাশি তাকে এই সম্পর্কে অবহিত করাও অত্যাধিক জরুরি। ইসলামিক মোটিভেশন দেওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসাকেন্দ্রিক এই প্রচেষ্টাও সমানতালে চলবে। আমি সারাহর চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেরও অধিক ওষুধ আনিয়েছিলাম। তাকে বলতাম, 'মা,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মালয়েশিয়া থেকে তোমার ওষুধ অচিরেই এসে পৌঁছবে। আমেরিকা থেকে তোমার ইনজেকশন রওনা দিয়েছে' ইত্যাদি। তাকে এই কথা বুঝতে দিয়েছি যে, আমার সাধ্যের যত চেষ্টা হতে পারে আমি তা করছি। হ্যাঁ, এসবের সাথে সাথে আমি তাকে আশার বাণীও শুনিয়েছি, প্রতিদান প্রাপ্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।

সুস্থতার সব মাধ্যম গ্রহণ করার পর সে আপনার কাছ থেকে উপদেশমূলক কথার অপেক্ষা করবে। কিন্তু পক্ষান্তরে কোনো বাবা যদি শুধুমাত্র কুরআন-হাদীসের কথা শুনিয়ে যান, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ না করেন, ভাবুন তো তার প্রতি সন্তানের কী ধারণা সৃষ্টি হবে?

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনার এই দুর্বলতার সময়ে অনেক সুযোগসন্ধানী আপনাকে শিকারে পরিণত করতে চাইবে। বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ওষুধপত্র লিখে দিয়ে তারা অসহায় বাবাদের কাছ থেকে বিশাল অর্থমূল্য আদায় করে নেয়। এই বিষয়টিতে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন, এর বিপরীতে সদাকা করুন। সদাকায় সন্তানের আরোগ্যের নিয়ত করুন।

শেষ সময়গুলোতে সারাহ আমাকে বলত, 'বাবা, তা হলে কি আর কোনো উপায় নেই?' আমি উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বলতাম, 'মা, আমরা এখন এই ওষুধটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখছি।' এভাবে তার আশা জিইয়ে রাখুন। তাকে বুঝতে দিন আপনি সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই কথা বলতে যাবেন না, 'মা শা আল্লাহ, তোমার অবস্থা এখন অনেক ভালো।' না এভাবে মিথ্যে আশা দিলে একসময় গিয়ে তার হৃদয় একবারেই দু টুকরো হয়ে পড়বে। বরং ঘুরিয়ে উত্তর দিন, 'মা, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ যা চান তা-ই হবে।'

৬. তাকে উপকারী কাজে ব্যস্ত রাখুন। তখন কাজের ব্যস্ততায় রোগের দুশ্চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করার সুযোগ পাবে না। ফলে সে কিছুটা স্বস্তিবোধ করবে, প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

সারাহর উপন্যাসের প্রতি খুব বেশি ঝোঁক ছিল। একবার একটি উপন্যাসের বই নিয়ে এসে আমার সামনে সে বইটি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য পেশ করল। আমি সাথে সাথে তার সামনেই লেখককে ফোন দিয়ে বললাম, 'আপনার এই উপন্যাসের ব্যাপারে আমার মেয়ে এই এই মূল্যায়ন পেশ করেছে।' এভাবে কাজটি করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল, তাকে এই কথা বুঝতে দেওয়া যে আমার নিকট তার বক্তব্যের মূল্য আছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঠিক এভাবে অভাবীদের প্রয়োজন পূরণে চ্যারিটি ফান্ড খুলে তাদেরকে এসব কাজে ব্যস্ত রাখা যায়। রোগের দুশ্চিন্তা ভুলে থাকতে তাদেরকে নিয়মিত স্কুলে যেতে উৎসাহ দেওয়া যায়। রোগের ক্লান্তি এভাবে কেটে ওঠে। ফলে স্বাভাবিক জীবনযাপন মস্তিষ্কে ভালো প্রভাব ফেলে। সারাহ কঠিন অসুস্থতা সত্ত্বেও বিভিন্ন ইসলামিক কোর্সে বেশ আগ্রহী ছিল। শত্রুর সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে মুসলিম নারী কীভাবে আত্মরক্ষা করবে সে সংক্রান্ত কোর্সগুলো করতে আমি তাকে উৎসাহ দিতাম। আমি মনে করি, খাবার-দাবার ও চিকিৎসা থেকে এই কাজ মোটেও কম গুরুত্বের নয়।

৭. সন্তানকে বুঝতে দিন, সে এখনো কাজ করতে সক্ষম। তার অনেক কিছুই করার আছে। সন্তান কোনোকিছুর আবদার করলে তাকে এর বিনিময়ে কিছু দায়িত্ব দিন, দায়িত্ব পালন করলে তবেই আবদার পূরণ হবে। বেশ কয়েকমাস ধরে সারাহ মোবাইলের জন্য জেদ ধরেছিল, আমি বললাম, 'উপযুক্ত বয়স হলে তবেই দেবো।' অনেকেই তার পক্ষে সুপারিশ করল কিন্তু আমি অনড়। একসময় সারাহ কিছু গঠনমূলক পড়াশোনা শুরু করলে তাকে বললাম, 'মোবাইল দেবো তবে এক শর্তে। কুরআন হিফজ করতে হবে।' মোটকথা তাকে বুঝতে দিতে হবে যে, কাজ করলে তবেই আবদার পূরণ হবে, না হয় হবে না।

৮. সন্তানকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে তুলুন। এর মাধ্যমে আল্লাহর কোনো লাভ হবে না; বরং এটি সন্তানকেই সবচেয়ে বেশি উপকার দেবে। আপনি এর মাধ্যমে যেন তার হৃদয়ে প্রশান্তি, সুখ ও আস্থার বরফ ঢেলে দিলেন। এই কারণে আমি সেই সমস্ত বাবাদের দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ি, যারা সন্তানদের চিকিৎসায় কোনো ত্রুটি রাখেন না; কিন্তু এই আধ্যাত্মিক প্রশান্তির কোনো অংশ তারা তাদের দেন না। এই ধরনের সন্তান তো বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ই; এছাড়াও যদি কোনো কঠিন রোগবালাইয়ে তারা আক্রান্ত হয় সাথে সাথে ভেঙে পড়ে। আর তাদের বাবারা এভাবেই তাদের আখিরাত ধ্বংসের আগে দুনিয়াও ধ্বংস করে দেন।

প্রিয় ভাইয়েরা, অসুস্থতার দোহাই দিয়ে সন্তানের সালাতে অবহেলা দেখাতে যাবেন না। অপরদিকে শারীআত তার ওপর যা চাপিয়ে দেয়নি, তা তার ওপর চাপাবেন না। সালাতের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া কোনোভাবেই উচিত নয়। ওজু করতে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করবে, বসে পড়তে অক্ষম হলে শুয়ে পড়বে।

আলহামদুলিল্লাহ, সারাহ অনেক সময় রোগের তীব্রতায় চিৎকার করে উঠত। সে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সময়েও আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'বাবা, সালাত পড়িনি। ওজু করিয়ে দাও।' সালাতরত অবস্থায় যন্ত্রণায় সে ককিয়ে উঠত তবু সালাত ভাঙত না। এই কারণে আপনাদের আবার জোর দিয়ে বলছি, সন্তানকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। এমন কঠিন অবস্থায় একমাত্র এই সম্পর্কই তাকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবে।

অসুস্থ সন্তানের সাথে আচরণগত কিছু ত্রুটি

অসুস্থ সন্তানের সাথে ভুল আচরণের বিষয়টি আমরা আশপাশের প্রায় প্রত্যেকের মাঝেই দেখতে পাই। ড. যাকির হাশিমিকে একদিন আমি সারাহর সব অবস্থা খুলে বলে কিছু পরামর্শ নিলাম। তিনি বললেন, 'তার সাথে ভিন্ন রকম আচরণ করতে যাবেন না। অসুস্থতার কারণে অতিরিক্ত আদর দেবেন না। এই আদর তার ক্ষতি করবে। কিন্তু তার সাথে মন খুলে কথা বলুন। তার মনের কথা জেনে নিন। তাকে বলুন, 'মা, কোনো রকম মনোকষ্ট থাকলে কাঁদো।' (প্রসঙ্গ আসাই বলে রাখি, কাউকে কাঁদতে দেখলে চুপ করতে বলবেন না। কান্নায় মনের দুঃখ লাঘব হয়। চুপ করতে বলার ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে।) তাকে বলুন, 'মা, তোমার যেকোনো প্রয়োজনে তোমার বাবা হাজির।'

অতিরিক্ত আদর দিতে নিষেধ করা হলেও তাদের কড়াকড়ি বা বকাঝকা করা একেবারেই অনুচিত। ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করায় একদিন সারাহর সাথে আমি সামান্য কঠোর আচরণ করি। লক্ষ করলাম, কিছুদিন পরেই তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। পরবর্তীতে অবশ্য তার নামে একটি কবিতা লিখে তার মন ভালো করে দিয়েছিলাম। সে যাক। আলহামদুলিল্লাহ ড. যাকিরের এই পরামর্শগুলো আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম।

আরেকটি ভুল আচরণ হলো, অসুস্থ সন্তানের সব আবদার মেনে নেওয়া। আমার ট্যাব লাগবে, নাও। আমার মোবাইল লাগবে, নাও। না প্রিয় ভাইয়েরা, এই সময়েও তারবিয়াতের উপরিউক্ত নিয়মগুলোর ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। তাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন, 'তোমার এই চাওয়া আমি পূরণ করছি না কেন জানো? কারণ আমি তোমার কল্যাণ চাই।'

সন্তানের সারাদিনের পীড়াপীড়িতে অনেক বাবাই বিরক্ত হয়ে তাদের আবদার পূরণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করে ফেলেন। বলেন, 'যা চাও, নাও। তারপর কেটে পড়ো।' আপনারাই বলুন এটি কি ভালোবাসার প্রমাণ? না। বরং স্পষ্ট ভাষায় বলুন, 'তোমাদের কথা ভেবেই আমি আজ তোমাদের আবদার পূরণ করছি না।' এককথায় তার অসহায়ত্ব, অসুস্থতা ও মায়ার কারণে সব আবদার পূরণ করতে যাবেন না।

আরেকটি ভুল আচরণ হলো, সন্তানকে মিথ্যা আশা দেওয়া। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে আর এদিকে আপনি সন্তানকে বলছেন, 'সবকিছু ঠিক আছে মা, তুমি সুস্থ হয়ে যাবে!' না, এটি একদিকে তো মিথ্যা সেই সাথে এর পরিণতিও খুব একটা ভালো নয়।

সারাহর শেষদিনগুলোতে আমি ড. যাকিরসহ বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর সাথে যোগাযোগ করলাম। তাদেরকে জানালাম, 'চিকিৎসাগতভাবে তার মৃত্যু সন্নিকটে, একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী। এখন মেয়েকে কী এই ব্যাপারে স্পষ্ট কথা জানিয়ে দেওয়া যায়? যাতে সে নিজের জীবনটা গুছিয়ে নিয়ে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে?' তাদের প্রত্যেকের জবাব ছিল, 'স্পষ্টভাবে হোক কিংবা ইঙ্গিতে হোক তাকে এই বিষয়ে জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। এই খবর তাকে চমকে দেবে। কখনো সে এই বিষয়ে জানতে চাইলে, উত্তর এড়িয়ে যাবেন।' অতএব মৃত্যুসময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি তাদের জানানোর প্রয়োজন নেই।

অনেক সময় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনদের এমন কিছু আচরণ আমাদের সহ্য করতে হয় যা হৃদয়ে আঘাত দেয়। সেরকমই একটি কষ্টদায়ক আচরণ হলো, অতিরিক্ত করুণার দৃষ্টি। পিতামাতা ও অসুস্থ সন্তান সকলের জন্যই এই চাহনি অত্যন্ত কষ্টের। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এই বিপদে নিজেকে স্থির রাখতে পেরেছিলাম। মেয়ের সাথে পরবর্তী সাক্ষাতের কথা ভেবে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু অনেক ভাই এসে সান্ত্বনাস্বরূপ বলতে লাগলেন, 'আমি বুঝতে পারছি আপনি অনেক কষ্টের সময় অতিবাহিত করছেন। ধৈর্য ধরুন।'

অনেকেই আবার আমার মেয়েকে হাসপাতালে দেখতে এসে করুণার চোখে দেখতে লাগলেন। এই কারণে একপ্রকার বাধ্য হয়েই হাসপাতালের দরজায় আমি 'সাক্ষাতের নিয়মাবলী' শিরোনামে একটি নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। তো এই ধরনের আচরণ সন্তান ও তার অভিভাবককে এক কথায় নিষ্প্রাণ করে ফেলে! সন্তান হয়তো সেভাবে প্রকাশ করতে পারে না।

'আমি তোমার এই ভয়ংকর বিপদ বুঝতে পারছি' না বলে তাকে এই কথা বলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সান্তনা দিন যে, 'আল্লাহর প্রতিদানের কথা ভুলো না', 'কার পথে কষ্ট সহ্য করছো তা স্মরণ রাখবে', 'মনে রেখ, আল্লাহ বেশ চড়ামূল্যে প্রতিদান দেন।' এভাবে বলাই হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত। তিনি কোনো রোগী দেখতে গেলেই বলতেন,

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

"কোনো অসুবিধা নেই। ইন শা আল্লাহ, সুস্থ হয়ে যাবে।"[৫৩]

তিনি বলতেন না যে, আহ, তোমার কী যে কষ্ট! কত বিপদ!

একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এল। তার সাথে তার এক পুত্রও ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি একে ভালোবাস?" লোকটি জবাব দিলো, 'আল্লাহ আপনাকে যেরূপ মহব্বত করেন, আমি তাকে ঠিক সেভাবেই মহব্বত করি।' পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ছেলেকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে।

এবার লক্ষ করুন লোকটিকে সান্তনা দিতে গিয়ে নবিজি ﷺ কী বলেছেন। তিনি বললেন, "তুমি কি এই কথা শুনে আনন্দিত হবে না যে, তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে সে দরজার সামনে তোমার ছেলেকে দেখতে পাবে, সে তোমাকে জান্নাতের দরজা খুলতে সাহায্য করবে?"[৫৪]

সুবহানাল্লাহ! নবিজি এভাবেই সুসংবাদ দিতেন, আল্লাহর প্রতিদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

শেষকথা : প্রিয় ভাইয়েরা, সন্তানকে সফলভাবে গড়ে তোলার এই গল্প আপনি একা রচনা করতে পারবেন না, বরং বিভিন্ন চরিত্র এই গল্প রচনায় অংশ নেবে। সকলের সহযোগিতা ও আল্লাহর সাহায্যেই এই অধ্যায় পূর্ণতা পাবে। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। এই কথাগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন, আমীন।

---

[৫৩] বুখারি, ৩৬১৬, ৫৬৫৬।
[৫৪] নাসাঈ, ১৮৭০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তৃতীয় অধ্যায়

প্যারেন্টিংসংক্রান্ত কতিপয় নির্বাচিত প্রবন্ধ

ফিতরাত!

একটি ভিডিয়ো তৈরির কাজে ব্যস্ত সময় পার করছি। একসময় আমার দশ বছরের মেয়ে লীন পাশে এসে বসল। তাকে দেখে বললাম, ‘মা, বড়ো হয়ে তুমি দ্বীনের অনেক বড়ো দাঈতে পরিণত হবে, ইন শা আল্লাহ। মানুষকে ইসলামের পথে ডাকবে।’

সে জবাব দিলো, ‘আমার এসবের মোটেও ইচ্ছা নেই। আমি মায়ের মতো হতে চাই। ঘর আর সন্তান সামলাবো এ-ই।’

উত্তর শুনে আমি যারপরনাই হতবাক হলাম। সেসাথে মেয়ের সততা ও সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতির জন্য আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করলাম। মেয়ে আমার মানুষের ব্যাপারে চিন্তা করার আগে নিজের দিকে মনোযোগ দিতে চায়। আমি তাকে বললাম,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'বাহ! এটিও অনেক মহান একটি স্বপ্ন। তোমার যদি সত্যই স্বামীর সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার স্বপ্ন থেকে থাকে, যদি তুমি অন্যের প্রশান্তির উৎস এবং সন্তানের আদর্শ হতে চাও তা হলে মনে রাখবে, মানুষকে প্রভাবিত করার চাইতেও এই স্বপ্ন অনেক মহান ও উঁচু।'

এরপর পূর্বে বর্ণিত তারবিয়াতের ২১টি পয়েন্ট আমি তার নিকট বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করলাম। যাতে তারবিয়াতকেন্দ্রিক তার এই স্বপ্নকে সে বড়ো করে দেখতে শুরু করে। এভাবে তার সেই ইচ্ছার মহত্ত্ব সে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। সব শুনে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'হুম! খুব একটা সহজ নয় দেখছি!'

নোট : কন্যাদের হৃদয়ে সন্তান পরিচর্যার বিষয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধাভাব তৈরি করুন। তাদেরকে এর মহত্ত্ব উপলব্ধি করান। যাতে মানবগঠনের এই প্রক্রিয়াকে তারা যথাযথ গুরুত্বের সাথে দেখে। এখন তো সে যুগ, যে যুগে তাদের অন্তরে এই কথা বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, তোমার মূল্য তোমার সার্টিফিকেটে নিহিত, তোমার চাকরি ও ক্যারিয়ার নির্ধারণ করবে তোমার সফলতা-ব্যর্থতা। একদিকে তাদের নিকট এসব তুচ্ছ বিষয় মূল্যবান করে দেওয়া হচ্ছে, আর অপরদিকে মানবগঠনের বিষয়টি গুরুত্ব হারাচ্ছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চিৎকার-চেঁচামেচি

সেদিন তারবিয়াত বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন আমাকে বললেন, 'সন্তানদের ওপর চিৎকার-চেঁচামেচি করা, তাদেরকে প্রহার করার চাইতেও ক্ষতিকর।'

আমি ভাবলাম তিনি বাড়িয়ে বলছেন। কিন্তু দিনে দিনে এখন আমার নিকট এই কথা স্পষ্ট যে, সত্যিই সন্তানদের প্রহার করার চেয়ে তাদের ওপর চেঁচামেচি করা অধিক ক্ষতিকর। বাবা যখন সন্তানকে তিরস্কার করেন তখন তিনি তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। ব্যাপারটা তখন একপ্রকার 'প্রতিশোধ' বা 'রাগ ঝাড়া'র রূপ ধারণ করে। অপরদিকে সন্তানকে যদি তিনি প্রহার করেন আর সে সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন, তখন এই প্রহার করা হয় মূলত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সন্তানের কল্যাণে। ফলে সেও এটা বুঝতে সক্ষম হয়।

যেহেতু বাবা তিরস্কারের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না, তাই সে সময় সন্তান নিজেকে দুর্বল ভাবতে শুরু করে। কিন্তু পক্ষান্তরে বাবা যখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিমিত প্রহার করেন, শক্তি থাকার পরও অপেক্ষাকৃত কম কষ্ট দেন তখন এটা বাবার নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে স্পষ্টভাবে জানান দেয়।

আমি জানি, কিছু স্কুল এখন একবাক্যে প্রহার করাকে বাদ দেওয়ার পক্ষে। তাদের কাজ ভুল বা সঠিক তা নিয়ে আজকের আলোচনা নয়। বরং আজকের লেখা থেকে এই কথাই উদ্দেশ্য যে, আমরা চিৎকার-চেঁচামেচিকে খুব একটা বড়ো বিষয় ভাবি না। অথচ সন্তানদের পরিমিত প্রহার করার চেয়ে তাদের ওপর চেঁচামেচি করা অধিক ক্ষতিকর বিষয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছেলে আমার, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো তো!

সন্তান বাবার জন্য সিগারেটের প্যাকেট ক্রয় করছে। দৃশ্যটি দেখে আমি যারপরনাই ব্যথিত হলাম। আরও ব্যথিত হলাম যখন দেখলাম বিক্রেতাও কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই তার হাতে প্যাকেট তুলে দিচ্ছে। বিক্রেতার এসবে কী আসে-যায়, তার তো প্রয়োজন শুধু পয়সা!

প্রিয় ধূমপায়ী ভাই, আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলতে চাই। আশা করি ভেবে দেখবেন—প্রথমত ধূমপানের হুকুম কী সে বিষয়টি আজ না হয় আমরা এড়িয়ে যাই। এখন আপনাকে ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার উপদেশও আমি দিতে যাব না। শুধু এটুকু বলব, 'ভেবে দেখেছেন, সন্তানের নিকট সিগারেটের প্যাকেট চেয়ে আপনি তার নিকট কতটা ভয়ংকর মেসেজ পৌঁছাচ্ছেন?'

আপনি মূলত তাকে নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো দিচ্ছেন :

১. ছেলে আমার, মন্দ কাজ থেকে মানুষদের বাধা দেবে না। কেউ গুনাহের আদেশ করলে তাকে বলবে না, 'না, আমি এটা করতে পারব না।' বরং বলতে গেলে আপনি তাকে মন্দকাজে শরীক হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন। তাকে স্রষ্টার অবাধ্যতামূলক কাজেও সৃষ্টির আনুগত্য করার আদেশ করছেন। তাকে বলছেন, 'কোনো ক্ষমতাধর কেউ যদি তোমাকে এমন কাজের আদেশ করে, যে কাজ আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে তুমি তার আদেশেও সাড়া দেবে! এমনকি যদি সে তোমাকে উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলে তবুও!'

২. 'ছেলে, নিজের গুনাহকে ঢেকে রাখবে না! বরং যা করার প্রকাশ্যে করবে। অন্যদেরও এই কাজে অংশীদার করবে!'

৩. 'প্রিয় ছেলে, দেখো আমি তোমার আদর্শ। তোমাকে ভালো কাজের আদেশ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিয়ে, নিজে মন্দকাজ করছি। এমনকি এতে তোমাকেও অংশীদার করছি। তুমি কোনো কষ্টদায়ক কাজ করলে আমি তোমাকে বকাবকি করছি আর দিনশেষে আমিই তোমাকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে আসতে আদেশ করছি! আর এর মাধ্যমে নিজের ভেতর তো বটেই, সেই সাথে তোমার ভেতর, তোমার মা ও ভাই-বোনদের ভেতরও আমি বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছি।

অতএব নেফাক কাকে বলে আমার কাছ থেকে শিখে নাও। কীভাবে আল্লাহর অসন্তোষজনক কাজ করছি দেখে যাও!'

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۞

"মুমিনগণ, তোমরা এমন কথা কেন বলো যা নিজেরা করো না? তোমরা যা করো না তা বলা, আল্লাহর দৃষ্টিতে বড়োই অসন্তোষজনক কাজ।"[৫৫]

৪. 'প্রিয় বৎস, আমি সিগারেটের সামনে বড়োই দুর্বল। আমার এই দুর্বলতা, গুনাহের সামনে নিয়ন্ত্রণহীনতা ও আসক্তি আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই!'

প্রিয় ধূমপায়ী ভাই, আপনি নিজের অজান্তেই প্রতিদিন এই ভয়ংকর ও ক্ষতিকর বার্তাগুলো আপনার সন্তানের কাছে পাঠাচ্ছেন। এগুলোই দিনের পর দিন তার মস্তিষ্কে গেঁড়ে বসে। এমনকি কোনো একদিন যদি আপনি ধূমপান থেকে তাওবা করে ফিরেও আসেন, যদি কোনোদিন শরীর থেকে নিকোটিন বেরিয়েও যায় তবুও এই ক্ষতিকর দীক্ষার প্রভাব স্থায়ীভাবে আপনার সন্তানের মধ্যে থেকে যাবে। এরচেয়ে বড়ো আফসোস আর ক্ষতি কী হতে পারে?

এভাবেই কি আমরা আমাদের সন্তানদের গড়ে তুলব? ইজ্জত ও মর্যাদা কি তারা এভাবেই ফিরে পাবে? তাদের ভবিষ্যতের জন্য কি আমরা এগুলোই প্রস্তুত করছি? আল্লাহর দোহাই! উম্মাহর কি আজ এগুলোই প্রয়োজন? আপনি তো এমন মানুষ তৈরি করে গেলেন যার নিজস্ব কোনো ইচ্ছা নেই, কেউ গুনাহের পথে ডাকলেও যে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সাড়া দেয়।

---

[৫৫] সূরা সাফ, ৬১ : ২-৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রিয় ধূমপায়ী ভাই, হাতজোড় করছি। যদি ধূমপান করতেই হয় সন্তানদের থেকে লুকিয়ে করুন। তাদের বলবেন না, 'যাও, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো।' বরং আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করুন, তিনি যেন তাদেরকে আপনার চেয়েও বেশি আনুগত্যশীল করেন। হতে পারে আমরা যা পারিনি তারা তা পারবে। হতে পারে তারা ক্ষমা চাইবে, আর আপনি ক্ষমা পেয়ে যাবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিন্তু আমি ব্যস্ত!

বিয়ে করে স্ত্রীর সাথে আপনি জীবনের এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ করলেন। উভয়ে সন্তান জন্ম দিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হলো, আপনি নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পরিবারকে দেওয়ার মতো কোনো সময় বের করতে পারছেন না। স্ত্রীর সামনে এই বলে অজুহাত পেশ করছেন যে, 'আমি তো তোমাদেরই কল্যাণে কাজ করছি।'

হতে পারে আপনার এই কাজ দাওয়াহ পরিমণ্ডলেরই কোনো মোবারক কাজ। কিন্তু নিজ দাওয়াহতে পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করতে আপনি সক্ষম হননি। বরং এই দাওয়াহর কারণেই তাদের থেকে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। স্ত্রী যখন আপনার নিকট অনুযোগ করে তখন আপনার অজুহাত থাকে যে, উম্মাহর চিন্তায় আমি ব্যতিব্যস্ত... দাওয়াত অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ....!

ঠিক বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে আপনি কাজ, দাওয়াহ ও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণে ব্যস্ত আছেন, আপনি এসবের মাধ্যমে নিজ সফলতার গল্প লিখতে চান। আপনার সফলতার এই গল্পে পরিবার ও সন্তানের কোনো অংশ নেই। পড়াশোনা ও কাজে আপনি মাত্রাতিরিক্ত সময় দিয়ে ফেলছেন। পারিবারিক কর্তব্য আদায় না করে নিজ চাহিদার পেছনে দৌড়াচ্ছেন। নিজকে তো বটেই অন্যদেরও এই বলে বুঝ দিচ্ছেন যে, আমি আসলে একপ্রকার নিরুপায়! আমি ব্যস্ত!

আপনি ধরে নিয়েছেন, তারবিয়াত ও সন্তানদের গড়ে তোলার সব দায়িত্ব স্ত্রীর, সে-ই এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সন্তানদের অবহেলা করার এই রোগ ধীরে ধীরে আপনার স্ত্রীকেও পেয়ে বসবে। সে-ও তখন সন্তানদের ছেড়ে নিজেকে প্রমাণ করতে ও সাফল্যের গল্প লিখতে ব্যস্ত দিন কাটাবে, সোশ্যাল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মিডিয়া ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সময় ব্যয় করবে। এভাবে সন্তান একসময় মায়ের নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকেও বঞ্চিত হবে।

পিতামাতার অবহেলায় বেড়ে ওঠা এই সন্তানেরা কলহ সৃষ্টি করবে। সমাজে বিশৃঙ্খলা করে বেড়াবে। এমন সন্তানদের সাথে বাবা-মায়ের সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হবে। এমনকি এই সন্তানদের কারণেই আপনার সাথে আপনার স্ত্রীর ঝগড়া-বিবাদ-কলহ তৈরি হবে। উভয়েই একে অপরকে এই করুণ পরিস্থিতির জন্য দোষারোপ করে যাবেন। 'সন্তানের বোঝা' একে অপরের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতা চলবে! আর এসব ঘটবে সন্তানদের চোখের সামনেই। তাদের অন্তরে এই ঘটনা দাগ কাটবে। তারা মনে রাখবে বাবা-মা কীভাবে তাদের কাছে টেনে না নিয়ে ভারী বোঝার মতো দুঃসহ আচরণ করেছিল।

আপনিই তখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য হবেন। হতে পারে, কর্মব্যস্ততা সামান্য কমিয়ে আপনি সন্তানদের গড়ে তোলার পেছনে মনোযোগ দিতে শুরু করবেন। কিন্তু আপনি আবিষ্কার করবেন, মায়ের যত্ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে আবার নিবিড় পর্যবেক্ষণে ফিরিয়ে আনা কতটা কঠিন কিংবা প্রায় অসম্ভব!

প্রিয় ভাই, এমন অনেক ভুল আছে এই দুনিয়ায় যেগুলোকে পরিপূর্ণভাবে শোধরানো আর সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। হতে পারে আপনার পূর্ববর্তী অবহেলা আল্লাহ ক্ষমা করবেন। কিন্তু এই অবহেলার মাশুল আপনাকে পদে পদে দিয়ে যেতে হবে। দাওয়াহর ক্ষেত্রে নবিজি ﷺ-এর চেয়ে অধিক আগ্রহী কেউ ছিলেন না, তবু তিনি কী বলেছেন শুনুন :

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ

> "তোমার ওপর তোমার রবের অধিকার রয়েছে। তোমার ওপর তোমার নিজের অধিকার রয়েছে। তোমার ওপর তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেককে আপন অধিকার বুঝিয়ে দাও।"[৫৬]

প্রত্যেককে আপন অধিকার বুঝিয়ে দাও!

আপনি ঘরের একজন পুরুষ। আল্লাহর দেওয়া অভিভাবকত্বের দায়িত্ব আপনার

[৫৬] বুখারি, ৬১৩৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘাড়ে। এই অভিভাবকত্বেরই দাবি হলো, স্ত্রীর সামনে প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আদর্শে পরিণত হওয়া। স্ত্রীকে অতীত ভুলের খোঁটা না দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছাকে মাথা পেতে নেওয়া। সুতরাং ঘরকে নতুন আঙ্গিকে সাজাতে আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন। নতুন করে শুরু করুন এবং 'প্রত্যেককে প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দাও'—এই মূলনীতি অবলম্বন করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একটি সুন্দর স্মৃতি...

সন্তানেরা বড়ো হয়ে গেলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন। একসময় তারা আপনার ঘর ছাড়বে। নতুন ঘর বাঁধবে।

তাই শৈশব থেকেই আপনার সাথে কাটানো কিছু সুন্দর মুহূর্তের স্মৃতি তাদের মানসপটে এঁকে দিন। যখন তারা ভুল পথে পা বাড়াবে, এই স্মৃতিগুলোই তখন তাদেরকে আপনার সাথে মজবুত করে জড়িয়ে রাখবে। এই স্মতিগুলোর সাহায্যেই তারা তাদের ঘরকে সফলতার রঙে রাঙাবে। এগুলোই আপনার মৃত্যুর পর তাদেরকে আপনার জন্য দুআ করতে বাধ্য করবে।

কোনো কাজের দোহাই দিয়ে এই স্মৃতি তৈরি থেকে বিরত থাকার মতো বোকামি করতে যাবেন না। সন্তানদের বস্তুগত সব চাহিদা পূরণ করবেন না। স্ত্রীর সাথে দ্বন্দ্ব ও কলহে জড়াবেন না। শিক্ষা দেওয়ার কথা বলে সন্তানদের দীর্ঘকাল একঘরে করে রাখবেন না।

মনে রাখবেন! সন্তানদের অবহেলা করে উম্মাহর চিন্তায় অস্থির হয়ে দাওয়াহর পথে নেমে পড়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। আপনার কঠোর হৃদয়ের সংশয়গ্রস্ত সন্তান, উম্মাহর দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবে না।

فَأَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ

"সুতরাং প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দাও।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের সন্তানদের যেভাবে কেড়ে নেওয়া হয়

একটি ঘটনা সেদিন আমার হৃদয়ে দাগ কেটে দিলো। আমেরিকার একটি পরিবারের ঘটনা। সে পরিবারের বাবা-মা দুজন লেবানিজ মুসলিম। তাদের ঘরে দুই মেয়ে ও এক ছেলে। তাদের নতুন এক সন্তান হলো। কিন্তু তার শরীরে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষণ দেখা দিলো। তার মা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মনে করল হয়তো তার মা তাকে মারে বলেই এমন অবস্থা। তারা পুলিশে খবর দিলো। পুলিশ এসে সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়ে অন্য সন্তানদের তাদের দাদীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কট্টর খ্রিষ্টান এক আমেরিকান পরিবারকে দিয়ে দিলো। তারা সন্তানদের নাম পরিবর্তন করে খ্রিষ্ট ধর্মে বড়ো করে তুলল। বাবা-মা নিজ সন্তানদের ফিরে পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

এদিকে হাসপাতালে নবজাতকের মৃত্যু হলো। হাসপাতাল তার ময়নাতদন্ত করে আবিষ্কার করল যে, তার এই অস্বাভাবিক লক্ষণগুলো মূলত জেনেটিক রোগের কারণে, কোনো আঘাতের কারণে না। আদালত মা-বাবাকে নির্দোষ ঘোষণা করল।

আপনি কি কল্পনা করতে পারেন তখন বেচারি মায়ের অনুভূতি! তিনি আদালত থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে বলেছিলেন, 'আজ আমার সন্তানরা জানতে পারবে যে আমি নির্দোষ!'

কিন্তু এখানেই ছিল সারপ্রাইজ! কয় বছর পরে নির্দোষ প্রমাণিত হলেন? সতেরো বছর! হ্যাঁ, সতেরো বছর পরে। ততদিনে তিন সন্তান আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন শহরে বড়ো হয়েছে। তাদের জীবনে এসেছে আমূল পরিবর্তন। আমেরিকানদের জীবনযাত্রায় তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাবা-মায়ের দ্বীনে তাদের আর বিশ্বাস নেই।

তাদের এক মেয়ের বয়স তখন উনিশ বছর। এক সাক্ষাৎকারে তাকে জিজ্ঞাসা করা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হয়েছিল, 'আপনার মা যে নির্দোষ প্রমাণিত হলো, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?'

তার উত্তর ছিল, 'এই মহিলার সাথে এখন আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ওই পরিবারের সাথে বড়ো হয়েছি। ওদেরকেই আমার বাবা-মা মনে করি। ভবিষ্যতে হয়তো এই মহিলাকে গুরুত্ব দিতে পারি। তবে এখন আমার কোনো আগ্রহ নেই!'

খারাপ আচরণের সন্দেহে বাবা-মাকে সন্তান থেকে বঞ্চিত করা মানবরচিত আহম্মকি আইনের পরিণতি, যে আইন আল্লাহর শারীআত মানে না।

এর থেকে কঠিন শাস্তি আর হতে পারে না! হয়তো সন্তানদের হত্যা করাও এর চাইতে তুচ্ছ। কিন্তু এভাবে আপনার সন্তানকে হরণ করা হবে তারপর আইনের জোর খাটিয়ে এমন কিছু মানুষের কাছে রাখা হবে যারা তাদেরকে শিরকের ওপর, কুরআন ও নবিকে অস্বীকার করার ওপর বড়ো করে তুলবে, আর আপনি চেয়ে চেয়ে দেখবেন, কিছু করতে পারবেন না! অথচ ওরা আপনার সন্তান, আপনার কলিজার টুকরো! খুবই কষ্টের অনুভূতি! আল্লাহ, আমাদের ও মুসলিমদের নিরাপদ রাখুন।

পশ্চিমা দেশগুলোতে অবস্থানরত আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা প্রতিনিয়ত এই ঘটনাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছেন। কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা, আমি যদি বলি, আমাদের মুসলিম দেশগুলোতে তো বটেই এমনকি খোদ নিজেদের ঘরেও এই ধরনের ঘটনা অনেক বেশি ঘটছে, তা হলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন? আচ্ছা কীভাবে?

কিছুদিন আগে আমি এক শিক্ষাবিদের সাথে বসে গল্প করছিলাম। তিনি আমাকে জানালেন, 'শিশুদের এই জগতে আমার আট বছরের অভিজ্ঞতা। গত বছর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে যে নৈতিক অবক্ষয় আমি লক্ষ করেছি ইতঃপূর্বে কখনো এমনটা চোখে পড়েনি! সবখানেই এখন অভিযোগ আর অভিযোগ। আমার এই স্কুলে শুধু নয়, সবখানেই। বাবারা তাদের সন্তানদের বাছবিচার ছাড়াই মোবাইল, ট্যাব, আইপ্যাড দিয়ে দিচ্ছেন। কোনোরকম দিকনির্দেশনা পর্যন্ত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছেন না। তাদের সন্তান এই যন্ত্র কোন খাতে ব্যয় করছে সেদিকে লক্ষ করছেন না। এই আধুনিক যন্ত্রগুলো আমাদের সন্তানদের মনমস্তিষ্ককে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে! প্রসিদ্ধ ইউটিউব চ্যানেলগুলো ইচ্ছামতো তাদের মন-মেজাজ তৈরি করছে। ট্রল, মিমস, রোস্ট, ঠাট্টা-মশকরা আর অশ্লীলতার ওপর গড়ে উঠছে এই প্রজন্ম। ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও মূল্যবোধকে বড়ো আঙুল দেখিয়ে এগুলোকে তাদের সামনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাসিমজার বিষয়ে পরিণত করা হচ্ছে। এগুলোতেই এখন ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে আমাদের স্বপ্নের সন্তানেরা!

সেই লেবানিজ পরিবারের সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার সাথে এগুলোর খুব একটা পার্থক্য নেই। আমাদের সন্তানদের চুরি করা হচ্ছে। তাদের ইসলামি পরিচয় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। স্বভাবজাত প্রকৃতি ও ফিতরাতকে পাল্টে ফেলা হচ্ছে। ইসলামবিদ্বেষী চিন্তা-চেতনা দ্বারা তাদের মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট করা হচ্ছে।

প্রিয় পাঠক, আপনারা যারা বাবা-মা, স্পষ্ট ভাষায় একটি উপদেশ দিই স্মরণ রাখুন, হয় সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তুলুন এবং তাদেরকে সময় দিন আর না হয় সন্তান জন্ম দেওয়া থেকেই বিরত থাকুন!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যা চাও নাও, তারপর কেটে পড়ো!

অনেক বাবা-ই সন্তানের সব রকম চাহিদা পূরণে সিদ্ধহস্ত থাকেন। তাদের ওপর বাড়াবাড়ি রকমের খরচ করেন। যেন তারা বলতে চান, 'যা চাও নাও, তারপর কেটে পড়ো!

বাবা-মা কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত সময় পার করেন, স্বপ্ন পূরণের পেছনে তারা দৌড়াতে থাকেন। সামান্য যেটুকু সময় ফুরসত পান সেগুলো বন্ধুবান্ধব ও কলিগদের সাথে আড্ডায় কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যয় হয়ে যায়। তাই সন্তানের তারবিয়াত ও তাদের দীক্ষাদানে খুব একটা সময় কুলিয়ে উঠতে পারেন না।

শত ব্যস্ততার মাঝেও তারা তাদের সন্তানদের ভালোবাসেন, আবার তারা তাদের প্রতি 'যত্নশীল'ও বটে! তবে তাদের এই ভালোবাসা ও যত্ন বিভিন্ন প্রকার নামিদামি গিফট ও বিলাসবহুল জীবন উপহার দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সন্তান এমন কিছু আবদার করে বসেছে, যা তার জন্য মোটেও কল্যাণকর নয়। আমি চাইলে তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারি, তাকে আরেকটি বিকল্প বস্তু দিয়ে শান্ত করতে পারি; কিন্তু এটি বেশ জটিল ও বিরক্তিকর কাজ, সন্তানও গোঁ ধরে বসে আছে। ঠিক আছে দিয়েই দিই। এই যন্ত্রের মধ্যে সে ব্যস্ত থাকবে, আর এদিকে আমার সময়গুলোও বেঁচে যাবে। তাকে উপদেশ দিয়ে সময় নষ্ট না করে, এই সময়কে গুরুত্বপূর্ণ অন্য কাজে লাগানো যাবে!

এভাবে অতিরিক্ত লাই দিয়ে রাখা বাবারা সন্তানদের সামনে ভালো বাবা হওয়ার প্রতিযোগিতা করেন। অথচ বাস্তবে তার কারণেই সন্তান ধ্বংসের পথে পা বাড়ায়, অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

রাসূল ﷺ-এর এই হাদীস শুনলেই আমি আঁতকে উঠি, মুষড়ে পড়ি। তিনি বলেছেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

"একজন মানুষ পাপী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যাদের জীবিকার ব্যাপারে দায়িত্বশীল তাদের অধিকার নষ্ট করে।"[৫৭]

এই হাদীস শুধু তাদের উদ্দেশ্যে নয় যারা সন্তানদের প্রয়োজনীয় খাবার ও পোশাক দিতে কার্পণ্য করেন; বরং তারাও এর অন্তর্ভুক্ত যারা সন্তানদের সমস্ত চাহিদা লাগামহীনভাবে পূরণ করে যান, যারা তাদেরকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেওয়ার সামান্যতম প্রয়োজনও অনুভব করেন না।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেছেন, 'কত মানুষই নিজের কলিজার টুকরো সন্তানকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। তাদের অবহেলা করে, শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না, নিজ প্রবৃত্তি দমনে তাদের সহযোগিতা করে না। এমন বাবার ধারণা, সন্তানকে সে সম্মান করছে, অথচ বাস্তবতা হলো তাকে সে লাঞ্ছিত করছে। ভাবছে তাকে দয়া করছে, অথচ বাস্তবে সে তার ওপর জুলুম করছে, তাকে বঞ্চিত করছে।'[৫৮]

সন্তান আবদার করার পরও যখন আপনি তাকে বস্তুটি দেবেন না তখন আপনার উচিত হলো, না দেওয়ার কারণ কী তাকে তা স্পষ্ট করে বলা। তাকে বলবেন, 'বাবা, তুমি যে যন্ত্রের বায়না ধরেছ আমি চাইলেই সেটা তোমাকে দিতে পারি। তোমাকে যন্ত্রটি কিনে দিলে তুমিও শান্ত হতে, আমিও তোমার হাত থেকে নিস্তার পেতাম। কিন্তু আমি জানি এটা তোমার জন্য কখনই কল্যাণকর হবে না। আমি মূলত তোমার কল্যাণের জন্যই যন্ত্রটি কিনে দিচ্ছি না। কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে নিয়ে ভাবী। প্রিয় ছেলে, অনেক সময় সন্তান যা চায় তা-ই তাকে দিয়ে দেওয়া সন্তানের প্রতি একপ্রকার অবহেলা। তাই তোমার উচিত, সহপাঠীদের হাতে যে যন্ত্র আছে সে কারণে তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত না হওয়া। বরং একসময় দেখবে তোমার প্রতি তোমার বাবার যত্ন ও গুরুত্বের কারণে তোমাকে দেখে তারাই ঈর্ষান্বিত হবে।'

---

[৫৭] আবূ দাউদ, ১৬৯২; আহমাদ, ৬৪৯৫।
[৫৮] তুহফাতুল মাওদূদ ফী আহকামিল মাওলূদ, ২৪২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লজ্জা এক দিনেই তৈরি হয় না

সমাজের একটি প্রচলিত দৃশ্য আমাকে বেশ যন্ত্রণা দেয়। ছোটো তবে খুব শীঘ্রই পর্দা ওয়াজিব হতে যাবে এমন অনেক মেয়ে অতিরিক্ত ছোটো কাপড়ে হাঁটাচলা করে, লজ্জা ও লাজুকতার সামান্য ধারও ধারে না। অনেক সময় আবার তাদের সাথে দেখা মিলে হিজাব পরিহিতা মায়ের!

এসব দেখে আমি মনে মনে বলি, 'বর্তমান মুসলিম মেয়েদের ওপর এগুলো তুর্কি টিভি সিরিজের কোনো প্রভাব নয়তো?'

পুরো পরিবারের সকলে একসাথে মিলে এই সিরিজগুলো দেখা হয়। বাবা ঘুণাক্ষরেও টের পান না যে, এর মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মাঝে নৈতিক অবক্ষয় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। এরপর শিশুরাও এগুলো স্বাভাবিকভাবেই দেখে, তারা এসবে কোনো অসুবিধা খুঁজে পায় না!

আজ আপনারা যারা বাবা-মা হয়েছেন! আজকের বালিকা ও আগামীর যুবতীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহকে ভয় করুন সে কন্যার ব্যাপারে যে আর বছর দুয়েকের ভেতর প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হবে। এখন এই বেশভূষায় তাকে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দেবেন, আবার এই ধারণা রাখবেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক হলে আপনাতেই সে হিজাব গ্রহণ করে নেবে। এটা কি সম্ভব? সে আচমকা একদিনেই পরিবর্তিত হয়ে যাবে!

লজ্জা এমন একটি গুণ, যা শৈশব থেকেই অর্জিত হতে থাকে, এর জন্য ধারাবাহিকভাবে উৎসাহ দিতে হয়, তাদের সামনে নিজে পালন করে প্রায়োগিকভাবে তা শেখাতে হয়। সুতরাং কন্যাদের লাজুকতা তৈরিতে আপন কর্তব্য পালনে পিছপা হবেন না। কারণ মনে রাখবেন, লজ্জা এক দিনেই তৈরি হয় না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কন্যার কবরের সামনে শাইখের দেওয়া আবেগঘন নাসীহা

আলহামদুলিল্লাহ, এতকিছু সত্ত্বেও আমার মেয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর একটিবারের জন্যও অসন্তুষ্ট হয়নি। আল্লাহর করুণা। সে গতকাল আমাকে বলেছিল, 'বাবা, জান্নাতের সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে এমন কিছু আয়াত আমাকে তিলাওয়াত করে শোনাও।'

ফুসফুস অচল হয়ে যাওয়ার কারণে গতরাতে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। আর সে তখন অবিরাম জপছিল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। ইয়া আল্লাহ, ইয়া রব, সমস্ত প্রশংসা আপনার। আমার ধারণা আল্লাহ তাকে অনেক সম্মানিত করবেন। বিশেষ করে এই কারণে যে, সে ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালেগা। ওয়াল্লাহ! আমার ধারণা আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেনই।

আমি ও আমার পরিবার বিষয়টি খুব সহজভাবে নিয়েছি। উত্তম আমল করার পর আমরা তার সাথে জান্নাতে মিলিত হব, ইন শা আল্লাহ। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

"যারা ঈমান আনে এবং যাদের সন্তানেরা ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুগামী হয়, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী।"[৫৯]

[৫৯] সূরা তূর, ৫২ : ২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি তো সেই বাবার কথা কল্পনা-ই করতে পারছি না যিনি সন্তানদের সঠিক তারবিয়াতে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন, অথচ সন্তান আল্লাহর অবাধ্যতা কিংবা কুফরি অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তার বাবার নিশ্চয় আফসোসের অন্ত থাকবে না, কারণ হতে পারে এটাই ছিল তার সাথে শেষ সাক্ষাৎ, যার পরে তাদের আর কখনো দেখা হবে না। একজনের আবাস হবে চিরস্থায়ী জান্নাত আর অপরজনের ঠিকানা চিরস্থায়ী জাহান্নাম। ওয়াল্লাহ! এটাই হলো প্রকৃত যন্ত্রণা।

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

"বলুন, ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই যারা কিয়ামাতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রেখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।"[৬০]

কেউ হয়তো জান্নাতে যাবে, কিন্তু সে তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে। কারণ তারা জাহান্নামী। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

ওয়াল্লাহ! আমার দুঃখ শুধু এটুকুই যে আমার কন্যা আমাকে ছেড়ে গেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার অন্তর এরচেয়েও বেশি প্রশান্তিতে ছেয়ে আছে। আল্লাহ তাকে এরকম উত্তম অবস্থায় জীবনের পরিসমাপ্তি দিয়েছেন। এ তো আল্লাহর বিশেষ করুণা ও রহমত।

প্রিয় ভাইয়েরা, আমি বারবার বলছি, আপনাদের প্রতি উপদেশ থাকবে, ভালোবাসার প্রিয়জনদের মৃত্যুর পূর্বে অন্তত তাদের হিদায়াতের প্রতি আগ্রহী হোন, তাদের কাছ থেকে তাওবা একপ্রকার ছিনিয়ে নিন। না হয় হতে পারে আপনি উদাসীন থাকার কারণে আপনার কোনো প্রিয় ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। হয়তো সে সংশয় নিয়ে কিংবা আল্লাহর বিধানকে উপহাস করে পরকালে পাড়ি জমাবে, যা আপনার জন্য গ্লানি হয়ে থাকবে আর তার ঠিকানা হবে চিরযন্ত্রণার জাহান্নাম।

স্মরণ করুন প্রিয় নবি ﷺ-এর ঘটনা। তিনি চাচা আবূ তালিবের শিয়রে বসে তার মুখ থেকে কালিমা বের করার কত জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রিয় চাচা, শুধু একবার কালিমাটা পড়ুন, এর মাধ্যমে কিয়ামাতের দিন আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য

[৬০] সূরা যুমার, ৩৯ : ১৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুপারিশ করব। শুধু কালিমাটা পড়ুন, হয়তো আল্লাহ রহম করবেন।

যে চাচা নিজের জান-মাল-সন্তান তাঁর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল নবিজি ﷺ সেই চাচার সাথে জান্নাতে একত্রিত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মে মৃত্যুবরণ করলেন। সত্যিই এটি খুব করুণ পরিস্থিতি। আমি নিজে সহ্য করতে পারতাম না।

আল্লাহর অনুগ্রহ যে আমার মেয়ে ধৈর্যশীল ও সন্তুষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। শেষ সময়ে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শরীরেও সে বলেছিল, 'যোহরের সালাত পড়িনি, আমাকে ওজু করিয়ে দাও।'

নিজের হিজাব, লজ্জা ও লাজুকতার ব্যাপারে সে সদা সতর্ক ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে উপহাস হতে দেখলে সে ক্রোধে জ্বলে উঠত আর বলত, 'বাবা দেখো! তারা রক্ষণশীলতা নিয়ে উপহাস করছে...। বাবা, দেখো ইসলাম নিয়ে বাজে মন্তব্য করছে...।'

আমি আল্লাহর প্রতি এই সুধারণা রাখতে পারি যে, তিনি আমার কন্যাকে সম্মানিত করবেন। আমি আশা করি, আমাদের সান্নিধ্যের তুলনায় নিশ্চয় আল্লাহর সান্নিধ্য তার জন্য অধিক কল্যাণকর হবে। এখন আমার কাজ শুধু এটুকুই যে, জীবনের বাকি সময়গুলো উত্তম কাজে ব্যবহার করে তার সাথে মিলিত হওয়া।

এই উপস্থিতির কারণে আল্লাহ আপনাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা যেন তিনি প্রিয়জনদের হিদায়াত দানের মাধ্যমে আপনাদের সম্মানিত করেন, কোনো রকম হিসাব ছাড়া তাদের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসে একত্র করেন, আমীন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কুরআনকে তাদের নিকট প্রিয় করে তুলুন

মাঝে মাঝে কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে পরিবারের সবাই আমরা একটি ঘরে একত্র হই। তারপর সমস্বরে তিলাওয়াত করতে থাকি। এমনই একদিন আমার এক মেয়ে আমাকে বলল, 'বাবা, সত্যি বলতে কুরআন তিলাওয়াতের সময় আমার মধ্যে একপ্রকার বিরক্তবোধ কাজ করে।'

☼ 'কেন মা?'

❋ 'কারণ কথাগুলো বুঝি না!'

☼ 'আচ্ছা আমরা তা হলে কিছু সূরার তাফসীর আরম্ভ করতে পারি। তোমার কী মনে হয়?'

❋ 'আচ্ছা। ঠিক আছে...'

এরপর থেকে ঘুমের আগে ছোট্ট একটি সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন আমরা তাফসীর পড়তে আরম্ভ করলাম। প্রথমে ছোটো ছোটো সূরাগুলো তারপর সূরা রহমান, আর সর্বশেষ সূরা হুজরাত। কিন্তু লক্ষ করলাম যে সূরাটি সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, তা হলো সূরা ইউসুফ। এখানকার সব ঘটনা যেন তারা হা হয়ে গিলছিল, স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাদের হৃদয়ে এগুলো রেখাপাত করছিল। তাদের কিশোর বয়সের উপযোগী হয় এমন আকীদাগত ও চারিত্রিক কিছু ছোটো ছোটো প্রাসঙ্গিক কথাও তাদেরকে শুনিয়ে দিলাম।

যেমন ধরুন, সূরা ইউসুফে আকীদাগত প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে গিয়ে তাদেরকে বললাম, 'দেখো, আল্লাহর নবি ইউসুফ ﷺ-এর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কেমন নির্যাতন চালানো হয়েছিল, এতকিছু সত্ত্বেও যখন তিনি দেখতে পেলেন তার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কারাগারের এক সাথি অচিরেই মুক্তি পেতে যাচ্ছে, তখন তিনি তাঁর সেই সাথিকে বাদশার নিকট সুপারিশ করতে বলার চেয়ে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে অধিক গুরুত্বারোপ করলেন।'

চরিত্রগত বিষয়ে তাদেরকে বললাম, 'এক দূত এসে যখন ইউসুফ ﷺ-কে জানাল যে, বাদশাহ তোমার সাথে দেখা করতে চায়। দেখো, তখন তিনি কেমন দৃঢ়তা ও আত্মমর্যাদার সাথে এই কথা বলেছিলেন যে, সকলের সামনে যতক্ষণ আমার দোষমুক্তি ঘোষণা করা না হবে ততক্ষণ আমি এখান থেকে বের হব না।'

তাই প্রত্যেক বাবা-মাকেই আমি পরামর্শ দেবো তারা যেন সূরা ইউসুফ দিয়েই সন্তানদের নিকট কুরআনকে প্রিয় করে তোলার এই প্রকল্প আরম্ভ করেন। আল্লাহ তাআলাই তাওফীকদাতা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কীভাবে বলি যে, আমার সন্তান শিক্ষিত!

সমসাময়িক অনেক বিষয়ে কথা বলা থেকে আমি সাধারণত বিরত থাকি। কারণ একদিকে তো এর ছোটোখাটো সংস্কার পর্যন্ত করা সম্ভব হয় না আর সে সাথে বড়োসড়ো এক বিতর্কও সৃষ্টি হয়ে যায়। সত্যি বলতে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে আমাদের সন্তানেরা সঠিক শিক্ষা পাচ্ছে বলে আমি মনে করি না। এই সিলেবাসকে আমার 'শিক্ষা সিলেবাস' বলে মনে হয় না। আর এই স্কুলগুলোকে 'শিক্ষালয়'ও বলা যায় না।

☼ আপনার সন্তান ১২-১৪ বছর স্কুলে কাটিয়ে সে যখন তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর কার্যকরী জবাব জানবে না তখন বলুন এই শিক্ষার কী-ইবা মূল্য?! (জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে প্রশ্নগুলো হলো : কে আমি? কেন আমার এই অস্তিত্ব? আল্লাহর অস্তিত্বের যৌক্তিক ও স্বভাবজাত প্রমাণগুলো কী কী? নবিজির নুবুওয়াতের দলীল কী? প্রচলিত ভ্রান্তিসমূহ নিরসনে আমার জবাব কী হবে? ঈমান ও ইলম, দৃশ্য ও অদৃশ্যের মাঝে সম্পর্ক কী? ইত্যাদি)

☼ আপনি দেখলেন আপনার সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে ফেলছে অথচ সে জানে না এই জীবনে সে মূলত কী চায়? সে এখনো জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য কীভাবে বাস্তবায়িত হয় সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। তা হলে বলুন এই শিক্ষার কীইবা মূল্য?!

☼ সে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে ফেলছে অথচ তার ভেতর চিন্তাগত, আকীদাগত ও পদ্ধতিগত কোনো রক্ষাকবচ নেই। ফলে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ বিষয়ও তার ঈমানকে হুমকিতে ফেলে দেয়। এমন অনেক আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট, গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষিতদের আমরা দেখতে পাই যারা নাস্তিকে পরিণত হয়েছেন কিংবা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অন্ততপক্ষে এমন সন্দেহে নিপতিত হয়েছেন যা তাদের ঈমান ছিনিয়ে নিতে যথেষ্ট। তা হলে বলুন এই শিক্ষার কীইবা মূল্য?!

☼ আপনার সন্তান উচ্চশিক্ষার ধাপ শেষ করেছে ঠিকই কিন্তু সে নিজের ইতিহাস সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না। সে জানে না তার আদর্শ কী আর প্রকৃত বীর কারা? নিজের ইসলামি আত্মপরিচয়ে তো সে গর্ববোধ করেই না; বরং তার মধ্যে একপ্রকার হীনমন্যতা ও পরাজিত মানসিকতা কাজ করে। বেশভূষায় সে ভিনদেশি ব্যভিচারী ও মদ্যপদের অনুসরণ করে। তা হলে বলুন এই শিক্ষার কীইবা মূল্য?!

☼ পড়াশোনার অধ্যায় তার প্রায় শেষ অথচ ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে তার কোনো জানাশোনা নেই। আল্লাহর সম্মান, ভালোবাসা ও আনুগত্য তার অন্তরে কতটুকু বিরাজ করা অত্যাবশ্যক সে ব্যাপারে তার সামান্যতম ধারণা নেই। সে জানেই না, অন্য সব আদেশের ওপর আল্লাহর আদেশকে প্রাধান্য দিতে হয়, আল্লাহর খাতিরেই বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হয় এবং তাঁর খাতিরেই শত্রুতা পোষণ করতে হয়। ভালোবাসতে হয় আল্লাহর জন্য আবার ঘৃণাও করতে হয় তারই জন্য। এখন বলুন এই শিক্ষার কীইবা মূল্য?!

☼ আপনার সন্তানের উচ্চশিক্ষার অধ্যায় শেষ অথচ সে এখনো যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। সিলেবাস, গবেষণা, প্রবন্ধ রচনা, বৈজ্ঞানিক সমালোচনা ও দলীল-প্রমাণের ক্ষেত্রে মৌলিক জ্ঞান পর্যন্ত সে রাখে না। তা হলে বলুন এই শিক্ষার কীইবা মূল্য?!

☼ সে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছে অথচ এমন কোনো জ্ঞান তার নেই যা তাকে মানসিকভাবে প্রশান্ত করবে, নিজের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য হতে শেখাবে। নিজেকে মূল্যায়ন করতে শেখাবে, বুঝতে শেখাবে, গ্রহণ করতে শেখাবে। যে জ্ঞান তার দুর্বলতা ও শক্তির স্থানগুলো ধরে ধরে চিহ্নিত করবে, তাকে পরিশুদ্ধ করবে। তা হলে বলুন এই শিক্ষার কী-ইবা মূল্য?!

এতক্ষণ পর্যন্ত এই স্কুলগুলো আমাদের কী শেখায়নি সে বিষয়গুলোই শুধু বর্ণনা করলাম, উল্টো কী বিষ শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে গেঁথে দিচ্ছে সে বিষয়ে তো কোনো আলোচনা-ই করিনি!

এত বছর আমি আমার সন্তানদের এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে ভর্তি করিয়েই যাচ্ছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যাতে তারা এই অস্থির পরিস্থিতির মাঝেও এমন কোনো স্থান খুঁজে পায়, যা শিক্ষা ও দীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অন্তরে কিছু ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে। কিন্তু অবস্থা হতাশাজনক। আপনারা যারা বাবা-মা, সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়েছেন ভেবে নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে যাবেন না। ওপরে এতকথা এইজন্যই বললাম। আর মনে রাখবেন, তাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রকৃত দায়িত্ব আপনাদের ঘাড়েই বর্তায়। এই দায়িত্ব থেকে আপনাদের মুক্তি নেই। সুতরাং বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তারবিয়াতকেন্দ্রিক ত্রিপাক্ষিক ভুল

আমাদের মধ্যে অনেকেই সন্তানদের ওপর 'তারবিয়াত বিনাশী' কর্মকাণ্ড চালান। কেউ চিল্লান, কেউ-বা লাঞ্ছিত করেন, অবজ্ঞা ও উপহাসের সুরে কথা বলেন, ভয় দেখান, হুমকি দেন। এমনকি কেউ একপ্রকার প্রতিশোধ থেকেই সন্তানদের প্রহার করেন। এরপর যদি সেই পুত্র বা কন্যা কোনো ধরনের ব্যক্তিত্ব বা শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে তা হলে সে নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষার্থে প্রতিরোধের চেষ্টা চালায়। অনেক সময় এই ক্ষেত্রে সে বেশ কঠোরতার আশ্রয় নেয়। কথা অমান্য করে, চোখ লাল করে দেখে, অবজ্ঞাভরে উত্তর দেয়, ভয়ংকর সব কর্মকাণ্ড করে। আর সে এসব কিছু করে মূলত নিজের অবশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রক্ষার্থে যা আমরা ভেঙে দিতে চাই। এরপর তাদের এসমস্ত প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড দেখার পর আমরা শারীআতের দোহাই টানতে থাকি, আর তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাই—'তুমি পিতামাতার অবাধ্য সন্তান', 'যেখানে আল্লাহ পিতামাতাকে উফ পর্যন্ত বলতে নিষেধ করেছে সেখানে তুমি কিনা চোখ রাঙিয়ে কথা বলছো', 'আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট' ইত্যাদি সব বলতে থাকি।

আমরা মূলত আমাদের সন্তানদের আল্লাহর ভালোবাসার ওপর গড়ে তুলতে সচেষ্ট হইনি। তাদের সাথে বিরোধের মুহূর্তেই শুধু আল্লাহর বাণী সুন্দর করে আওড়িয়েছি, কেবল তখনই আমরা তাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়েছি যখন আমাদের প্রয়োজন পড়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে সন্তানের হৃদয়ে আমরা যে বিকৃত রূপ তৈরি করে দিয়েছি এর ক্ষতিকর তিনটি পরিণতি হলো :

১. আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি ভালোবাসায় সন্তানদের হৃদয়ে ঘাটতি তৈরি হয়।

২. তাদের ব্যক্তিত্ব-ধ্বংসকারী তারবিয়াতের ক্ষেত্রে ভুল একটি পদ্ধতি তাদের ওপর প্রয়োগ করা হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৩. ভুল এই পদ্ধতি প্রয়োগের কারণে তারা কঠোর ও খারাপ আচরণের মাধ্যমে নিজেদের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতে চায়; যার ফলে তাদের স্বভাব-চরিত্র প্রায় বিনষ্ট হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

প্রিয় ভাইয়েরা, সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের ওপর কোনো প্রকার ভার অর্পণ করেননি, তাদের ভুলের জবাবদিহিতা তিনি চাননি। এটি মূলত তার গভীর হিকমত ও প্রজ্ঞার অংশ। এসময় তারা আমাদের ভুল থেকে নিজেদের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতে অনেকটা নির্বোধের মতো আচরণ করে বসে। যেহেতু আমরা তাদেরকে সুন্দর আচরণ শেখাইনি তাই এছাড়া ভিন্ন কোনো প্রতিরোধ সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকে না। তাদের এমন কর্মকাণ্ড আমাদের জন্য সতর্কঘণ্টা হিসেবে কাজ করে। যেন আমরা তাদেরকে অসময়ে আল্লাহর ভয় না দেখিয়ে বরং নিজেদের ভুলগুলো সংশোধনে মনোযোগ দিতে পারি।

আমরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে চেপে-বসা সে শাসকগোষ্ঠীর মতো হতে চাই না যারা একদিকে নিজেদের দায়িত্ব পূরণ করে না, আবার অন্যদিকে মানুষকে নিজেদের অনুগত রাখতে শারীআর উদ্ধৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে।

আমরা আমাদের সন্তানদের সে স্তরে পৌঁছাতে চাই না যেখানে পৌঁছে তারা আমাদের উদ্দেশ্যে বলবে, 'হ্যাঁ আমি অবাধ্য সন্তান', 'তোমার ইচ্ছা হলে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হও, তাতে আমার কী আসে যায়', 'আমি এসব পাত্তা দিই না'। একে তো এভাবে আমরা তাদের কাছ থেকে আমাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা আদায় করতে পারি না, উপরন্তু সে অবস্থায় আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতিও তাদের অন্তরে কোনো ধরনের শ্রদ্ধাবোধ বাকি থাকে না।

আমরা অবশ্যই চাই, আমাদের সন্তানদের মধ্যে যেন আনুগত্য ও সদাচরণের বীজ বপন করা যায়। অবাধ্যতা ও অসদাচরণের ক্ষেত্রে তাদের ভেতর যেন আল্লাহভীতি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। যাতে আমাদের সমাজ সেসব সন্তান দ্বারা আক্রান্ত হয়ে না পড়ে যারা পিতার বিরুদ্ধে আগ্রাসী মনোভাব লালন করে। কারণ এটি পশ্চিমা মতাদর্শেরই বিষফল।

তাই আপনার কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করুন, এরপর নিজ অধিকার চেয়ে নিন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককেই তার অধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রদান করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পচন যখন মূলে!

আমার ভাতিজা আমায় সেদিন একটি ঘটনা শোনাল। সে বলল, 'চাচা, কিছুদিন আগে আমি কিছু তরুণকে সুইমিং পুলে যাওয়ার প্ল্যানিং করতে শুনলাম। আমি তাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। এমনকি তাদের আত্মমর্যাদাবোধ উসকে দিতে এও বললাম যে, 'ভাই দেখো, তোমার বোন যদি পরপুরুষের সাথে সাঁতার কাটে, এই দৃশ্য কি তোমার জন্য কখনো সুখকর হবে?' তাদের একজন জবাব দিলো, 'এটা তো স্বাভাবিক বিষয়। তা ছাড়া বোনকে তো আর সাথে নিয়ে যাচ্ছি না।'

আমাদের দেশে সাধারণত দেখবেন, সদ্য কৈশোরে পদার্পণ-করা-ছেলেগুলো তাদের 'পুরুষত্বের' প্রমাণ রাখতে একে অপরকে গালিগালাজ করে। স্বয়ং বন্ধুর মুখে পিতার বিরুদ্ধে অশ্রাব্য গালি শুনতে পেয়েও সে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে, কিংবা বিষয়টি সহজেই উড়িয়ে দেয়। সে সেগুলো শুনে আবার হাসে!

তাদের সামনে আপনি কথা বলবেন ঠিকই কিন্তু কী বলে তাদের সম্বোধন করবেন সেটি ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারবেন না। ধার্মিকতা না থাকাই তাদের মূল সমস্যা নয়; বরং সমস্যা আরও গভীরে। মূলত ইসলামের সম্বোধন যে মূলভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটিই তাদের মধ্য থেকে গায়েব। তাদের মধ্যে সে আত্মমর্যাদাবোধ নেই যার মাধ্যমে তাদেরকে উসকে দেওয়া যাবে, সে ফিতরাতের সামান্য অংশটুকুও বাকি নেই যেটিকে কেন্দ্র করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সম্বোধন করেছেন।

ইসলাম এসেছিল আরবের সে গোত্রের নিকট যাদের ছিল আত্মমর্যাদাবোধ, সম্মান ও অহমিকার এক সুউচ্চ প্রাসাদ। শুনলে অবাক হবেন, তাদের কন্যাদের জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো জঘন্য এই কাজ করার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল গায়রাত ও আত্মমর্যাদাবোধ, অর্থাৎ কন্যা অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তারা সামান্য এক বাক্য গালিকে কেন্দ্র করে কত হাজার-লাখ মাথা যে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

এক যুবক নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে বলেছিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু তাকে এটুক বলেছিলেন, "তোমার মায়ের ক্ষেত্রে কি এটি তুমি পছন্দ করো? তোমার মেয়ে...? তোমার বোন...? তোমার ফুপু...? তোমার খালা...?" যুবক উত্তর দিয়েছিল, 'ওয়াল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এটি চাই না। আমার প্রাণ আপনার তরে উৎসর্গিত হোক।'[৬১]

একজন সুস্থ মানুষের উত্তর তো এছাড়া ভিন্ন কিছু হওয়ার কথা নয়। তাই নবিজি তার আত্মমর্যাদাকে কেন্দ্র করে তাকে সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু আজ?! যদি হুবহু সে প্রশ্নগুলোই আজকের মুসলিম যুবকদের করা হয় এবং তারা যদি এই বলে উত্তর দেয় যে, 'হ্যাঁ, আমি পছন্দ করি। আমার মা বোনেরা কী করবে সেটা তাদের ব্যক্তিগত চয়েস।' এরপর আপনার বলার আর কীইবা বাকি থাকবে!?

নবিজি ﷺ বলেছিলেন:

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

"সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো, ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে গালি দেওয়া।"

এতটুকু শুনেই সাহাবায়ে কেরাম হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কেউ কীভাবে নিজের পিতামাতাকে গালি দিতে পারে!?'

তারা মূলত ভাবতেই পারছিলেন না কোনো মানুষ থেকে এই আচরণ প্রকাশ পেতে পারে।

তখন রাসূল ﷺ উত্তরে বলেছিলেন,

يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

"সে অন্যের পিতাকে গালি দেবে, তখন সেই ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেবে, এমনিভাবে সে অন্যের মাকে গালি দেবে, তখন সেই ব্যক্তিও তার মাকে গালি

[৬১] আহমাদ, ২২২১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেবে। (আর এভাবে সে যেন তার নিজের পিতামাতাকেই গালি দিলো)"[৬২]

সেসময় শুধু এটুক ভাবা যেত যে, কেউ উত্তেজিত অবস্থায় অন্যের বাবা-মার নাম ধরে গালি দিয়ে ফেলল, আর অপরপক্ষও উত্তেজিত অবস্থায় প্রত্যুত্তরে একই শব্দ ব্যবহার করে ফেলল। আমার মনে হয় না, সাহাবায়ে কেরাম জানতেন যে, পরবর্তী সময়ে এমন একটি জাতি আসবে যারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেবে আবার হাসি মুখে বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে দেওয়া গালিকে হজমও করবে। তাঁরা ইসলামি যুগে তো দূরের কথা জাহিলি যুগে পর্যন্ত এই বিষয়টি কল্পনা করতে পারতেন না।

যারা আজ বাবা-মা হয়েছেন আপনাদের বলি,

☼ সন্তানদের সাথে বসে যখন একসাথে আপনারা টিভি সিরিয়াল দেখেন তখন মূলত তাদের লাজ-লজ্জার দেওয়াল ভেঙে দেন।

☼ আল্লাহ যে পোশাক ঘৃণা করে আপনারা যখন তা পরে বাইরে পা রাখেন, তখন তাদের দ্বীনি মানসিকতাকে নষ্ট করে দেন।

☼ যখন সন্তানদের সম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ, সংগ্রাম ও দ্বীনি অহমিকার ওপর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনারা অবহেলা করেন এবং তাদের থেকে দূরে থাকেন, তাদেরকে অলসতা ও অর্থহীন জীবনযাপনের মধ্যে ছেড়ে দেন, তখন আপনারা মূলত সন্তানদের জন্মগত মৌলিক ফিতরাতকেই ধ্বংস করে দেন। আপনাদের কর্মগুণেই তারা এমন সব স্বভাবের ওপর নিজেদের গড়ে তোলে যা জাহিলি যুগের অমানবিক স্বভাবকেও হার মানায়। কবি বলেন,

إِذَا كَانَ الطِّبَاعُ طِبَاعَ سُوءٍ *** فَلَا أَدَبٌ يُفِيْدُ وَلَا أَدِيْبُ

যার জন্মগত স্বভাব-চরিত্র বিগড়ে যায়,
সে কোনো উপদেশেই উপকার না পায়।

[৬২] বুখারি, ৫৯৭৩; মুসলিম, ৯০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই পরিবারই আপনার ক্যারিয়ার

মহান আল্লাহ তাআলা পুরুষের মাঝে এমন ঘাটতি রেখেছেন যা নারী ছাড়া কখনো পূরণ হয় না। ঠিক তেমনিভাবে নারীর অপূর্ণতা পুরুষ ছাড়া পূর্ণতা পায় না। তাই একে অপরের সম্পর্ক হবে পরিপূরক হিসেবে, প্রতিযোগী হিসেবে নয়। অনেকটা পাশাপাশি অবস্থিত হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ন্যায় সম্পর্ক। তাই ইসলাম নারী-পুরুষ প্রত্যেককেই বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্ব দিয়েছেন এই অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দেবার উদ্দেশ্যেই।

অধিকাংশ বাবা-মা সন্তান গ্রহণ করেন ব্যক্তিগত চাহিদার অংশ হিসেবে। এই সন্তান জন্মদানে তাদের ভেতর কোনো মহান উদ্দেশ্য কাজ করে না। ফলস্বরূপ একসময় গিয়ে সন্তান তাদের বোঝায় পরিণত হয়, ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারের পথে তারা কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। কলিগদের সামনে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে প্রমাণ করতে ব্যস্ত বাবা-মা সন্তানদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় পান না। তারা সন্তানদের ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে তাদেরকে প্রচলিত নষ্ট সভ্যতার কবলে ছেড়ে দেন, সন্তান তখন পশ্চিমাদের তৈরি চরিত্রবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

প্রিয় পাঠক, শুনে রাখুন! আপনার সন্তানই আপনার সবচেয়ে বড়ো 'ক্যারিয়ার', অন্য কিছু দিয়ে নয় তাদের মাধ্যমেই নিজেকে প্রমাণ করুন। মৃত্যুর পরে তারাই হবে আপনার সদাকায়ে জারিয়া বা চলমান নেক আমল। তাদের প্রতি আপনার অবহেলা একসময় কুঠার হয়ে ফিরবে, যা কেবল আপনার আফসোসেরই কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

> “আপনি বলুন, ‘তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত, যারা কিয়ামাতের দিন নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়। আর জেনে রেখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।”[৬৩]

এই উম্মাহর সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ হলো পরিবার। তাই শত্রুপক্ষ সর্বশক্তি ব্যয় করে এই পরিবার ব্যবস্থা ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছে। যদি পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহকে ভয় না করে চলি, তা হলে শত্রুর আগে আমরা নিজেদেরই বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব।

[৬৩] সূরা যুমার, ৩৯ : ১৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কর্মবিরোধী প্রার্থনা

রোগী যখন একদিকে ক্ষতিকর সব খাদ্য গ্রহণ করে, আর অপরদিকে গভীর রাতে আল্লাহর দরবারে সুস্থতার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে তখন চিকিৎসা না করার কারণে সে রোগী অবশ্যই গুনাহগার হবে। ঠিক এভাবে পিতা যদি সন্তানের সঠিক দীক্ষা দেওয়ার মূলনীতিগুলো প্রয়োগ না করে বরং এর উল্টো কাজটি করে, তারপর আল্লাহর নিকট সুসন্তান লাভের উদ্দেশ্যে দুআ করে তা হলে এই পিতাও সন্দেহাতীতভাবে গুনাহগার হবে।

অনেক মা-বাবাকে দেখবেন চিৎকার করে বলছেন, 'কেন আমার সন্তান আমার উদ্‌বেগ ও দুঃখকষ্টের মূল কারণে পরিণত হয়েছে? অথচ আল্লাহ তো বলেছেন, সন্তান হলো দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য!?'

এ কথাগুলো তারা বলেন তাকদীরের ওপর একপ্রকার দোষ চাপিয়ে, এমনকি সন্তান যে একটি নিয়ামাত সে বিষয়েই তারা সন্দেহ করতে শুরু করেন। অনেকে তো আবার বংশবৃদ্ধির এই চিরাচরিত নিয়মের মধ্যে আল্লাহর হিকমত সম্পর্কেই সংশয়ে পড়ে যান। তাদের এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআলাই দিচ্ছেন,

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

"আপনি বলে দিন, 'এ কষ্ট তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে।'"[৬৪]

অন্যান্য সব বিষয়ে যেমন মাধ্যম ও উপকরণ গ্রহণ করা জরুরি, সন্তানকে সুসন্তানে পরিণত করার বিষয়টিও ঠিক এমনই। সুস্থতার জন্য যেমন চিকিৎসা, তৃষ্ণা নিবারণের

---

[৬৪] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৬৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জন্য যেমন পানি, বেঁচে থাকতে যেমন খাবার প্রয়োজন ঠিক সেভাবেই সুসন্তান গড়ে তুলতে প্রয়োজন সঠিক দীক্ষা।

আপনি তো প্রথম ধাপেই রাসূল ﷺ-এর আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। সন্তানের সঠিক দীক্ষার প্রথম ধাপ হলো দ্বীনদার স্ত্রী নির্বাচন। রাসূল ﷺ বলেছেন,

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"সুতরাং তুমি দ্বীনদারী ও ধার্মিকতাকেই প্রাধান্য দেবে, নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[৬৫]

এরপর আপনি লঙ্ঘন করলেন নবিজি ﷺ-এর বাতলে দেওয়া সন্তান দীক্ষা দেওয়ার অন্যান্য সব নীতিমালা। সত্যি বলতে অনেক নীতিমালা সম্পর্কে আপনার ধারণাই ছিল না। আর যেগুলো জানা ছিল তা প্রয়োগ না করে বরং উলটো ও ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

সুতরাং এখন আল্লাহর নিকট 'ইয়া আল্লাহ' বলে বেশ কাকুতিমিনতি করার পর যদি কোনো ফলাফল দৃষ্টিগোচর না হয়, তা হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বরং এমন 'কর্মবিরোধী প্রার্থনা'র জন্যই আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। না হয় আপনিই বলুন, বিষ পান করতে করতে আল্লাহর নিকট সুস্থতা প্রার্থনা করা যায়?!

[৬৫] বুখারি, ৫০৯০; মুসলিম, ১৪৬৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বয়ঃসন্ধি

আপনার সদ্য প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান যখন আপনার সাথে অভদ্রতার সব সীমা অতিক্রম করবে, যখন সে অবাধ্য হবে এবং জেদ ধরে বসবে তখন আপনার মন চাইবে 'শিষ্টাচার শিক্ষা' ও 'সম্মান রক্ষা'র নামে তাকে প্রহার করতে কিংবা বকাঝকা ও হুমকি-ধামকি দিতে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, এর মাধ্যমে সে-ই আপনার ওপর বিজয় লাভ করবে আর আপনি নিজ সম্মান হারিয়ে বসবেন! কারণ আপনি তার সামনে দুর্বল হয়ে পড়লেন, রাগের বশবর্তী হয়ে অমানবিক আচরণ করলেন, নিজের অস্থিরতায় নিয়ন্ত্রণ হারালেন। সত্যি বলতে এটিই হলো দুর্বলতার সংজ্ঞা।

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

"প্রকৃত বীর সে নয় যে কুস্তিতে বিজয়ী হয় বরং বীর তো সে-ই, যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"[৬৬]

আমাদের প্রত্যেকেই এই হাদীসটি জানি ও শুনি। কিন্তু অন্তরে কখনো এই কথা আমাদের আসেনি যে, এটি সন্তানদের দীক্ষাদান ও তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সন্তানকে শারীরিক বা মানসিকভাবে ধরাশায়ী করার মাধ্যমে আমাদের শক্তি ও সম্মান রক্ষা হয় না। বরং এগুলো তখনই রক্ষা হয় যখন তাদের উত্তেজক কর্মকাণ্ডের পরও নিজেকে শান্ত রাখা যায়।

আমাদের সদ্য কৈশোরে পা-দেওয়া-সন্তানেরা একটি শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। এই কারণে তাদের ভেতর ত্বরিত বিদ্রোহী প্রতিক্রিয়া

---

[৬৬] বুখারি, ৬১১৪; মুসলিম, ২৬০৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেখা দেয়, সেই সাথে তারা এমন আচরণও করে বসে যার কারণে স্বয়ং নিজেরাই একসময় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। আসলে আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় মাত্র কয়েক সেকেন্ডের, এরপরই বিদ্রোহভাব, প্রতিশোধ-প্রবণতা চলে যায়। তখন শান্ত হয়ে বসে সন্তানের সাথে কথা বলুন। তার ভুল তার নিকট স্পষ্ট করুন। প্রয়োজনে এরপর তাকে শাস্তি দিন। তখন সে দেখতে পাবে এই শাস্তি একজন ন্যায়পরায়ণ শক্তিশালী বাবার পক্ষ থেকে, যিনি রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সে আরও বুঝবে তথাকথিত দীক্ষার নামে নিজের রাগ ঝাড়ার উদ্দেশ্যে নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে দীক্ষা দিতেই আপনি তাকে শাস্তি দিচ্ছেন।

সন্তান যখন এটি বুঝতে সক্ষম হয় যে, পিতা তাকে শাস্তি প্রদান করছে নিছক ভালোবাসা থেকে, তার কল্যাণের উদ্দেশ্যে, তখন শাস্তি যত তীব্রই হোক না কেন, এর কারণে সে বাবাকে আরও বেশি ভালোবাসে। বাবার সাথে তার সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সে যদি বাবার চোখে ক্রোধ ও প্রতিশোধের আগুন বাদে আর কিছু দেখতে না পায়, যদি তার অন্তরে এই অনুভূতি জাগে যে, এই শাস্তি মূলত একপ্রকার শত্রুতা ও ঘৃণা থেকেই, তখন বাবার প্রতি তার অন্তরে কঠোরতা তৈরি হয়।

তবে বলতেই হয়, আমরা আমাদের কঠোরতা ও প্রতিশোধকে যত যাই বলে সমর্থন করি না কেন শেষমেশ মানবজাতির শিক্ষক নবি ﷺ-এর কথাই তো সত্য হবে। তিনি বলেছেন,

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

"কোনো বিষয়ে নম্রতা থাকলে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আর কোনো বিষয় থেকে নম্রতা দূর করা হলে তা কলুষিত হয়।"[৬৭]

[৬৭] মুসলিম, ২৫৯৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চাঁদের দিকে লাফ!

আমার মেয়ে একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, কাফিররা কি কখনো কুরআনের মতো আরেকটি কিতাব তৈরি করার চেষ্টা করেনি?'

আমি তাকে বললাম, 'খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। কিন্তু এর আগে আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব আর তুমি উত্তর দেবে। আমি যদি বলি, এখান থেকে দরজা পর্যন্ত একটি লাফ দাও (প্রায় ২ মিটার)। তুমি কি চেষ্টা করবে?'

☼ 'হ্যাঁ।'

❋ 'আচ্ছা যদি টেবিলের ওপর দিতে বলি? (৪ মিটার)।'

☼ 'ইমমম.. একটু চেষ্টা করব। (হেসে উত্তর দিলো)।'

❋ 'আচ্ছা এবার যদি বলি, চাঁদ পর্যন্ত লাফ দাও।'

তারা ভাই-বোন সকলে একযোগে হেসে উঠল।

☼ 'অবশ্যই না।'

❋ 'মা, কাফিরদের সাথে ঠিক এটাই ঘটেছিল। তারা বিশুদ্ধ আরবিভাষী ছিল, গদ্য ও পদ্য লিখত ঠিক; কিন্তু কুরআনের মতো আরেকটি কিতাব রচনার চেষ্টা করা মূলত তাদের নিকট চাঁদ পর্যন্ত লাফ দেওয়ার মতোই ছিল। কেউ যদি এর চেষ্টাও করত তাকে মানুষ বোকা বাদে আর কিছু ঠাওর করত না। আর তারা নিশ্চয় বোকা হতে চাইত না। তুমি নিজেই কল্পনা করে দেখো, তুমি কাপড় সামান্য গোটালে, তারপর এক পা এগিয়ে আবার এক পা পিছিয়ে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করলে। কতটা হাস্যকর দেখাবে!?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই কারণে পুরো ইতিহাস ঘেঁটে এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যাবে না যেখানে তারা বেশ মনোযোগের সাথে কুরআনকে অনুকরণের চেষ্টা করেছে। বরং তারা এদিকে না গিয়ে নবিজি ﷺ-এর বিরোধিতা, হুমকি-ধামকি, মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি কাজে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিল।

এই মুসলিম প্রজন্মের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভয়ংকর যে ষড়যন্ত্রটি করা হয়েছে তা হলো, আরবি ভাষায় দুর্বলতা সৃষ্টি করে দেওয়া। এই কারণে আজ তাদেরকে ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে হয় যে, কেন কুরআন একটি মু'জিযাসম্পন্ন কিতাব। তাদেরকে দেখাতে হয়, দুই মিটারের দূরত্ব আর চাঁদের দূরত্বের মাঝে পার্থক্য কত। এই নষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা তাদেকে পূর্ব-পশ্চিমের সব জ্ঞান শেখালেও সামান্য এই পার্থক্যটুকু শেখাতে সক্ষম হয়নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একটি বালকের গল্প

সেদিন মাসজিদে ইশার সালাত শেষে একটু বসলাম। সামনে দেখতে পেলাম এক কিশোর সুন্নাত সালাতগুলো আদায় করছে৷ শপথ করে বলতে পারব, অধিকাংশ মুসলিম তার মতো একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করে না। সে কী প্রশান্ত ভাব! কতটা নিরবচ্ছিন্নভাবে রুকূ ও সাজদাগুলো আদায় করছে! ছেলেটির মুখে ভদ্রতা ও সততার ছাপ পরিচ্ছন্ন। আমি তার পাশে-বসা-লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'ছেলেটি কি আপনার?'

লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।'

☼ 'বয়স কত তার?'

❋ '১৩ বছর।'

☼ 'কী নাম?'

❋ 'জিয়াউদ্দীন।'

☼ 'ভাই, আপনারা কোথা হতে এসেছেন?'

❋ 'সিরিয়া থেকে।'

☼ 'সন্তানদের দীক্ষার বিষয়ে আমাকে একটু নসীহত করুন। আমি দেখেছি আপনার সন্তান যুগের ছেলেদের তুলনায় মা শা আল্লাহ, অনেক সুন্দর করে সালাত আদায় করে।'

লোকটি বাহ্যিক বেশভূষায় ছিলেন নিরেট একজন সাধারণ লোক। তিনি আমাকে জবাব দিলেন, 'আমি সবসময় একটি কথাই মাথায় রেখেছি—সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিন। কুরআন তাকে সব শিখিয়ে দেবে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমার মেয়ের রোজনামচা

কিছুক্ষণ পূর্বে আমার নয় বছরের কন্যাকে যথারীতি ডাক্তারি চেকআপ করালাম। ডাক্তার তাকে জানাল এই বছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সে বান্ধবীদের সাথে অংশ নিতে পারবে না। অথচ বেশ কিছুদিন ধরে সে অধীর আগ্রহে এর জন্য প্রহর গুনছিল। কিন্তু আমাকে বেশ অবাক করে দিয়ে মিটিমিটি হেসে সে আমাকে বলল, 'জানো বাবা, আমি কেন চিন্তিত নই? কারণ আল্লাহ আমাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দিয়েছেন।'

সে যেন বলছিল, আমি সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ তাআলা আমাকে এভাবে সন্তুষ্ট ও ধৈর্যশীল বানিয়ে মূলত আমার ওপরই অনুগ্রহ করেছেন। আমি আনন্দিত, কারণ মহান আল্লাহ তাঁর দয়া বর্ষণের জন্য আমাকে নির্বাচিত করেছেন।

কত সংক্ষিপ্ত বাক্যে কত বড়ো কথা সে বলে ফেলল। আপনার সন্তানদের আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তির ওপর সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দিন।

*****

আমার কন্যা সারাহর মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী বিভিন্ন সময়ই তার খাতা ও নোটগুলো ঘাটাঘাটি করত। ফলে এমন অনেক কিছুই ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগল যা সারাহ তার নীরব ও নিভৃতের সময়গুলোতে টুকে রাখত। যেমন ধরুন, আজ একটি খুঁজে পেলাম। সে এটি লিখেছিল তার লিভার অপারেশনের একদিন আগে।

সে ডানপাশে একটি বক্স এঁকে সেখানে একটি সম্ভাবনা লিখেছে, 'ক্যান্সারের ঝুঁকিমুক্ত ফুসফুস।'

তারপর বামপাশে বক্স এঁকে সেখানে লিখেছে আরেকটি সম্ভাবনা, 'ক্যান্সার দ্বারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পরিপূর্ণ ফুসফুস?' এই বাক্যের শেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। অর্থাৎ, ফলাফল কী হতে পারে কে জানে...

এরপর এদুটি বক্সের নিচে সে স্পষ্ট বাক্যে লিখেছে,

'এই দুই সম্ভাবনার যা-ই হোক না কেন আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সবকিছুই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী হবে। শেষমেশ তাকদীরে আল্লাহ যে সময়টা নির্ধারণ করে রেখেছেন মৃত্যু কেবল তখনই হবে। আমার ওপর কর্তব্য শুধুমাত্র এটুকু যে, মাধ্যম গ্রহণ করা ও চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া। এসব কিছুর চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইবাদাত-বন্দেগির ওপর অটল থাকা। যাতে আল্লাহর সাথে আমার সত্যিকার সম্পর্ক অটুট থাকে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।'

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা যে তিনি আমাকে এমন কন্যা দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং তাকে নিজ সান্নিধ্যে এমন অবস্থায় তুলে নিয়েছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুখী ও রাগী

গ্রীষ্মের ছুটি কীভাবে কাটানো যায় সে ব্যাপারে বলছিলেন আমার বন্ধু ড. আবদুর রহমান যাকির। তার একটি কথা আমার মনে ধরল, যা অনেকটা এমন, 'আপনার সন্তানকে একজন পূণ্যবান ও সুখী ব্যক্তির সান্নিধ্যে রাখার চেষ্টা করুন। কারণ আপনার সন্তান যখন তার বাবা-মা উভয়কে একই সাথে মুমিন ও সুখী দেখতে পাবে তখন সে আর ক্ষতিকর বস্তুতে আসক্ত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করবে না।'

যখন আপনি একজন 'সুখী মুমিন' হবেন তখন এটি স্পষ্ট যে, আপনি ঈমানকে পরিপূর্ণরূপে বুঝেছেন। সে সময়টিতে আপনি আদর্শ মা-বাবা ও আদর্শ বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

আপনার সত্যিকার একটি নির্ভেজাল হাসি ও প্রশান্ত হৃদয় চারপাশের সকলের জন্য সর্বোত্তম দাওয়াত। তারা আপনাকে দেখে প্রভাবিত হবে। কারণ মানুষ এমন মতাদর্শ ও ধর্ম খোঁজে যা সত্যিকার সুখের বাস্তবায়ন ঘটায়। দেখুন, মহান আল্লাহ তাআলাও মুমিনদের সুখী জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

"মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ পূণ্যের কাজ করবে, অবশ্যই আমি তাকে সুখের জীবন দান করব।"[৬৮]

তাই আপনার সুখের জীবন আপনার আমল কবুল হওয়ার প্রমাণ।

*****

---

[৬৮] সূরা নাহল, ১৬ : ৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হতে পারে আপনি খুব দ্রুত রেগে যান। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ব্যথায় ব্যথিত হন। কখনো স্ত্রীর সাথে, কখনো ছেলে-মেয়ে বা ভাইবোনদের সাথে। অনেকের একটি পরামর্শে আপনার কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম, 'রাগান্বিত হোয়ো না'। এই বাক্যটি দ্বারা নবিজি ﷺ-ও নসীহত করেছিলেন। কিন্তু এই উত্তম পরামর্শের বিপরীতে আপনার জবাব হয়, 'আমি পারি না। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি।'

আচ্ছা যদিও 'আমি পারি না' বাক্যের সাথে আমরা একমত হতে পারলাম না, তবু আপনার কাছে এমন একটি জিনিস চাইব যা আপনি নিজেই স্বীকার করবেন যে, আপনি পারবেন। কী সেটা?

খুব দ্রুত সহজ হয়ে যান। নিজের আপন অবস্থায় ফেরত আসুন। আপনার রাগের কারণে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে সেটি দ্রুত সংশোধন করে ফেলুন। যদি এই রাগ ক্ষণিকের প্রতিক্রিয়া হয় তা হলে মুহূর্তের ভেতর নিজেকে সামলে নিলে তো আর কোনো অসুবিধে নেই তাই না!? হ্যাঁ তবে অহমিকায় বাধা দিলে সেটি ভিন্ন বিষয়!

হাদীসে নবিজি ﷺ মানুষকে তিন স্তরে বিভক্ত করেছেন—

بَطِيْءُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الفَيْءِ

১. যারা রাগান্বিত হয় খুব ধীরে আর নিজেকে সামলে নিয়ে ফিরে আসে মুহূর্তের মধ্যে, খুব দ্রুত। হাদীসে এই শ্রেণির মানুষকেই সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

سَرِيْعُ الغَضَبِ سَرِيْعُ الْفَيْءِ

২. যারা রাগান্বিত হয় খুব দ্রুত, আবার ফিরেও আসে খুব দ্রুত। তাদের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে, তাদের বিষয়টি একটি আরেকটির মাধ্যমে কাটাকাটি যাবে। (অর্থাৎ তাকে ভালোও বলা যাবে না, খারাপও বলা যাবেন)।

سَرِيْعُ الغَضَبِ بَطِيْءُ الْفَيْءِ

৩. যারা খুব দ্রুত রাগান্বিত হয় ঠিক, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে ফিরে আসতে তাদের অনেক সময় লাগে। হাদীসে তাদেরকে সর্বনিকৃষ্ট মানুষ বলে ঘোষণা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেওয়া হয়েছে।[৬৯]

চেষ্টা করুন, রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার, খুব কঠিন কিছু না হওয়া ছাড়া রাগ না দেখানোর। আর যদি রাগ করতেই হয়, তা হলে খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিন, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। দ্বিধাহীনচিত্তে বলুন, 'দুঃখিত! ভুল হয়ে গেল।' নিজের স্ত্রী-সন্তানদের কাছে টেনে নিন। ঘরের স্বাভাবিক রূপ ফিরিয়ে আনতে কোনো ভূমিকা ছাড়াই তাদের চুমু খান।

সাবধান! তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে যাবেন না যাদের সর্বনিকৃষ্ট বলা হয়েছে—যারা খুব দ্রুত রাগান্বিত হলেও, দ্রুত এর সমাধান করে না, রাগ থেকে ফিরে আসে না। অনেক সময় এর পেছনে মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করে—অহমিকা।

[৬৯] বিস্তারিত দেখুন—তিরমিযি, ২১৯১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আদর

কন্যাদের আদর করুন, স্নেহ ও আবেগ দিয়ে তাদের হৃদয় মাতিয়ে রাখুন। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রতিদান পাওয়ারও আশা করুন।

আমি আমার কন্যাদের বুকে জড়িয়ে রাখি, চুমু খাই, আদর দিই, তাদের সাথে কৌতুক করি, তাদের আবদার পূরণ করি। এগুলোর বিনিময়ে প্রতিদানের প্রত্যাশাও রাখি। কারণ এর মাধ্যমে আমি তাদের নিকট আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-কে প্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেছি। দ্বীনের একটি আদেশ পালন করেছি। কেননা শারীআত কন্যাদের প্রতি স্নেহ ও আবেগ প্রদর্শনে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন।

আমি প্রতিদানের আশা রাখি, কারণ আমি তাদেরকে কখনো ক্ষুধার্ত রাখিনি। হতে পারত ক্ষুধার কারণে যুগের জাহিলিয়্যাতের পাতা-ফাঁদে তারা পা দিত, হারাম রিলেশনে উদ্‌বুদ্ধ হতো। অনেক বাবাকেই দেখতে পাবেন যারা কর্মস্থলের ব্যস্ততায় সময় কাটান, কন্যাদের সাথে কর্কশ আচরণ করেন। মনে রাখবেন, আপনার স্নেহশীলতা ও কোমলতা আপনার কন্যাদের আকীদা সংরক্ষণ করবে। তাদের ব্যক্তিত্বকে মজবুত করে গড়বে।

কন্যাদের উপলব্ধি করান, আপনি তাদের খুব ভালোবাসেন, আপনার নিকট তাদের একটি বিশেষ অবস্থান আছে। দেখুন এই শিক্ষা আমরা নবিজীবনেই পাই—যখন ফাতিমা رضي الله عنها আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট আসতেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, তাকে চুমু খেতেন, তার হাত ধরে নিয়ে এসে তাকে বসাতেন। এগুলোই ছিল ভালোবাসার উষ্ণতা, অভ্যর্থনা ও আদর। ঠিক ফাতিমাও যখন বাবাকে আসতে দেখতেন দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁকে চুমু খেতেন, হাত ধরে নিয়ে গিয়ে এক স্থানে বসাতেন।[৭০]

[৭০] আবূ দাউদ, ৫২১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রভাব!

সেদিন আমার বন্ধু ড. যাকির আমাকে তার স্বচক্ষে দেখা দুটি ঘটনা জানালেন।

প্রথমটি হলো : একজন মা তার যুবক ছেলেকে সালাতের তাগাদা দিত। একবার মা যখন সালাতের জন্য খুব বেশি পীড়াপীড়ি করছিল তখন ছেলেটি জবাব দিয়েছিল, 'আমি কেন সালাত পড়ব?! আমার সালাত আদায়ের কারণে তো আমি কখনো তোমার সুখ-শান্তিতে কোনো রকম প্রভাব পড়তে দেখিনি।' অর্থাৎ আমার সালাতের কারণে তোমাকে কখনো প্রশান্তি লাভ করতে দেখিনি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো এক যুবকের। সে ইসলামের ব্যাপারে সংশয়বাদী হয়ে পড়েছিল। নাস্তিক্যবাদী জীবনাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। একদিন ড. যাকির তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার দিন কীভাবে শুরু হয়?'

❋ 'আমি সকাল বেলা উঠে প্রথমে ফজরের সালাত আদায় করি।'

☼ 'ফজরের সালাত পড়ো?! অথচ তুমি...'

❋ 'সালাতটা আসলে ছেড়ে দিতে পারছিলাম না। কারণ এই সালাতের অনেক বড়ো একটা প্রভাব আমি আমার মায়ের ওপর দেখেছি। আমি সালাত আদায় করলে তিনি কেমন যেন বেশ প্রশান্তি লাভ করেন।'

নিঃসন্দেহে প্রথম ঘটনায় ছেলেটি যে অজুহাত পেশ করেছে সেটি গ্রহণযোগ্য ছিল। আর দ্বিতীয় ঘটনার ছেলেটি পরবর্তীকালে নীড়ে ফিরে এসেছিল এবং ফিরে পেয়েছিল তার বিশ্বাস।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো : বাবা-মা থেকে শুরু করে যারাই তারবিয়াত ও দীক্ষার কাজে জড়িত! ভুলে যাবেন না, আপনার প্রশান্তি ও সুখের মধ্যে যখন আপনার সন্তান দ্বীনের প্রভাব লক্ষ করবে, তখন সেটিই হবে তাদের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ দাওয়াহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পূর্ণাঙ্গ পুরুষ

অনেক সময় বিভিন্ন জরুরি কারণে পুরুষদের ঘরে অবস্থান করতে হয়। তখন ভালোবাসা বৃদ্ধির সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, সন্তানদের সামনে সেই কাজগুলো নিজে হাতে করা, যা সাধারণত ঘরের গৃহিণীরা করে থাকে। যেমন : ঘর পরিচ্ছন্ন করা, খাবার তৈরি করা, খাবার পরিবেশন করা ইত্যাদি। আর এসব কাজে সন্তানদেরও অংশীদার করানো উত্তম।

এর মাধ্যমে আপনি যেন আপনার স্ত্রীকে বললেন , 'আমি এই কাজগুলোকে ছোটো মনে করি না। সাধারণ দিনগুলোতে আমি অন্যান্য দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার কারণে এই দায়িত্ব তোমার কাঁধে এসে বর্তায়। এখন যখন তোমাকে সহযোগিতা করার সুযোগ পেলাম দেখ কত খুশি মনে কাজ করছি।' তখন স্ত্রীর হৃদয় আনন্দে আটখানা হয়ে পড়বে।

এই কাজের কারণে সন্তানদের নিকট যে বার্তা যাবে তা হলো, 'তোমরা তোমাদের মাকে সাহায্য করো। আমি এক্ষেত্রে তোমাদের আদর্শ। দেখো, তোমাদের আদেশ দেওয়ার আগে আমি নিজেই কাজটি করছি।'

অনেককেই পাবেন যারা এই কথাগুলোকে ঠিক মেনে নিতে পারেন না কিংবা উপহাস করেন; জেনে রাখবেন, এতটুকুই যথেষ্ট যে এই কাজটি 'সর্বোত্তম পুরুষ' ও নবি-রাসূলদের সর্দার নবি ﷺ-এরও সুন্নাহ। যার প্রতিটি সময় ছিল সবচেয়ে মূল্যবান, আয়িশা ﵂-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল,

مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ؟

'নবি ﷺ ঘরে থাকাকালীন কী কাজ করতেন?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিনি জবাব দিয়েছিলেন,

كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِيْ خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

"তিনি ঘরে পারিবারিক কাজগুলো করতেন—অর্থাৎ তাদেরকে সহায়তা করতেন—আর সালাতের সময় হলে সালাত আদায়ের জন্য বেরিয়ে যেতেন।"[৭১]

অন্য এক হাদীসে আয়িশা ﵂ রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলেছেন,

مَا كَانَ إِلَّا بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ. كَانَ يَفْلِيْ ثَوْبَهُ - يَعْنِيْ يُنَظِّفُ ثَوْبَهُ- وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ

"তিনি তো অন্যান্যদের মতো একজন মানুষই ছিলেন। নিজের কাপড় পরিষ্কার করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন।"[৭২]

নিজের পারিবারিক ভিতকে মজবুত করুন। স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সহজ হয়ে উঠুন। 'পরিবার' নামক মজবুত এই দুর্গটিকে সুদৃঢ় করুন। পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন।

وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

"তোমরা পাথেয় অবলম্বন করো। আর সর্বোত্তম পাথেয় হলো আল্লাহভীতি।"[৭৩]

---

[৭১] বুখারি, ৬৭৬, ৬০৩৯।
[৭২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৬১৯৪।
[৭৩] সূরা বাকারা, ২ : ১৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বাদানুবাদ

☼ 'সন্তানদের কিছু সময় দাও। তাদের সাথে একটু বসো।'

❋ 'আমি এখন ক্লান্ত। তুমি গিয়ে বসো।'

☼ 'মোবাইলটা একটু রাখো। ছেলেদের কিছু পড়াও।'

❋ 'মাত্র অফিস করে আসলাম। তুমি যাও না!'

☼ 'ছেলেদের সাথে কিছুক্ষণ খেল। এটা তাদের তারবিয়াতেরই একটি অংশ।'

❋ 'তুমি গিয়ে খেল। আমি সারাদিন ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকি। এখন বিশ্রাম করব।'

প্রিয় বাবা-মা, হাতজোড় করে বলি, এই বাদানুবাদগুলো সন্তানদের সামনে করবেন না। তাদের ওপর চিৎকার চেঁচামেচি করা এবং তাদেরকে প্রহার করার তুলনায় এই ধরনের আলোচনা তাদের আরও বেশি ক্ষতি করে।

আপনি কখনো তাকে প্রহার করলেন, কখনো-বা রাগ ঝাড়লেন, কখনো মাত্রাতিরিক্ত শাসন করে ফেললেন; কিন্তু এসব ওপরে বর্ণিত বাদানুবাদের তুলনায় তুচ্ছ। কারণ আপনি যখন সন্তানের ওপর কঠোরতা দেখালেন, সে বুঝে নেবে এই কঠোরতা তার কল্যাণের জন্যই করা হয়েছে। কিন্তু 'তুমি সময় দাও। না, তুমি দাও' এই জাতীয় অনীহামূলক কথোপকথন তাকে একটি নেতিবাচক বার্তা দেবে। সে বুঝে নেবে যেন আপনারা তাকে বলছেন, 'আমাদের কাছে তুমি মুখ্য বিষয় নও। তোমাকে সময় দিয়ে আমরা কোনোভাবেই স্বস্তি পাই না। তাই আমরা উভয়ে তোমার বোঝা একে অপরের ঘাড়ে তুলে দিয়ে নিজে বাঁচতে চাই।'

লক্ষ করুন কত ভয়ংকর একটি বার্তা তাদের নিকট পৌঁছাচ্ছে! আল্লাহ আমাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রক্ষা করুন। সবসময় মনে রাখবেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।[৭৪]

[৭৪] বুখারি, ২৪০৯; মুসলিম, ১৮২৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কন্যা যদি আপনার চোখে আল্লাহর সম্মান দেখতে পেত!

আপনার মেয়ে এখন প্রাপ্তবয়স্ক। এই অবস্থায় এক-দুই বছর অতিবাহিত হলো। তবুও সে এখনো পর্দায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি।

☼ 'নিজের মেয়ের কিছু খবর রাখেন?'

☼ 'তার পর্দা করার ইচ্ছা আছে। তাই আমি আর চাপ দিতে চাই না।'

☼ 'চাপ দিতে চান না.. যখন তাকে হাম, পোলিও, বসন্ত ইত্যাদি রোগ থেকে বাঁচাতে টিকা কেন্দ্রে একপ্রকার জোর করে নিয়ে যান, তখন কি এই চাপের কথা মনে থাকে না?!'

কোনটি অধিক ভয়ংকর? এই রোগগুলো নাকি সে আগুন যা থেকে মহান আল্লাহ তাআলা আপনার মেয়েকে বাঁচানোর নির্দেশ দিয়েছেন?

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"[৭৫]

যদি আপনি আপনার মেয়েকে দুনিয়ার কোনো আগুনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেন তখন তাকে কি এই কথা বলে ছেড়ে দেবেন, 'তার ওপর আমি চাপ প্রয়োগ করতে চাই না!?'

যদি আপনার মেয়ে এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যা অবহেলা করলে দিনের পর দিন মারাত্মক আকার ধারণ করবে, আপনি কি তাকে এক দুই বছর এজন্য ছেড়ে

[৭৫] সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেবেন যাতে সে নিজ সন্তুষ্টিতে চিকিৎসা করুক? নাকি তাকে পর্দাহীন ছেড়ে দিয়ে দিনের পর দিন আপনি যে গুনাহ কামাচ্ছেন তা দুনিয়ার এসমস্ত রোগবালাইয়ের তুলনায় আপনার নিকট অধিক তুচ্ছ?

বলতেই হয়, যদি মা-বাবা তাদের কন্যাকে শৈশব থেকেই আল্লাহর আনুগত্য ও লজ্জার ওপর গড়ে তুলতেন তা হলে কন্যা এই বয়সে পর্দা না করে পারত না। আচ্ছা অতীতে যা হওয়ার হয়েছে। আপনি অবহেলা করে কাটিয়েছেন। কিন্তু আজ যদি তার বয়ঃসন্ধিকালের এই সময়টাতে তাকে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে কোমল স্বরে বলতেন, 'মা, তুমি এখন যথেষ্ট সুন্দরী হয়েছ। চলো, আজ তোমার জন্য হিজাব কিনব। এর মাধ্যমে তোমার সম্মান রক্ষা হবে, তুমি সুসংরক্ষিত থাকবে।' আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের নেওয়ার ক্ষমতা নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।"[৭৬]

আপনি আল্লাহর হুকুমের সামনে বিনয়ী হয়ে যদি তাকে বোঝাতেন তা হলে সে আপনার দুচোখে আল্লাহ ও তাঁর অবতীর্ণ বিধানের প্রতি সম্মানবোধ দেখতে পেত। এই সম্মানবোধ একসময় তার মধ্যেও স্থান করে নিত।

অপরদিকে তার সাথে যদি এই বিষয়ে লজ্জিত হয়ে কথা বলেন, এমনভাবে কথা বলেন যে, আল্লাহ আপনাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দিয়েছে তখন আল্লাহর বিধানকে ছোটো করে দেখার এই প্রবণতা তাকেও প্রভাবিত করবে। (অর্থাৎ এভাবে বলা, আমি আসলে তোমাকে বুঝাতে চাচ্ছি.. এখানে মূলত কোনো প্রকার জোরজবরদস্তি নেই!)

আল্লাহ তাআলা এই কথাগুলো সেই বাবা-মায়ের কানে পৌঁছে দিক যারা সন্তানদের ভালোবাসেন, তাদের কথা ভাবেন। হতে পারে অতীতের ভুল তারা আজ শুধরে নেবেন।

[৭৬] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদের বুঝতে দিন, আপনি তাদের প্রতি যত্নশীল

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, 'এই যুগে সন্তানদের ওপর প্রভাব বিস্তার করব কীভাবে? বিশেষ করে এই সময়ে যখন নেতিবাচক ও ভয়ংকর সব প্রভাব তাদের আচ্ছন্ন করে রাখছে?

উত্তরে আমি বলব, 'এর একমাত্র উপায় হলো, তাদের ভেতর এই অনুভূতি তৈরি করুন যে, আপনি তাদের গুরুত্ব দেন। তাদের বিষয়ে আপনি যথেষ্ট মনোযোগী ও যত্নশীল। দ্বীন, সুস্থতা, মানসিকতা থেকে শুরু করে সব বিষয়ে আপনি তাদের জন্য সর্বোত্তমটাই কামনা করেন, এমনকি এর জন্য নিজেকে একপ্রকার বিলিয়ে দেন।'

অন্যান্য সব বস্তু যেভাবে তাদের মোহাবিষ্ট করে রেখেছে আমাদের হয়তো প্রভাব বিস্তারের সে শক্তিটুকু নেই, কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের প্রকৃত মনোযোগ একসময় তাদের বাধ্য করবে আমাদের কোলে আশ্রয় নিতে। যতক্ষণ-না সন্তানদের প্রতি এই মনোযোগ আপনি দিতে পারছেন ততক্ষণ আপনি সফল পিতা হতে পারবেন না।

আপনি নিজ কন্যাকে পর্দার আদেশ দিলেন। কিন্তু কেন? কারণ সমাজ আপনাকে ভালো বলবে। 'বেপর্দা কন্যার বাপ' বলে আপনাকে তারা ভর্ৎসনা করবে না। ব্যস শুধুমাত্র এই কারণেই। তখন কন্যা মনে মনে ভাববে, 'এসব তোমার ব্যক্তিগত সমস্যা। তোমার কারণে আমি তো আর নিজের লাইফস্টাইল বদলাতে পারি না!' কন্যাকে তখন এই কথা বলে খুব একটা সুবিধা করতে পারবেন না যে, 'তোমার কল্যাণের কথা ভেবেই আমি পর্দার আদেশ দিচ্ছি।' প্রত্যুত্তরে হয়তো মনে মনে সে বলে উঠতে পারে, 'তুমি আবার কখন থেকে আমার প্রতি যত্নশীল হতে শুরু করলে!?'

হ্যাঁ হতে পারে, সন্তানদের আপনি সর্বোত্তম খাবার খাওয়ান, দোকানের সবচেয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দামি পোশাক কিনে দেন, ঘর-চিকিৎসা থেকে শুরু করে বেশ আরামেই তাদের রেখেছেন, হতে পারে চাইবার আগেই ট্যাব, আইফোন দিয়ে তাদের হাত ভরে রেখেছেন, শিক্ষার পেছনে লাখ লাখ টাকা ঢালছেন কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তাদের চাহিদা মনোযোগ দিয়ে শোনার ফুরসতটুকু আপনার হয় না, সন্তানদের সামাজিক ও মানসিক সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টা আপনি করেন না, তাদের প্রতিভা বিকাশে ও যোগ্যতা তৈরিতে কোনো সচেষ্ট ভূমিকা আপনি রাখেন না, এমনকি নিজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিতে কীভাবে তাকাতে হয় সেটি পর্যন্ত তাদের শেখান না। তারা আপনার সাথে কথা বলছে আর আপনি ডুবে আছেন মোবাইলে, কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে সফল প্রমাণ করতে আপনি ব্যস্ত!

এমনকি প্রিয় বোন, সন্তানকে পড়ানোর সময় আপনি বলে বসলেন, 'ভালো করে পড়াশোনা করো। তুমি ফেইল করলে সবাই আমাকে কী বলবে?!' যেন সন্তানেরা শুধুমাত্র আপনার 'ব্যক্তিগত চাকচিক্যের' অংশ, আপনার কাছে তার অস্তিত্বের যেন কোনো গুরুত্বই নেই!

এরপর কন্যা যখন তার প্রতি আপনার কোনো যত্ন ও গুরুত্ব দেখতে পাবে না, তখন শেষমেশ আপনি তাকে গুরুত্বহীন বাজে কোনো ছেলের সাথে মিশতে দেখবেন। যখন পুত্রকে গুরুত্ব দেবেন না, তখন সেও তার মতো করে অসৎ সঙ্গ খুঁজে নেবে।

সন্তান স্কুলের কোনো সমস্যার কথা আপনাকে জানালে সমাধানের উদ্দেশ্যে তাকে সাথে নিয়ে সশরীরে স্কুলে গিয়ে উপস্থিত হোন। ফোন করে সমাধান করতে পারলে তবুও যান। এর মাধ্যমে আপনি যে তার আবেগ ও অনুভূতিকে মূল্যায়ন করেন সেটি প্রকাশ পাবে। অফিস থেকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে রাতে বাসায় ফেরার পর সন্তান যখন সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আপনাকে একটি বিষয় নির্বাচন করে দিতে বলবে তখন তাকে তা নির্বাচন করে দিন। সে আপনার গুরুত্বের বিষয়টি অনুভব করবে। মোটেও ভাবতে যাবেন না যে, এগুলো সময় নষ্ট। আপনি এসব কাজ করবেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে।

আমার ছেলে ফারুকের একটি ঘটনা বললেই বিষয়টির গুরুত্ব আপনারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। একদিন সে আমাকে বলল, 'বাবা, প্রত্যেককেই দেখি তারা এই এই কাজগুলো করছে, অথচ তুমি আমাকে সেসব করার অনুমতি দাও না কেন?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি বললাম, 'দেখো বাবা, আমি চাইলেই একবাক্যে এসব করার অনুমতি তোমাকে দিতে পারতাম, তোমার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে একবাক্যে বলে দিতে পারতাম, আচ্ছা করো। কিন্তু আমি জানি, বিষয়টি তোমার ব্যক্তিত্ব, দ্বীন ও বোধবুদ্ধির জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। তাই সাময়িক কিছু যন্ত্রণা সহ্য করে হলেও তোমাকে সে বিষয়টি থেকে রক্ষা করি। কারণ তোমার ব্যাপারে আমি যত্নশীল। তোমার সবচেয়ে বেশি কল্যাণ রয়েছে যেখানে আমি সেখানেই আছি।'

এই কথাগুলো বলার পর লক্ষ করলাম, অত্যন্ত জেদি হওয়া সত্ত্বেও সে একেবারে চুপ হয়ে গেল।

অনেক সময় আমার মেয়ে সারাহ কোনো কাজে আমাকে ডাকলে আমি সাথে সাথে সাড়া দিই। অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি, এই কাজটি সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও। তখন সে আমার খুব ঘনিষ্ঠ হয় আর আদর করে মুখে চুমু এঁকে দেয়।

অতএব প্রিয় পাঠক, সন্তানদের বুঝতে দিন আপনি তাদের প্রতি যত্নশীল। তারা যেন জানতে পারে, আপনার নিকট তারা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সন্তানদের থেকে অমনোযোগী হবেন না

সন্তান দিনে দিনে শারীরিকভাবে বড়ো হচ্ছে, কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে আগের সে ছোট্ট বাচ্চাটিই রয়ে গেছে। সে খাবার খেয়ে তৃপ্ত হচ্ছে কিন্তু ভালোবাসা ও সঙ্গের অভাবে তৃষ্ণায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

আজকের দিনটি গতকালের মতো নয়। আজকে যখন আপনি তার প্রতি অমনোযোগী ঠিক সে সময়টিতেই তার মস্তিষ্কে শত ভুল চিন্তা এসে হামলে পড়ছে, দুচোখে হাজারো নোংরা দৃশ্য এসে ভিড় করছে, তার সময় অকাজে অযথায় নষ্ট হচ্ছে। ভেবে দেখুন, সপ্তাহ মাস বছর ধরে যে সন্তানটি কোনো রকম উপদেশ, দিকনির্দেশনা ও শিক্ষণীয় মজলিস থেকে দূরে থাকে তার অবস্থা কতটা শোচনীয় হতে পারে?

আজ আপনারা যারা বাবা হয়েছেন, মনে রাখবেন, ভালো জামাকাপড়, খাবার, ভোগবিলাসিতা, অর্থকড়ি, বড়ো বড়ো ব্যাংক-ব্যালেন্স বা বিশাল উত্তরাধিকার সম্পত্তি আপনার সন্তানের কোনো উপকারেই আসবে না যদি আপনি তাকে আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর দ্বীনের ওপর গড়ে না তোলেন। তাই বলছি, তার ভেতর লুকিয়ে থাকা ভালো গুণগুলো খুঁজে বের করুন, এগুলোর সঠিক পরিচর্যা ও বিকাশ করুন। তার ভেতরে থাকা অনিষ্ট ও মন্দপ্রবণতাকে ধুয়েমুছে একজন স্বচ্ছ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন।

সময় স্বল্পতার দোহাই দেবেন না। একসময় নিজের কথায় নিজেরই হেসে উঠতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম বিশ্বজয় করে ঘরে ফিরে এসে সন্তানদের হৃদয় জয় করতেন। তাদেরকে সঠিক দীক্ষায় গড়ে তুলতেন, খুব গুরুত্বের সাথে দ্বীন ও আদব-আখলাক শেখাতেন, এগুলোকে নিজের অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করতেন।

বিভিন্ন কারণ দর্শিয়ে সটকে পড়বেন না। সন্তানের হৃদয় পিতার প্রভাব ও মায়ের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্পর্শের মুখাপেক্ষী। অন্য কিছু এদুটোর বিকল্প হতে পারে না। তাদের জন্য রুজিরুটি কামাইয়ের দোহাই দিতে যাবেন না। সে রুজিরুটি কতই-না নিকৃষ্ট যা উম্মাহকে কিছু উদ্দেশ্যহীন পশু ও চরিত্রহীন দেহ উপহার দেয়!

সময় এখন খুবই কঠিন। ওয়াল্লাহ! আমাদের সন্তানেরা এখন নিঃস্ব। তাদের বয়সে আমাদের যতটা ফিতনার মোকাবিলা করতে হয়েছিল সে তুলনায় আজকের যুগ অনেক বেশি ভয়ংকর ও নির্দয়।

প্রিয় ভাইয়েরা, বাড়িতে ফিরে যান। বুকে জড়িয়ে ধরে, নিজ সান্নিধ্যে রেখে তাদের অতৃপ্ত হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করুন। তাদের সাথে খেলুন, শিক্ষামূলক গল্প শোনান আর এরচেয়েও বেশি তাদের কথা শুনুন, মন দিয়ে শুনুন। তাদের দিকে চেয়ে হাত থেকে মোবাইলটা রাখুন, এই নিষ্পাপ মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে কিছু ব্যস্ততা কমিয়ে ফেলুন। কলিজার এই টুকরোগুলোর জন্য প্রয়োজনে পুরো দুনিয়াকে স্তব্ধ করে রাখুন।

মৃত্যুর পর আপনার কোনো এক সন্তান যখন মন থেকে বলবে,

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ

"রব আমার, আমাকে এবং আমার বাবা-মাকে ক্ষমা করো।"

ভাবুন তো, এতসব অনর্থক ব্যস্ততা যার দোহাই দিয়ে আপনি সন্তানদের এড়িয়ে চলছেন তার তুলনায় তাদের প্রতি একটু মনোযোগ কতটা উপকার বয়ে আনবে?!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বাবা, সবাই তখন আমাকে পণ্ডিত বলে ডাকবে!

☼ 'বাবা জানো, স্যার আজ আমাদের এক ইয়াহুদির ঘটনা শুনিয়েছেন। সে নবিজির ঘরের দরজায় আবর্জনা স্তূপ করে রাখত।'

❋ 'না বাবা, ঘটনাটি সঠিক নয়। স্যার যখনই তোমাদের কোনো হাদীস শুনাবেন তাকে সম্মানের সাথে বলবে, 'স্যার, দয়া করে জানাবেন, হাদীসটি কি সহীহ?'

☼ 'আচ্ছা ঠিক আছে। তিনি আমাদের আরও বলেছেন যে, বুধবারে নখ কাটা একেবারেই অনুচিত।'

❋ 'না বাবা, এই কথাটিও সঠিক নয়। যখন স্যার তোমাদের কোনোকিছু সম্পর্কে হালাল-হারাম বা উচিত-অনুচিত বলবেন তাকে জিজ্ঞেস করবে, 'স্যার, এর স্বপক্ষে দলীল কী?'

☼ 'আচ্ছা বাবা, সেদিন অন্য এক শিক্ষক ব্যাংকের সুদকে সাধারণ বিষয় বলেছিলেন। বলেছিলেন এগুলোর নাম সুদ নয়, মুনাফা।'

❋ 'তাকে বলবে, 'স্যার, আপনি যেটিকে মুনাফা বলছেন মহান আল্লাহর দ্বীনে এর হুকুম কী?'

☼ 'কিন্তু বাবা, সব কিছুতে এভাবে প্রশ্ন তুললে সবাই আমাকে নিয়ে উপহাস করবে। তারা বলবে, 'পণ্ডিত হয়ে গেছ নাকি?!'

❋ 'আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করি—ধরো, তোমাদের স্কুলে কোনো আইকিউ টেস্ট হলো আর তুমি সর্বোচ্চ মার্কস অর্জন করলে, তখন সবাই তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করল, তোমাকে মেধাবী বলে ক্ষেপাতে লাগল, 'এই যে মেধাবী' বলে ডাকতে লাগল তখন তুমি লজ্জিত হবে নাকি গর্বিত?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

☼ 'গর্বিত হব।'

❋ 'তারা এসমস্ত কথা বলার কারণে তাদেরকে ভালো মনে হবে নাকি তাদের ওপর করুণা হবে তোমার? কারণ তারা তোমার মেধাকেও উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছে।'

☼ 'তাদের ওপর করুণা হবে।'

❋ 'ঠিক এরকমই দাঁড়ায় যখন তারা তোমার কোনো সুন্দর বা ভালো দিক নিয়ে হাসিমজা করে। ঠিক আছে?'

☼ 'হুম। তবে বাবা, নিজের সৌন্দর্য, মেধা, সম্পদ—এসবের জন্য গর্ব করতে নেই। কারণ এগুলো সবই আল্লাহর অনুগ্রহ, আমার নিজস্ব অর্জন নয়। ঠিক বলেছি?'

❋ 'জি। তবে যে বিষয়টি নিয়ে তুমি সত্যিই গর্ব করতে পারো সেটি হলো, তোমার মুসলিম পরিচয়। যে মুসলিম আল্লাহকে সম্মান করে, নিজের প্রতিটি চালচলনে তাঁর বিধানকে গুরুত্ব দেয়। এমন মুসলিম হয়ে তুমি গর্ববোধ করতে পারো যে প্রতিটি তথ্যকে যাচাই-বাছাই করে দেখে, একজন জ্ঞানী মুসলিম তো এমনই হয়।'

তাই ছেলেরা যখন তোমাকে 'পণ্ডিত হয়ে গেছ নাকি' বলে ক্ষেপাবে তখন স্পষ্টভাবে তাদের বলবে, 'দেখো, আমি একজন মানুষ যার জীবনে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। সবাই তো জানো যে, আল্লাহ আমাকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি, তাঁর নিকট আমার ফিরে যেতেই হবে। তাই তাকে সন্তুষ্ট রাখার বিষয়টিকে আমি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিই। কারণ তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন ও তুচ্ছ। সহজ কথায় একেই মুসলিম বলে। কী তোমরাও কি মুসলিম হতে চাও না নাকি?'

সন্তানকে ইসলাম নিয়ে গর্বিত হতে শেখান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাপকাঠি

কোনো এক মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রীদের মাঝে ছেলে-মেয়ের পারস্পরিক মেলামেশার বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলো। একদল মনে করে 'ভালো উদ্দেশ্য' থাকলেই যথেষ্ট হবে, কিন্তু অপরপক্ষের মত হলো শারীআতের বেঁধে দেওয়া নিয়ম মানতেই হবে।

✪ 'আমরা তো এখনো ছোটো।'

❋ 'ছোটো কিংবা বড়ো হওয়াটা কীসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে? তা ছাড়া প্রশ্নটা হওয়া উচিত ছিল, শারীআত তার ওপর দায়িত্ব চাপিয়েছে কি না? তার কাছ থেকে হিসেব গ্রহণ করা হবে নাকি সে বিনা হিসেবে পার পেয়ে যাবে?'

❋ 'যা-ই বলো না কেন, মেলামেশার কাজটা অত খারাপ কিছু না।'

✪ ''খারাপ কিছু না' কোন হিসেবে বললে? সমাজ নাকি শারীআতের মানদণ্ডে?'

❋ 'তুমি দেখছি মাত্রাতিরিক্ত হুজুর হয়ে গেছ!'

আলোচনা এখানে এসে থেমে গেল। একসময় ঘটনা শিক্ষিকার কান পর্যন্ত পৌঁছল। তিনি ক্লাসরুমে আসলেন। কোনো রকম ভূমিকাতে না গিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, 'এই টেবিলটি ছোটো নাকি বড়ো?'

একজন বলল, 'বড়ো।' সাথে সাথে অপর পাশ থেকে উত্তর এল, 'না, ছোটো।' তৃতীয়জন বলল, 'মাঝামাঝি।'

শিক্ষিকা : 'তোমরা এভাবে মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়লে! এখন মেয়েরা বলো, এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কী?'

✪ একজন বলল, 'ছোটো আর বড়োর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

❋ 'বাহ! এবার বলো, সংজ্ঞা নির্ধারণের পর কী করতে হবে?'

☼ 'একটি স্কেল লাগবে। যাতে মেপে নির্ধারণ করে বলা যায় যে, জিনিসটা ছোটো নাকি বড়ো।'

❋ 'মা শা আল্লাহ! বেশ ভালো বলেছ। এভাবেই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি স্কেলের প্রয়োজন। মাপকাঠি না থাকলে আমরা মতানৈক্য করেই যাব। মেয়েরা, এখন বলো তো দেখি, কোন সে স্কেল যেটা দিয়ে আমরা জীবনের সবকিছু মাপতে পারি?'

☼ 'সমাজ।'

❋ 'আচ্ছা। কিন্তু সমাজ যদি পালটে যায়?'

ছাত্রীরা সবাই চুপ।

একজন বলল, 'তা হলে আমাদের বাবা-মা যে শিক্ষা দিয়েছেন সেটি।'

❋ 'কিন্তু তারাও যদি তোমাদের মতো মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়ে।'

☼ 'তা হলে, বোধবুদ্ধি।'

❋ 'সবার বোধবুদ্ধি কি এক রকম?'

☼ 'না।'

❋ 'তা হলে তখন কার বোধবুদ্ধি দিয়ে আমরা চলব?'

সবাই চুপ। আরেকজন বলল, 'তা হলে যুক্তি দিয়ে বিচার করব।'

❋ 'তোমার নিকট যেটা যুক্তির, সেটা কি সবার নিকট যুক্তিপূর্ণ বলে গণ্য হবে?'

☼ 'না।'

আবার সবাই চুপ।

❋ 'আচ্ছা তোমরাই বলো, সমাজ, প্রচলন, পারিবারিক শিক্ষা, বোধবুদ্ধি, যুক্তি এসব তোমাদের সঠিক পথ দেখাবে বলে কোনো নিশ্চয়তা কি আছে?'

মেয়েরা চুপচাপ ভাবছে। শেষমেশ 'মাত্রাতিরিক্ত হুজুর হয়ে যাওয়া' মেয়েটি বলল,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আমরা শারীআ দিয়েই সবকিছু মাপব।'

❋ 'একদম ঠিক বলেছ। আমার মেয়েরা, আমরা সবাই মুসলিম। তোমরা কি জানো, মুসলিম বলতে কী বুঝায়? মুসলিম হলো যারা একমাত্র আল্লাহর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে। টু শব্দটিও করে না। আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন শোনো—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্তের নেওয়ার ক্ষমতা নেই।"[৭৭]

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗ إِلَى اللّٰهِ

"আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেন, এর ফয়সালা আল্লাহর নিকটেই সোপর্দ।"[৭৮]

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

"যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তা হলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামাত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।"[৭৯]

আমার মেয়েরা, আমরা অনেক সময় ভুল করি, কখনো-বা শারীআতের বিধানকে অমান্য করি কিন্তু একটি বিষয় একেবারে স্পষ্ট থাকা উচিত। আর তা হলো : শারীআতের বিধানই হলো একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল।

আল্লাহ তাআলা এই সম্মানিতা শিক্ষিকাকে কবুল করুন। তাদের মতো ব্যক্তি আরও বৃদ্ধি করুন। আহ, তাদের সংখ্যা কতই-না কম!

---

[৭৭] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬।
[৭৮] সূরা শূরা, ৪২ : ১০।
[৭৯] সূরা নিসা, ৪ : ৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আপনার সন্তানকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষাটি দেবেন তা হলো : শারীআতই আমাদের জীবনের মাপকাঠি। সবকিছু পরিচালিত করতে হবে কেবল শারীআত নির্ধারিত পদ্ধতিতেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বাবা, তুমি আমাকে দ্বীনের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ করে ফেলছো!

পুত্র : 'বাবা, আমাকে একটি অ্যান্ড্রয়েড সেট কিনে দাও।'

পিতা : 'কিন্তু বাবা, এখন তুমি এর জন্য মোটেও উপযুক্ত নও। কেন নও সেটা এর আগেও ব্যাখ্যা করেছি। আমি তোমার কল্যাণ চাই আর তোমার ব্যাপারে একদিন আল্লাহর দরবারে আমি জিজ্ঞাসিত হব।'

পুত্র : 'বাবা, এর মাধ্যমে তুমি আমাকে দ্বীনের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ করে ফেলছো।'

কন্যা : 'বাবা, ঈদ উপলক্ষে আমার এই পোশাকটা চাই-ই চাই।'

পিতা : 'না মা, এটা উলঙ্গ কাপড়। ইসলামসম্মত নয়।'

কন্যা : 'বাবা, এর মাধ্যমে তুমি আমাকে দ্বীনের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ করে তুলছো।'

স্ত্রী : 'সন্তানদের এভাবে চাপে রেখো না। কেন শুধু শুধু তাদের সামনে দ্বীনকে এভাবে কষ্টের বানিয়ে ফেলছো?...'

মা (সন্তানদের দাদী) : 'এভাবে চাপ দিয়ো না। দ্বীনের ব্যাপারে তারা বিরক্ত হয়ে পড়বে।...'

পিতা : 'সবাই বসো। আমি কী বলছি মনোযোগ দিয়ে শোনো, আমার দায়িত্ব হলো, সন্তানদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের ওপর গড়ে তোলা। যে বিষয়ে আমি তাদের আদেশ করব সে ক্ষেত্রে আমিই তাদের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হব। যদ্দুর সম্ভব তাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর দ্বীনকে প্রিয় করে তুলব। সেসাথে আমার আরও দায়িত্ব হলো, তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, দুনিয়া বা আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন বিষয় থেকে তাদের রক্ষা করা, তাদের সঙ্গ দেওয়া, সঠিক বিকল্প খুঁজে দেওয়া এবং যদ্দুর সম্ভব উপকারী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বস্তু দ্বারা তাদের জীবনকে পূর্ণতা দেওয়া। এতসব কিছু করার পর, যে দ্বীনকে আপন করে নেবে সে সফল, অপরদিকে যে ঘৃণার চোখে দেখবে তার ব্যাপারে,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

"আপনি যাকে ভালোবাসেন ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না।"[৮০]

'বেশি চাপ দিয়ো না, তারা দ্বীন থেকে উদাসীন হয়ে পড়বে' এমন কথা আপনারা আমাকে বলবেন না। তখন তারা সুযোগ পেয়ে যাবে, আমাকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বাধ্য করবে। আমার প্রিয় সন্তান, তোমরা দ্বীন থেকে বিমুখ হবে ভেবে আমি আমার রবের অবাধ্য হতে পারি না। আল্লাহ তাঁর নবি ﷺ-কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾

"আপনি বলুন, 'হে লোকসকল, তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের নিকট সত্য চলে এসেছে। কাজেই যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করবে, আর যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই।'"[৮১]

"আমি তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই"-এর অর্থ হলো, তোমাদের সঠিক পথে চলতে বাধ্য করার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায় না। বরং তোমাদের বিষয়টি আল্লাহর ওপর সোপর্দ। তিনিই তোমাদের মধ্যে যাকে চান, সঠিক পথে অটল রাখবেন।

তাই তোমাদের প্রতি আমার যা কর্তব্য রয়েছে আমি তা পালন করেই যাব। এই ক্ষেত্রে আল্লাহর অবাধ্যতা আমি করতে পারব না। যে ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে আমি তোমাদের বাধ্য করব। আমি চাই আল্লাহ তোমাদের সঠিক পথ দেখান, নিশ্চয় আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।

[৮০] সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৬।
[৮১] সূরা ইউনুস, ১০ : ১০৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

[বি. দ্র. : এটি একটি সাধারণ সংলাপ। আমার সাথে এমন কিছু ঘটেনি, আলহামদুলিল্লাহ। এক ভাই এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বিধায় ভাবলাম এদিকে একটু ইঙ্গিত দিই।]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বাবা, সাওম পালন করতে আমার ভালো লাগে না!

☼ 'বাবা, সাওম পালন করা আমার একেবারেই পছন্দ না।'

☼ 'না মা, এমনটি করা হারাম। সাওমকে তোমার পছন্দ করতেই হবে। কারণ আল্লাহ এর নির্দেশ দিয়েছেন।'

প্রিয় বাবা/মা, এই ধরনের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে আপনি মূলত আপনার সন্তান ও তার ঈমানকে হুমকিতে ফেলে দিলেন, অথচ আপনি ভেবেছেন, তার উপকারই করেছেন। কারণ আপনার এই উত্তর নিম্নোক্ত সম্ভাবনাগুলো তৈরি করে :

এর মাধ্যমে যেন আপনি তাকে শেখালেন, সে যেন দ্বীনের বিষয়ে নিজের অনুভূতি ও মনের ভাব প্রকাশ না করে। যদি দ্বীনের কোনো বিষয়ে তার বিরক্তিভাব তৈরি হয়, তা হলে সে যেন তার বিরক্তিভাব নিজের মধ্যেই পুষে রাখে। যার ফলে তার মধ্যে ধীরে ধীরে নিফাকের ডালপালা বিস্তৃত হতে থাকবে!

যেন আপনি তাকে জানালেন, ইসলাম হলো সম্পূর্ণ অবাস্তবিক একটি দ্বীন। সাধারণত অন্তর যা অপছন্দ করে, ইসলাম তা পছন্দ করতে একপ্রকার বাধ্য করে!

'আচ্ছা, তা হলে এই প্রশ্নের সঠিক জবাব কী হবে?'

তাকে বলবেন, 'বাবা, সাওম পালনের কারণে চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা হয়, আর এটিই তোমার অপছন্দের তাই তো। তুমি খেতে চাইলে কেউ তোমাকে বাধা দিক সেটি তোমার পছন্দ না। না খেতে পেয়ে শরীরে দুর্বলতা আসুক, যা তোমার ভালো লাগে না। স্বাভাবিক, ভালো না লাগারই কথা। কিন্তু দেখো, মহান আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ

"তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়।"[৮২]

এই অনুভূতির সাথে কিন্তু আরেকটি অনুভূতিও রয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য করতে পারার সুখানুভূতি। নিজের পছন্দকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ পেশ করতে পারার এক অনাবিল আনন্দের অনুভূতি। সাওমের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে যে জান্নাত দান করবেন সে সম্পর্কে ভাবতে পারার আনন্দ। এই অনুভূতিগুলোর স্বাদ কতই-না সুমিষ্ট, সেই কষ্টের তুলনায় যা তুমি আল্লাহর জন্য পরিত্যাগ করো।'

'বাবা, খাবার থেকে বিরত থাকার প্রতি তোমার যে অপছন্দভাব রয়েছে, আনন্দের এই অনুভূতি একে হার মানাবে। তবুও যদি তোমার মনে হয় যে, আনন্দের অনুভূতি অপছন্দভাবকে হার মানাতে পারছে না তা হলে আগের সে অর্থগুলোকে আবার স্মরণ করো। দেখো, আল্লাহ তাআলা কীভাবে বলেছেন,

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"তোমরা যা অপছন্দ করো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যা পছন্দ করো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"[৮৩]

ঠিক এভাবেই একদম সহজ করে বিষয়টি তাদের নিকট স্পষ্ট করুন। এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করুন, যা তাদের মনের ভাব প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে না, আপনার জবাব শুনে ইসলামকে তাদের নিকট অবাস্তবিক কিছু মনে হবে না। ঠিক এভাবেই তাদেরকে ইসলামের সৌন্দর্য বুঝিয়ে বলুন যখন রমাদান শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদেরকে আনন্দিত হতে দেখবেন।

[৮২] সূরা বাকারা, ২ : ২১৬।
[৮৩] সূরা বাকারা, ২ : ২১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামে ফেলে দেবেন!

☼ 'মিথ্যা বললে আল্লাহ মারবে। তোমাকে জাহান্নামে ফেলে দেবেন।'

☼ 'তুমি যদি ভাইয়াকে মারো আল্লাহ অনেক গুনাহ লিখবেন।'

আমরা সাধারণত এসব বাক্য ব্যবহার করে শিশুদের মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখতে চাই! অথচ বলতে গেলে আমাদের এই বাক্যগুলোই জঘন্য পর্যায়ের মিথ্যা। আল্লাহর রহমতের প্রতি খারাপ ধারণা এসব বাক্য থেকেই শুরু হয়। আমরা এই কথাগুলো একজন শিশুকে তখন বলি যখন সে ব্যক্তিত্ব গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তরে অবস্থান করে।

১. সবাই আমরা ভালো করেই জানি, শিশুর ওপর শারীআত কোনো ভার অর্পণ করেনি এবং তার জন্য কোনো গুনাহই লেখা হয় না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোনো প্রয়োজন ছাড়াই অনর্থকভাবে এমনটা করেননি। যেখানে স্বয়ং আল্লাহ শিশুদের হিসাব-নিকাশ নেবেন না, শাস্তি দেবেন না বলে নির্ধারণ করেছেন সেখানে কোন অধিকারে আমরা তার জন্য এই বিষয়গুলো সাব্যস্ত করি?!

২. হয়তো আপনি বলতে পারেন, 'কিন্তু আমি আমার সন্তানের মধ্যে আল্লাহর সার্বক্ষণিক নজরদারির বিষয়টি গেঁথে দিতে চাই'।

আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু এর তো আরও বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। আপনি তাকে বলতে পারেন, 'প্রিয় বৎস, তুমি কি আল্লাহকে ভালোবাসো না? এখন তুমি যে কাজটি করলে তা আল্লাহ মোটেও পছন্দ করেন না। আল্লাহ মিথ্যা ভালোবাসেন না, বরং তিনি সত্যবাদীকে অনেক পছন্দ করেন।'

৩. আমরা সন্তানদের গড়ে তুলব উৎসাহের দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে। যেমন, 'যদি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে এই কাজটি তুমি ছেড়ে দাও তা হলে আল্লাহ তোমকে অনেক সাওয়াব দেবেন।' এই কথাটি কিন্তু মিথ্যা নয়। কোনো শিশু আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যদি কোনোকিছু করে আল্লাহ তাকে তার প্রতিদান দেন।

৪. এমন একটি হাদীসও কি দেখাতে পারবেন যেখানে আল্লাহর রাসূল ﷺ শিশুদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন? বরং *'সহীহ বুখারি'*র হাদীসে এসেছে, একবার হাসান ؓ সদাকার খেজুর মুখে দিয়ে ফেলেছিলেন। তখন নবিজি ﷺ ওয়াক ওয়াক করলেন যাতে হাসান খেজুর মুখ থেকে ফেলে দেয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

"তুমি কি জানো না যে, আমরা সদাকার কোনোকিছু খাই না?"[৮৪]

'আল্লাহ মারবে, তোমাকে জাহান্নামে ফেলে দেবে' এমন কিছু কিন্তু বলেননি।

৫. যদি বলেন, 'আমি তাদেরকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখতে চাই।'

এর জবাবে বলব, 'তবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নয়। হারাম থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাদের হৃদয়ে আল্লাহ সম্পর্কে বিকৃত চিত্র অঙ্কন করা কীভাবে বৈধ হয়?'

৬. আমার এক মনোবিজ্ঞানী বন্ধুকে আমি এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, 'একটি শিশু আট বছর পর্যন্ত যেকোনো কিছুর স্পর্শযোগ্য আকৃতি নিজের ভেতর তৈরি করে নেয়। তখন যদি সে শোনে, 'মিথ্যা বললে আল্লাহ তোমাকে মারবে। তোমাকে জাহান্নামে ফেলে দেবে।' তখন সে নিজ মানসপটে দুষ্ট লোকের আকৃতি এঁকে নেয়।'

৭. খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুলগুলোতে দেখুন। তারা শিশুদের বলে, 'চোখ বন্ধ করো। এবার খোলো। দেখো, যিশু তোমাদের কত চকলেট দিয়েছেন!'

এর বিপরীতে খুব কষ্ট হয় যখন দেখি আমাদের স্কুলগুলোতে বলা হয়, 'আল্লাহ কিন্তু তোমাকে জাহান্নামে ফেলে দেবেন!'

৮. প্রিয় শিক্ষিকা বোনটি, যখন আমার সন্তান আমাকে বলে, 'বাবা, ম্যাডাম আজ আমাদের বলেছেন, 'যদি আমরা এই কাজটি করি তা হলে আমাদের জাহান্নামে

[৮৪] বুখারি, ১৪৯১; মুসলিম, ১০৬৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যেতে হবে' তখন আমার সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা থাকে। হয়তো তাকে আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা করার মাঝে ছেড়ে দিই কিংবা আপনার দেওয়া তথ্যের প্রতি অনাস্থার সৃষ্টি করি। আল্লাহর ওয়াস্তে হাতজোড় করে বলছি, আমাদের এই দুই পথের একটিকে বেছে নিতে বাধ্য করবেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহর আদেশে নাক গলানো!

প্রতিদিনের মতো আজও ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে সন্তানদের নিয়ে স্কুল থেকে বাসায় ফিরছিলাম। হঠাৎ লুজাইন (আমার মেয়ে, ক্লাস ফোরে পড়ে) বলে উঠল, 'বাবা, আজ আমার এক বান্ধবী আমাকে বলল, তার মা নাকি তাকে বলেছে, 'প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তবেই তুমি হিজাব ধরবে।' আমি তাকে বলে দিয়েছি, 'তোমাকে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই পর্দা করতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

"আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তা হলে তুমি তাদের কথা মানবে না।"[৮৫]

এই আয়াতটি দ্বারা এমনভাবে দলীল পেশ করা এখানে জুতসই হয়নি ঠিক কিন্তু আমাকে যে বিষয়টি আশ্চর্যান্বিত করল সেটি হলো, লুজাইন বান্ধবীকে বুঝানোর জন্য কুরআন থেকে দলীল পেশ করেছে। তাই তাকে বললাম, 'লুজাইন, অসাধারণ কাজ করেছ তুমি। তোমার বান্ধবীকে আরও বলবে, যখন আল্লাহ কোনো বিষয়ের আদেশ দেবেন তখন সে বিষয়ে কারও কোনো ধরনের নাক গলানোর অধিকার নেই। আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিই। হঠাৎ রাস্তার কোনো অপরিচিত আগন্তুক এসে তোমার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ল। তুমি ভেতর থেকে আওয়াজ দিয়ে বললে, 'বলুন, কী চাই আপনার?' সে উত্তর দিলো, 'আমি চাই আপনি আজ কেএফসি থেকে অর্ডার করে চিকেন রোস্ট খাবেন।' তখন তুমি কী করবে?'

---

[৮৫] সূরা লোকমান, ৩১ : ১৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

❋ 'তার কথা অগ্রাহ্য করব।'

✪ কেন করবে মা?

❋ 'কারণ আমি কী খাব সেটা তার বিষয় না। এতে তার মাথা ঘামানোর কী আছে?'

✪ 'একদম ঠিক বলেছ। এই ব্যাপারটিও ঠিক তেমন। যখন আল্লাহ আমাদের কোনো আদেশ দেন, তখন বাবা-মা যদি আল্লাহর আদেশ বিরোধী কোনো কথা বলেন তখন আল্লাহ কি সে কথাকে গ্রাহ্য করবেন?'

❋ 'না। কারণ সে আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে।'

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা, সন্তানদেরকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিন।

وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ

"আর আল্লাহই একমাত্র আদেশদাতা, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই।"[৮৬]

যে মহিলা তার কন্যাকে বলে, 'আল্লাহর বিধান হলো এমন কিন্তু আমি মনে করি বিষয়টি এমন হওয়া উচিত!' তাকে এই কথা জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, সে যে পথের দিকে ডাকছে সেটি সে ইসলাম নয় যে ইসলামে মানুষ তার রবের সামনে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। আসলে সে আল্লাহর বিধানকে নয়, প্রাধান্য দিচ্ছে নিজ সিদ্ধান্তকে।

প্রিয় ভাইয়েরা, সন্তানদের এই শিক্ষা দিন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا ۝٣٦

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের নেওয়ার ক্ষমতা নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।"[৮৭]

---

[৮৬] সূরা রা'দ, ১৩ : ৪১।
[৮৭] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সন্তানদের এই শিক্ষা দিন যে, যখন আল্লাহ কোনো বিষয়ে ফায়সালা করবেন তখন সে বিষয়ে নাক গলানোর অধিকার কারও নেই। এই বিষয়ে কারও আনুগত্য চলবে না। এমনকি এই কথাও স্পষ্ট করে বলুন, খোদ আপনারাই যদি তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেন তারা যেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের আনুগত্য না করে।

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

"আল্লাহই একমাত্র আদেশদাতা, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই?। আর তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"[৮৮]

[৮৮] সূরা রা'দ, ১৩ : ৪১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শিশু মনের কুরআনি জিজ্ঞাসা

আমি ভাবলাম, আজ আপনাদের নিকট একটি বিষয় শেয়ার করি। অনেক সময় পরিবারের সবাই মিলে একসাথে বসে আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। তো মাঝে মাঝে আমার মেয়েরা আমাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বাবা, এই আয়াতের অর্থ কী?'

আপনাদের প্রতিও আমার পরামর্শ থাকবে, কুরআন তিলাওয়াতের সময়টিতে সন্তানদের প্রশ্ন করার জন্য উৎসাহ দিন। বিরক্ত হয়ে এই কথা বলতে যাবেন না, 'তোমরা এভাবে প্রশ্ন করতে থাকলে আমি তো দুই পৃষ্ঠার বেশি এগুতে পারব না।' না, এভাবে নয়। বরং প্রশ্নের জবাব দিয়ে দুই পৃষ্ঠা তিলাওয়াত করা, সন্তানদের কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক পারা তিলাওয়াত করার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। এই কারণে আপনার সন্তান যখনই বলবে, 'বাবা, এই শব্দের অর্থ কী?' আপনার উচিত খুব আগ্রহের সাথে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং তাদেরকে উৎসাহিত করা।

গত পরশু স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আমি সূরা হিজর তিলাওয়াত করছিলাম। আমার মেয়ে (বয়স দশ বছরেরও কম) হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'বাবা, نَسۡلُكُهُ শব্দের কী অর্থ?' অর্থাৎ, এই আয়াতে যে শব্দটি এসেছে সেটি,

كَذَٰلِكَ نَسۡلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۖ وَقَدۡ خَلَتۡ سُنَّةُ ٱلۡأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

"এমনিভাবে অপরাধীদের অন্তরে আমি তা প্রবেশ করিয়ে দিই যে, তারা এর প্রতি ঈমান আনবে না। পূর্ববর্তীদের থেকে এমন রীতি চলে আসছে।"[৮৯]

[৮৯] সূরা হিজর, ১৫ : ১২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আকীদা সম্পর্কে শিশুদের করা-প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি বেশ দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু সে দীর্ঘ আলোচনার সময় আজ নয়। সামান্য যে অনুভূতি আমার হৃদয়ে উদিত হয়েছে আজ শুধু সেগুলোই আপনাদের জানাব।

আচ্ছা এবার উত্তরের দিকে ফিরে যাই। আমি তাকে বললাম, 'মা, একটু অপেক্ষা করো। আমি দেখে জানাচ্ছি।' তারপর মোবাইল খুলে আয়াতটির তাফসীর দেখতে বসলাম। বিভিন্ন মুফাসসিরের ভিন্ন ভিন্ন অভিমতগুলো দেখে নিলাম। আজাব, পথভ্রষ্টতা, তাকদীর ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে বললাম, نَسْلُكُهُ শব্দের অর্থ হলো, আমি তা প্রবেশ করিয়ে দিই। অর্থাৎ, কুরআনকে আমি এভাবেই অপরাধীদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিই। নবিজি যখন তাদের সম্বোধন করেন, কুরআনের আয়াত যখন তারা শুনতে পায় সাথে সাথে তা বুঝতে সক্ষম হয়, যেহেতু আরবি ভাষা তাই তারা প্রতিটি শব্দের অর্থও বুঝে নেয়। কিন্তু এর দ্বারা তারা মোটেও প্রভাবিত হয় না, তাদের হৃদয়ে এই আয়াতগুলো ঈমান সঞ্চারিত করে না। এমনভাবে আল্লাহ তাদের হৃদয়ে কুরআনকে প্রবেশ করান যে, তারা এগুলো শুনতে ও বুঝতে সক্ষম হলেও, প্রভাবিত হয় না। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِیْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِیْنَ ﴿۱۲﴾

"এমনিভাবে অপরাধীদের অন্তরে আমি তা প্রবেশ করিয়ে দিই।"

❋ 'ঠিক আছে বাবা। আল্লাহ তাদের হৃদয়ে কুরআনকে এমনভাবে প্রবেশ করান যে, তাদের হৃদয় এর দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু তিনি তাদের হৃদয়কে এমন বক্র করার পর, সেই তিনিই আবার এর কারণে তাদের শাস্তি দেবেন?!'

প্রিয় ভাইয়েরা, সন্তান যখন এমন প্রশ্ন করবে তখন এই বলে ধমকাতে যাবেন না, 'এটা তুমি কী বললে? এমন প্রশ্ন হারাম! এভাবে বলে না বাবা,' এই ধরনের জবাব কোনোভাবেই কাম্য নয়। হ্যাঁ, কিছু সময় এই জবাবও দিতে হয় যে, 'আমরা যেহেতু মুসলিম তাই আমাদের চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে।' তবে যেকোনো প্রশ্নের জবাবে তো আর এই কথা বলা যায় না। বরং অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে সন্তানদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাই আমি মুচকি হেসে বললাম, 'খুব ভালো প্রশ্ন করেছ লীন, তুমি বলতে চাইছ, কেন আল্লাহ তাদেরকে নিজ থেকে পথভ্রষ্ট করে আবার শাস্তি দেবেন তাই তো?'

☼ 'হ্যাঁ, বাবা।'

❋ 'ঠিক আছে দাঁড়াও। বলছি।'

এভাবে সন্তানকে বুঝতে দিন, আপনি প্রশ্নটিকে গুরুত্বের সাথে নিচ্ছেন, আর খুব মনোযোগের সাথে তার কথা শুনছেন। তারপর হতে পারে প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা আছে, আবার জানা নাও থাকতে পারে। যদি জানা না থাকে বলুন, 'মা, আমি তোমার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি। ইন শা আল্লাহ, আজ বা কাল ওই সময়ে আমি তোমাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেবো।' আপনি জবাব দিতে আগ্রহী এই বিষয়টি তাকে বুঝতে দেবেন।

আমার মরহুম পিতা একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'সন্তান যখন কোনো প্রশ্ন করে সে সময়টিই হলো শিক্ষা দানের সবচেয়ে অনুকূল মুহূর্ত। কারণ তখন তাদের হৃদয় তোমার কাছ থেকে কোনোকিছু জানতে মুখিয়ে থাকে। তাদেরকে ডেকে পড়ানোর চেয়ে এই সময়টি অধিক কার্যকর।'

আচ্ছা যাক। আমি তাকে বললাম, 'বেশ ভালো প্রশ্ন করেছ। এর উত্তর হলো, তারা নিজেরাই নিজেদের পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী। দেখো, আল্লাহ তাআলা কীভাবে বলেছেন,

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ

"এমনিভাবে অপরাধীদের অন্তরে আমি তা প্রবেশ করিয়ে দিই।"

অপরাধী কারা? যারা রাসূলের কথা শোনার পরও, সত্যকে সত্য বলে জানার পরও অনুসরণ করবে দূরে থাক; বরং উপহাস ও ঠাট্টামজাকে লিপ্ত ছিল। কুরআন তাই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে, সত্যকে সত্য বলে জানার পরও, প্রথম থেকেই এর বিরোধীতা করার পরিণতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে। এই কারণে আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

"যেহেতু তারা প্রথমবারে এর ওপর ঈমান আনেনি, তাই আমিও তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে উল্টে দেবো। আর আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দেবো।"[৯০]

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, সত্য যখন আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে তখন যেন আমরা হিংসাবশত কিংবা অহংকার করে একে প্রত্যাখ্যান না করি। যদি আমরা সত্যকে অস্বীকার করি, হতে পারে আল্লাহ এমন অবস্থা সৃষ্টি করবেন যে, আমরা কুরআন শুনব অথচ তা আমাদের হৃদয়ে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করবে না! এমনিভাবে কুরআন আমার হৃদয়ে প্রবেশ করবে যেভাবে অপরাধীদের হৃদয়ে তা প্রবেশ করেছিল। এটিই হলো এই আয়াতের শিক্ষা।'

বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট হওয়ার জন্য সহজ ও বোধগম্য কিছু উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যেমন, উপরিউক্ত বিষয়টি বুঝাতে গিয়ে আমি তাকে বলেছি, 'ধরো তোমার হৃদয় হলো একটি আয়না। উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ আয়না। এখন তুমি যদি এটাকে তোমার সামনে ধরো, দেখবে তোমার পরিপূর্ণ অবয়ব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কিন্তু সে স্বচ্ছ আয়নায় যদি তুমি কাদা মেখে দাও, বলো দেখি, তুমি কি পরিপূর্ণ আকৃতি দেখতে পাবে?'

✪ 'না।'

কথা বলার মাঝখানে কিছু প্রশ্ন করবেন যাতে আগ্রহ বাকি থাকে।

❋ 'ঠিক একইভাবে কোনো মানুষকে যখন আল্লাহ বারবার সতর্ক করেন, তাকে বলেন, হে মানব সন্তান, যদি তুমি আমার কথা অস্বীকার করো, আমার ওপর অহংকার দেখাও আমি তোমার হৃদয়ের আয়না মলিন করে দেবো।'

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নেমে আসবে।"[৯১]

[৯০] সূরা আনআম, ৬ : ১১০।
[৯১] সূরা নূর, ২৪ : ৬৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যখন তুমি অবাধ্যাচরণ করবে আল্লাহ তোমার হৃদয়কে এতটা কর্দমাক্ত করে দেবেন যে, তুমি সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলে চিহ্নিত করতে পারবে না।

فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ۝٥

"অতঃপর যখন তারা বক্র পথ অবলম্বন করল, আল্লাহ তাদের হৃদয়কেও বক্র করে দিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাপাচারীদের পথপ্রদর্শন করেন না।"[৯২]

☼ 'ওহ আচ্ছা। বাবা, তা হলে তারা নিজেদের কারণেই পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাই না?'

❋ 'হ্যাঁ মা। নিজেদের কারণেই। দেখো, আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝٤٤

"আল্লাহ মানুষের ওপর কোনো জুলুম করেন না, বরং মানুষ নিজেই নিজের ওপর জুলুম করে।"[৯৩]

এতগুলো আয়াত আমাদের কী শিক্ষা দিচ্ছে?

হক আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আমরা যেন এর বিরোধীতা না করি।

আমাদের হৃদয়ের আয়না যেন স্বচ্ছ থাকে। কোনোভাবেই যেন এটিকে কর্দমাক্ত হতে না দিই। যদি ময়লা বসে যায় তখন সবকিছু আমরা উলটো দেখতে পাব, হককে বাতিল আর বাতিলকে হক মনে করে বসব।

আল্লাহর সামনে আমাদের বিনয় প্রদর্শন করতে হবে। তিনি আমাদের সতর্ক করে দেওয়ার পরও যদি আমরা তার ওপর অহংকার প্রদর্শন করি হতে পারে হককে আমরা চিরতরের জন্য কখনো চিনতে আর সক্ষম হব না।

কিন্তু যদি আমরা বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করি, হাদীসে কুদসিতে কী এসেছে দেখো,

---

[৯২] সূরা সাফ, ৬১ : ৫।
[৯৩] সূরা ইউনুস, ১০ : ৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِيْ أَهْدِكُمْ

"আমার বান্দারা, তোমরা সবাই ছিলে পথহারা, তবে আমি যাকে হিদায়াত দিয়েছি সে ব্যতীত। অতএব তোমরা আমার নিকট হিদায়াত প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব।"[৯৪]

মেয়েকে আরও বললাম, 'আল্লাহ তাআলা দয়ালু। যখন তিনি কারও মধ্যে সততা, সরলতা ও কল্যাণ দেখতে পান তাকে বারবার সুযোগ দিয়ে থাকেন। এই কারণেই তিনি বলেছেন,

وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ

"আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখতেন, তবে তিনি অবশ্যই তাদেরকে শুনাতেন।"[৯৫]

সর্বশেষ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, নবিজির নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পর এমন অনেক ব্যক্তি পাওয়া যায় যারা ৬-৭ বছর তাঁর দাওয়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু শেষমেশ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলেই আশ্রয় নিয়েছিল। অর্থাৎ যখনই আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যক্তির মধ্যে কল্যাণ দেখতে পান, কুফরির ওপর তাকে মৃত্যু দেন না। অপরদিকে যারা কুরআনের ভাষায় অপরাধী তাদের পরিণাম হয় ভয়াবহ।

প্রিয় ভাইয়েরা, ছোট্ট এই অভিজ্ঞতাটুকু আপনাদের সাথে আলোচনা করলাম, এই আশায় যে, হয়তো কারও উপকারে আসবে।

---

[৯৪] মুসলিম, ২৫৭৭।
[৯৫] সূরা আনফাল, ৮ : ২৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সন্তান বিপথগামী হলে করণীয়

এমন অনেক দ্বীনদার মা-বাবাদের আমি চিনি যাদের সন্তান বিপথগামী হয়েছে, অনেকে আবার নাস্তিকতার পথ বেছে নিয়েছে। পরিণতিতে তারা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছেন। আবার এমন অনেক বাবা আছেন, যারা ব্যক্তিগতভাবে দাঈ, বেশ সফলতার সাথে মানুষদের দ্বীনের পথে ডাকেন, সমাজে যাদের ব্যক্তিত্ব ও বেশ প্রভাবও রয়েছে।

আজ সেসব মানুষ সম্পর্কে কথা বলতে যাব না, যাদের ইখলাসের ঘাটতি রয়েছে, যারা মানুষকে দাওয়াত দিয়ে জনপ্রিয় হতে চায়, সমাজ সংশোধন করতে গিয়ে নিজ পরিবারকে যারা আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়, সন্তান বিপথগামী হলে যারা ভাবে, 'এই কথা যেন কেউ জানতে না পারে। না হয় আমার সুনাম মাটিতে মিশে যাবে।' আজ আমাদের আলোচনা এই শ্রেণির মানুষদের সম্পর্কে নয়।

বরং আমরা কথা বলব সেসব একনিষ্ঠ দাঈ সম্পর্কে যারা সন্তানদের ব্যাপারে যত্নশীল। তাদের বিপথগামী হতে দেখলে যারা অপরাধবোধ থেকে নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলেন, 'নিশ্চিতভাবে আমি তাদের দীক্ষায় ত্রুটি করেছি। যেখানে আমার সন্তানরাই বিপথগামী সেখানে অন্য মানুষদের আমি কীভাবে দাওয়াত দিই! আমি দুমুখো নীতি অবলম্বন করতে পারি না। এখন আমার মূল দায়িত্ব হলো, নিজ সন্তানকে ইসলামে ফিরিয়ে আনা।'

এই শ্রেণির বাবা-মা যখন কোনো ভালো কাজের আদেশ দিতে যান কিংবা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে যান তখন তারা নিজেদের মুনাফিক বা প্রতারক মনে করতে থাকেন। তারা সন্তানদের মাঝে পরিবর্তন আনতে চান কিন্তু অধিকাংশ সময় ব্যর্থ হন। এভাবে দিনে দিনে ব্যর্থতাবোধ ও হতাশা এসে তাদের গ্রাস করে ফেলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা এই শ্রেণির বাবা-মাদের উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, আমরা মনে করি আপনাদের এই অনুভূতি আপনাদের ভেতরে থাকা কল্যাণ ও মঙ্গলের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা, ইখলাস, সততা, অপরাধবোধ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে শয়তান আপনাদের টলিয়ে দিতে চায়। হতে পারে আপনার সন্তান তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের কপালে আল্লাহ হিদায়াত রাখেননি। হ্যাঁ যখন সে বিপথগামী হবে তখন অবশ্যই আপনার দায়িত্ব, তার এই করুণ পরিস্থিতির পেছনের কারণ তালাশ করা, কোন কারণে সে এই পথ বেছে নিল তার অনুসন্ধান করা। এরপর তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো। বিশেষ করে আগের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্যান্য সন্তানদের আদর্শ পদ্ধতিতে গড়ে তোলা।

দ্বীনদার ও দাঈ ব্যক্তিদের সন্তান বিগড়ে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হলো—সন্তানদের ইসলামি শিক্ষা দেওয়া হলেও পাশাপাশি তাদের মনের আকুতি মনোযোগ দিয়ে না শোনা, কড়াকড়ি করা, হিংস্রতা দেখানো, অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া, বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা, অনেক সময় হতে পারে দাওয়াতের পথে বাবা বেশ কষ্টসাধ্য পথ পাড়ি দিয়েছেন কিন্তু সন্তান এই পথের কষ্ট দেখে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে, শয়তান বা নফসের প্ররোচনায় পড়েছে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ হতে পারে। মোদ্দাকথা আপনার দায়িত্ব হলো, পূর্বের ভুল চিহ্নিত করে যথাসম্ভব অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো আর বিগড়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরিয়ে আনাকে নিজের সবচেয়ে অগ্রগণ্য মিশনে পরিণত করা।

কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা, একই সাথে আমি এই কথাও বলি যে, নিজেকে মুনাফিক ভেবে দ্বিমুখীতার দোহাই দিয়ে দাওয়াতের এই মহান কাজ থেকে বিরত থাকা মোটেও উচিত হবে না। ভেবে দেখুন, এক লোকের কথায় সমাজের বহু মানুষ হিদায়াতের দিশা পেত, একসময় শয়তান তার সন্তানকে কুপথগামী করল আর এই কারণে লোকটি দাওয়াত দেওয়াই বন্ধ করে দিলো। তার এমন কর্মকাণ্ডে শয়তান কতটা সফলতার হাসি হাসবে ভাবতে পারছেন? এমনকি আপনার এই হতাশা বিপথগামী সন্তানের সাথে উপযুক্ত আচরণ করা এবং তার ওপর প্রভাব সৃষ্টির সক্ষমতাটুকুও কেড়ে নেবে। আজকের এই কথাগুলো এতটা দৃঢ়তার সাথে এজন্য বলছি, কারণ আমার কিছু প্রিয় ব্যক্তিদের এই কঠিন অবস্থার সামনে আমি দেখতে পাচ্ছি, যাদের আমি সৎ ও মুখলিস বলেই জানি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রিয় ভাই, আপনার সন্তান বিপথগামী হওয়ার পরও দাওয়াতের এই পথে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে, আপনি মুনাফিক।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

"আপনি যাকে পছন্দ করেন ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না।"[৯৬]

আয়াতটি আপনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু যখন বিষয়টি আপনার সাথেই ঘটল তখন আপনি আর নিতে পারলেন না, ভাবতে পারলেন না যে, আপনার সন্তানও জাহান্নামের অধিবাসী হতে পারে। হ্যাঁ, মেনে নেওয়া বেশ কষ্টকর বটে তবে নিজেকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে দাওয়াত চালিয়ে যান আর রবের দরবারে সন্তানের হিদায়াতের দুআ করতে থাকুন। সেই সাথে এই বাস্তবতাটুকুও মেনে নিন যে, আপনার সন্তানকে হিদায়াতের পথ দেখানোর ক্ষমতা আপনার হাতে নেই।

'সন্তানকে ইসলামে ফিরে আনাই হলো আমার জীবনের মূল লক্ষ্য' এই বাক্যটি আমি কখনো সঠিক মনে করি না। কারণ আপনি জীবনের সফলতা এমন এক বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন যার ক্ষমতা আপনার হাতে নেই। হতে পারে সৃষ্টির হাজারো বছর পূর্বে আল্লাহ এর উলটোটি নির্ধারণ করে রেখেছেন। সন্তানকে ইসলামে ফিরিয়ে আনা নয়; বরং আপনার জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত তাকে দাওয়াত দেওয়া। তখন তার প্রতি জমে থাকা আপনার মায়া ও মর্মবেদনা মিশ্রিত দাওয়াত তাকে আকৃষ্ট করবেই। তবুও যদি সে সৎপথ গ্রহণ না করে তখন ব্যর্থতার দায়ে ভেঙে পড়বেন না। মানুষদের দাওয়াত দেওয়ার পথে অবিচল থাকুন, সমাজ সংস্কারে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন। স্মরণে রাখুন, নূহ ﷺ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তার সন্তানকে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত করা।

[৯৬] সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সন্তানদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা শিক্ষা দিন

[মিশরে ইসলামপন্থীদের পতনের পর স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ওপর নেমে আসে নির্যাতনের খড়গ। রাবেয়ার প্রান্তরে একদিনেই খুন করা হয় দুই হাজারেরও অধিক ধর্মপ্রাণ আন্দোলনকারীদের। এই ঘটনার পর আল-জাযিরা 'ফী সাবই সিনীন' নামে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করে। যেখানে দেখানো হয়, অনেক ইসলামপন্থী সরকারি প্রহসন ও জেল-জুলুম সহ্য করতে না পেরে ইসলাম ছেড়ে দিচ্ছে, আল্লাহর সাহায্য থেকে হতাশ হয়ে সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ছে কিংবা অনেকেই বাম ও সেক্যুলার রাজনীতিতে যোগদান করছে। ডকুমেন্টারিটির প্রতিক্রিয়ায় শাইখ কুনাইবি (হাফিজাহুল্লাহ) কিছু কথা বলেন। আমরা সেখান থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ চয়ন করে এখানে যুক্ত করে দিচ্ছি।—অনুবাদক]

নাস্তিকতা, সন্দেহ ও সংশয় রোধে পরিবারই হলো সবচেয়ে বড়ো দুর্গ। সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম যে পন্থা অবলম্বন করবেন সেটি হলো, কুরআনি দীক্ষা। তখন ষড়যন্ত্রকারীর শত চক্রান্তও তাদেরকে আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

প্রথমত নিজেকে, এরপর সন্তানসহ অন্যান্য সকলকে এই কথার ওপর গড়ে তুলুন যে, আমাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য।

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"যিনি মরণ ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য।"[৯৭]

[৯৭] সূরা মুলক, ৬৭ : ২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এটাই হলো বাস্তবতা। পরীক্ষা করার জন্য। তাদের ভালোভাবে আরও শিক্ষা দিন :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

"আর মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? বস্তুত যদি কেউ উলটো ফিরে যায়, তবে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করবেন।"[৯৮]

সন্তানদের বলুন, 'প্রিয় বৎস, মহান আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা না করেই সফলতা দেবেন এমন বলেননি বরং পরীক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

"আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্ট করার মাধ্যমে। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।"[৯৯]

তাদের বলে দিন,

لَتُبْلَوُنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا أَذًى كَثِيْرًا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾

"অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধনসম্পদে ও জীবনে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং খোদাভীতি অবলম্বন করো তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[১০০]

[৯৮] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৪৪।
[৯৯] সূরা বাকারা, ২ : ১৫৫।
[১০০] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৮৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাই প্রিয় ছেলে, যখন আমাদের রব আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন, তখন ধৈর্য হারিয়ে তার ওপর প্রশ্ন তুলবে না।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিপতিত হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন ইবাদতের ওপর অটল থাকে কিন্তু যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তৎক্ষণাৎ পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত তো সে-ই। আর এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।"[১০১]

সন্তানকে বলুন। 'ছেলে আমার, খবরদার, তোমার ভালো কাজের প্রতিদান দুনিয়ায় আশা করবে না। দুনিয়া হলো পরীক্ষার স্থান, প্রতিদান প্রাপ্তির নয়।

وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ

"কেবল কিয়ামাতের দিনেই তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান পূর্ণ মাত্রায় বুঝিয়ে দেওয়া হবে।"[১০২]

তাদের এই কথা বলতে যাবেন না যে, 'সালাত পড়লে আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষায় ভালো নাম্বার দেবেন। সদাকা ও যাকাত পরিপূর্ণরূপে আদায় করো, এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্পদের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করবেন।' এসব না বলে বরং তাকে এই কথা বলুন যে, সালাত পড়লে আল্লাহ খুশি হবেন। হতে পারে সালাত পড়ার পরও আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন, কিন্তু জেনে রেখো, আল্লাহ তোমার সাথেই থাকবেন।'

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ ۖ

"ওহে বৎস, সালাত কায়েম রাখো, সৎকাজের আদেশ দাও, মন্দকাজের নিষেধ করো এবং তোমার ওপর নেমে আসা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো।"[১০৩]

[১০১] সূরা হাজ্জ, ২২ : ১১।
[১০২] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৮৫।
[১০৩] সূরা লোকমান, ৩১ : ১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শত্রুর অত্যাচারের মুখে সে যেন হতাশ হয়ে না পড়ে। আপনার সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন,

وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

"আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান।"[১০৪]

তাকে এই কথার ওপর গড়ে তুলুন,

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُوْنَ

"আমি তোমাদের কতককে কতকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বানিয়েছি। দেখি, তোমরা সবর করো কি না?"[১০৫]

তাকে এও বলুন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই ওপর। যদি তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও তবে পথভ্রষ্ট কেউ তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।"[১০৬]

সন্তানদের হৃদয়ে ইসলামের জন্য আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করুন। যখন সে ইসলামের কোনো ক্ষতি হতে দেখবে যেন সাথে সাথে জ্বলে ওঠে, কেউ ইসলামের পতাকা ভূলুণ্ঠিত করতে চাইলে যে যেন নিজ দায়িত্বে বীরদর্পে এগিয়ে আসে। তাদেরকে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত করুন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوا أَنْصَارَ اللهِ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও।"[১০৭]

[১০৪] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৪।
[১০৫] সূরা ফুরকান, ২৫ : ২০।
[১০৬] সূরা মায়িদা, ৫ : ১০৫।
[১০৭] সূরা সাফ, ৬১ : ১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদেরকে সেসব ব্যক্তির মতো তৈরি করুন যাদের ব্যাপারে কুরআনে এসেছে,

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

"এদেরকে লোকেরা বলেছিল, 'তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জড়ো হয়েছে, কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো'। কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই-না উত্তম অভিভাবক!'[১০৮]

তাদেরকে ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তা শিক্ষা দিন। জালিমের অত্যাচার যাদের ঈমানকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে। তাদের সামনে সেসব মুমিনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন যাদেরকে তাদের ঈমানের কারণে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, অথচ আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿١١﴾

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় ঝরনাসমূহ। আর এটাই তো মহাসাফল্য।"[১০৯]

মানুষগুলোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তবু আল্লাহ তাদের সফল বলে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিল, শেষ সময় পর্যন্ত দৃঢ় থেকেছিল।

সন্তানদের এই শিক্ষা দিন, যেন তারা এতসব যন্ত্রণা সহ্য করেও সুখী থাকে। কারণ তাদের জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। সন্তানকে বলুন, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহ দুনিয়া প্রত্যেককেই দেন। পছন্দের-অপছন্দের সকলকেই। কিন্তু ঈমান শুধু তাদেরকেই দেন যাদের তিনি ভালোবাসেন। যদি তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসো তা হলে ভেবে নেবে আল্লাহ তাআলা তোমাকে পছন্দ করেন। এরপর থেকে তোমার যা কিছুই হবে সবই তোমার কল্যাণে।

[১০৮] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৭৩।
[১০৯] সূরা বুরূজ, ৮৫ : ১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ

“বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্য দুটি মঙ্গলের কোনো একটির অপেক্ষাই করছো।”[১১০]

অর্থাৎ আমাদের সাথে যা-ই ঘটুক না কেন উভয়টি কল্যাণ ও মঙ্গলের। হয়তো আমরা বিজয়ী হব না হয় প্রভুর সন্তুষ্টির পথে শাহাদাত বরণ করব। এই দুই কল্যাণকর পরিণতি ছাড়া আমাদের আর কী-ইবা ঘটবে?!

আখিরাতের সাথে সন্তানদের সম্পর্ককে মজবুত করুন। এই আয়াতটি তাদের দেখিয়ে দিন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

“নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।”[১১১]

[১১০] সূরা তাওবাহ, ৯ : ৫২।
[১১১] সূরা তাওবাহ, ৯ : ১১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে আমাদের একটি বার্তা

প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকা মহোদয়, সন্তানদের নিয়ে উপায়ান্তর না দেখে শেষমেশ আমরা আপনাদের নিকট ছুটে এসেছি। তাদের এই স্বচ্ছ হৃদয় ও সুস্থ ফিতরাত নিয়ে বহু আশায় বুক বেঁধে আমরা এসেছি, সমাজের বিকৃতি ও পচন থেকে তাদের মন মেজাজ যেন রক্ষা পায়। আশপাশের বহু স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন বাদ দিয়ে ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের নিকট সন্তানদের পাঠানোর পেছনে মূল উদ্দেশ্য হলো, যেন তারা সেখানে এমন সব আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয় যা তাদের জীবনে স্থায়ী প্রভাব ফেলবে, তারা আলোকিত মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে।

আমার শিক্ষিকা বোনটি, যখন আপনি পর্দার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করলেন, জমকালো বোরকা পরিধান করলেন কিংবা নিকাব পড়াই বাদ দিলেন আপনার এই কর্মকাণ্ড ছাত্রীদের হৃদয়ে কী প্রভাব রাখবে ভাবতে পারছেন?! তারা দেখবে আপনি আল্লাহর বিধানকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন। আপনিই যখন ইসলামি বেশভূষায় অভ্যস্ত নন তখন কন্যাদের হৃদয়কে ইসলামের ভালোবাসায় সিক্ত করবেন কীভাবে? অন্ধ কি আর পথ দেখাতে সক্ষম!?

ওহে সন্তান গড়ার কারিগর, যখন আমার কন্যা আপনাকে সঠিক পর্দা থেকে বিচ্যুত দেখতে পাবে তখন সে নিম্নোক্ত দুই পথের কোনো একটি বেছে নিতে বাধ্য হবে।

হয়তো কন্যা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সেও হিজাবকে ছুঁড়ে ফেলবে। তখন সে-সহ অন্যান্য যারা আপনার দ্বারা প্রভাবিত, প্রত্যেকের পাপের বোঝা আপনার ওপর এসেই বর্তাবে।

কিংবা হতে পারে, আপনি তাদের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্যতা হারাবেন। আপনার কথাগুলো প্রভাবশূন্য হয়ে পড়বে। তারা আপনার কাছ থেকে বৈপরীত্য শিখবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একদিকে আপনি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসাপূর্ণ কবিতাগুলো তাদের পড়াচ্ছেন, কুরআন কারীমের সে আয়াতগুলো তাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যেখানে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে আর অপরদিকে সন্তানরা দেখতে পাবে সেই আপনিই আল্লাহর স্পষ্ট অবাধ্যতায় লিপ্ত আছেন। তা হলে বলুন তারা কী শিখবে? বর্তমান সমাজে এই বৈপরীত্যগুলোর কারণেই কি সরলমনা শিশুরা বিপথগামী হচ্ছে না, তারা তাদের সুস্থ-সুন্দর ফিতরাত হারাচ্ছে না?

যখন আপনি সঠিক পর্দা ছেড়ে দেবেন তখন সমস্যা শুধুমাত্র এই একটি পাপে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এর দ্বারা সবচেয়ে বড়ো যে বিপদটি হবে তা হলো, আপনার চারপাশের শিশুদের ওপর মানসিক ও দীক্ষাগত একটি বিরূপ প্রভাব পড়বে। মনে রাখবেন, যখন থেকেই আপনি শিক্ষকতার এই ময়দানে পা রেখেছেন তখন থেকেই আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ ও আচরণ গভীর পর্যবেক্ষণের অধীনে। আপনার আশপাশের অসংখ্য ছোটো ছোটো চোখ আপনাকে সার্বক্ষণিক নজরদারির মাঝে রেখেছে। এর মধ্যে যেকোনো ধরনের অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য তারা তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলে এবং তাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, উম্মাহ আজ যে লাঞ্ছনা ও উদাসীনতার সময় পার করছে তার মোকাবিলায় এই প্রজন্মকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন রয়েছে। আর এই প্রজন্মকেই আমরা তুলে দিচ্ছি আপনাদের হাতে। আশা থাকবে যে মহান গুরুদায়িত্ব ও আমানত আপনাদের ওপর বর্তানো হয়েছে আপনারা এর সঠিক তদারকি করবেন। আল্লাহ পরিপূর্ণরূপে দায়িত্ব পালনে আপনাদের সহযোগিতা করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হতাশার কোনো সুযোগ নেই

আমাকে এক ভাই সেদিন একটি চিঠি পাঠালেন। দ্বীনি সচেতনতা তৈরিতে ভাইটির প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। চিঠিতে তিনি মুসলিম সন্তানদের দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতা, শারীআর প্রতি অস্বীকৃতি ও চারিত্রিক অধঃপতনের কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরলেন। শেষে বললেন, 'সত্যি বলতে আমি এখন একপ্রকার হতাশ হয়ে পড়েছি।'

আমি আমার এই ভাই ও অন্যান্য সকলকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, হতাশার কোনো সুযোগ নেই। বরং আমি আমাকে ও আপনাদের সকলকে সফল হিসেবেই দেখতে পাচ্ছি। আমি তো দেখতে পাই, আল্লাহ আমাদের ওপর নিয়ামাতের অশেষ ফল্গুধারা বর্ষণ করছেন, এই কঠিন মুহূর্তেও তিনি আমাদের উম্মাহর কল্যাণে কাজ করার এবং সংস্কার করার সুযোগ দিয়েছেন। বিশুদ্ধ নিয়ত ও সঠিক পথ অনুসরণের মাধ্যমে আমরা যখন যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাব তখন আমরা সফল।

হতাশার কোনো সুযোগ নেই। এমন অনেক আয়াত আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে যেগুলো মূলত আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন হতাশাকে মোকাবিলা করতে এবং সে স্থলে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করতে। সবার অবস্থা দেখে হাহুতাশ করে নিজেকে বিলিয়ে না দেওয়াই হলো সে আয়াতগুলোর মূল উদ্দেশ্য। ভবিষ্যৎ নিয়ে অজানা আশঙ্কা, হতাশা ও দুঃখ আমাদের থাকতে পারবে না। মনে রাখতে হবে, যা কিছু চলছে ও চলবে সবকিছুই মূলত আল্লাহ তাআলার আওতাধীন, তার নির্ধারিত তাকদীরের অংশ। সবকিছুই তার গভীর প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

গভীরভাবে এই আয়াতগুলো লক্ষ করুন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ

"সুতরাং আপনি তাদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না।"[১১২]

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝٣

"তারা মুমিন হচ্ছে না দেখে আপনি হয়ত মনোকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বেন।"[১১৩]

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ

"যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না।"[১১৪]

أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا

"তবে কি যারা ঈমান এনেছে তারা জানে না যে, আল্লাহ ইচ্ছে করলে সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতেন?"[১১৫]

হয়তো আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, 'কাফিরদের সমস্ত কুফরি আল্লাহর আয়ত্তাধীন—এই বিষয়টি এত বেশি করে আলোচনা করার কারণ কী? অথচ এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয়। আল্লাহ যা চান তা-ই তো করতে পারেন।'

আমি বলব, 'এই সমস্ত আয়াত আমাকে ও আপনাকেই সম্বোধন করে বলছে যে, ভয় পেয়ো না, হতাশ হয়ো না; বরং একে সুযোগ হিসেবে লুফে নাও। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো যে, তিনি তোমাকে সে সময় সঠিক পথ দেখিয়েছেন যখন অন্যকে পথভ্রষ্ট করেছেন। দৃঢ়চিত্তে শক্ত মনোবলে আল্লাহর সাহায্য কামনা করো। বাস্তবতাকে একটি উর্বর ভূমি হিসেবে দেখো, যেখানে দাওয়াতের একটি বীজ আল্লাহর ইচ্ছায় একদিন বিশাল শস্যগুদামে পরিণত হবে।

আসলে এই মানসিকতা নিয়েই আমি বাস্তবতার মুখোমুখি হই। স্বীকার করছি,

[১১২] সূরা ফাতির, ৩৫ : ৮।
[১১৩] সূরা শুআরা, ২৬ : ৩।
[১১৪] সূরা আনআম, ৬ : ১১২।
[১১৫] সূরা রা'দ, ১৩ : ৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এখন কঠিন সময় চলছে। মেনে নিচ্ছি, এখন মুসলিম ঘরের সন্তানও ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর এই দৃশ্য নিশ্চয় কোনো অনুভূতিসম্পন্ন ও জীবিত আত্মাকে স্বস্তি দিতে পারে না। কিন্তু একই সাথে আমি একে সুযোগ হিসেবে দেখি। মনোযন্ত্রণা ও কষ্টকে আশা ও কাজের বাস্তবতায় ফুটিয়ে তুলতে চাই। আর আলহামদুলিল্লাহ আমার নিরবচ্ছিন্ন দাওয়াতি কর্মকাণ্ডে আমি এই মানসিকতার বেশ ভালো ও সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাই।

অতএব হতাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বরং এটি এক ঐতিহাসিক সুযোগ। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য মনোনীত একটি অনুগ্রহ। অতএব এ সুযোগকে কাজে লাগান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ড. ইয়াদ কুনাইবি (হাফিজাহুল্লাহ) কুয়েতের সালিমিয়াত শহরে ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার ছিল ফিলিস্তিনের হেবরন শহরের বাসিন্দা। সেখান থেকে তারা কুয়েতে হিজরত করেন। কিন্তু সেখান থেকেও তাদের বিদায় নিতে হয়। বর্তমানে শাইখ কুনাইবি ও তার পরিবার জর্ডানের রাজধানী আম্মানে বসবাস করছেন।

ইয়াদ কুনাইবি জর্ডান ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে ফার্মাকোলজির ওপর গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। একই বিষয়ের ওপর পিএইচডি করেন টেক্সাসের ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টন থেকে। তিনি পুরো কুরআন হিফজ করেছেন। বিজ্ঞ আলিমদের তত্ত্বাবধানে ইলমের বিভিন্ন শাখা নিয়েও তিনি অধ্যয়ন করেছেন। ফলে অর্জন করে নিয়েছেন ফিকহ, সীরাহ এবং তাফসীরশাস্ত্রের ইজাযাহ। ড. ইয়াদ কুনাইবি একজন দাঈ এবং অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট।

তার রচিত অন্যতম কয়েকটি গ্রন্থ:

- হুসনুয-যন্নি বিল্লাহ,
- নুসরাতুল লিশ-শারীআহ,
- হাযান-নিফাক ফাহ্যারহু,
- মুতআতুত-তাদাব্বুর,
- নাদা তাশতাকি লি-আয়িশা ﵂

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সন্তান মা-বাবার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার ফল। তাদের শত স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ। সব মা-বাবাই চায় তাদের সন্তান সফল হোক, দিন শেষে প্রশান্তিময় জীবন লাভ করুক। নিজেরাও ভালো থাকুক এবং বাবা-মাকেও ভালো রাখুক। অথচ বাস্তব চিত্র ভীষণ আলাদা। অধিকাংশ পিতামাতাই সন্তানদের নিয়ে হতাশ। তাদের অশান্তির যেন শেষ নেই। সন্তান বখে গেছে, সবসময় দুর্ব্যবহার করে, কথায় কথায় গালি দেয়, দ্বীন মানে না, দ্বীনের বিরুদ্ধে চলে ইত্যাদি হাজারো অভিযোগ। ধীরে ধীরে স্বপ্নের সন্তানই যেন হয়ে ওঠে অসহনীয় বিরাট এক বোঝা!

আসলে স্বপ্ন দেখলেই তো আর সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্মাণ হয় না! সন্তানকে ভালো মানুষ বানাতে শারীআত ও ফিতরাত অনুসারে শৈশব থেকেই তাকে গড়ে তুলতে হয়। তার হৃদয়-ভূমিতে তারবিয়াতের বীজ বপন করতে হয়। পথ দেখাতে হয় সুনিপুণ দক্ষতায়।

যারা সন্তানকে গড়ে তুলতে চান আলোকিত করে, দুনিয়া-আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই পৌঁছে দিতে চান সফলতার শিখরে, তাদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন—সন্তানের ভবিষ্যৎ।

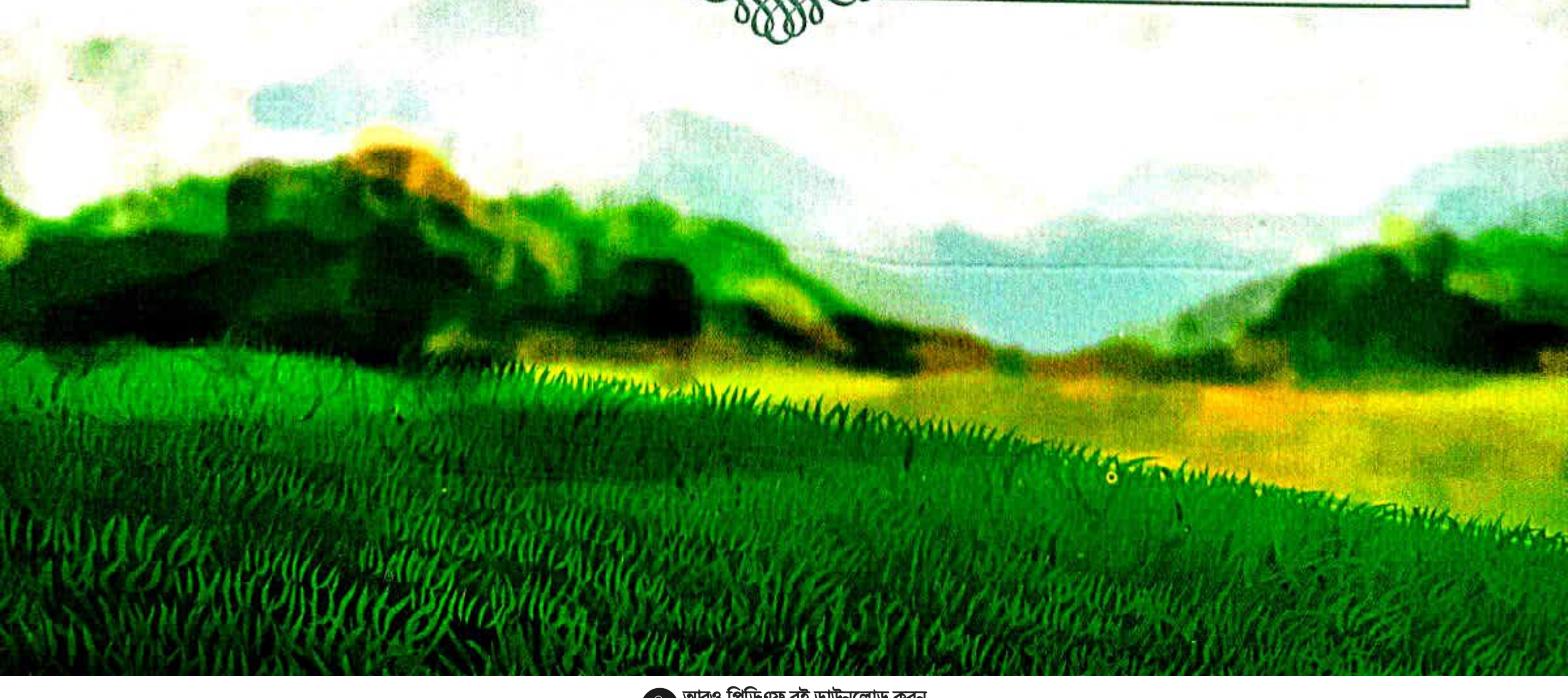

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com